পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 282 Tuesday, 10 September, 2024 ❋ ২৯ বর্ষ, ২৮২ সংখ্যা ❋ ২৪ ভাদ্র ১৪৩১, মঙ্গলবার, ১০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

আরজি কর মামলার পরবর্তী শুনানি আগামী মঙ্গলবার

জুনিয়র ডাক্তারদের কাজে ফিরতে বলল সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ৯ সেপ্টেম্বরঃ আরজি কর নিয়ে সোমবারের শুনানিতে সুপ্রিম কোর্ট পষ্টাপষ্টিই জানিয়ে দিল, জুনিয়র ডাক্তার তথা রেসিডেন্ট ডাক্তারদের এবার কাজে ফিরতেই হবে। সর্বোচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড় জানিয়ে দেন, মঙ্গলবার বিকেল ৫টার মধ্যে জুনিয়র তথা রেসিডেন্ট ডাক্তাররা কাজে যোগ দিলে রাজ্য সরকার তাঁদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নিতে পারবে না। কিন্তু তার মধ্যে ডাক্তাররা কাজে যোগ না দিলে সরকার শৃঙ্খলাভঙ্গের জন্য ব্যবস্থা নিতেই পারে। সেই অধিকার সরকারের রয়েছে। এদিনের শুরু থেকে বারবার রাজ্য সরকারের আইনজীবী কপিল সিবাল বলেন, ''ডাক্তাররা কাজ করছেন না। তার ফলে গোটা রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ইতিমধ্যে ২৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। ৬ লক্ষ মানুষ স্বাস্থ্য পরিষেবা পায়নি। বিশেষ করে হার্টের অসুখ, ক্যানসারের মতো রোগের জন্য সাধারণ মানুষ সংখ্যায় সরকারি হাসপাতালে আসেন। তাঁরা বঞ্চিত হচ্ছেন।'' ডাক্তারদের তরফে আইনজীবী পাল্টা বলেন, ''জুনিয়র ডাক্তারদের হুমকি দেওয়া হচ্ছে। বর্ধমান মেডিকেল কলেজ, মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ, কলকাতা মেডিকেল কলেজে এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে। জুনিয়র ডাক্তারদের মধ্যে কারও অভিভাবক সরকারি চাকরি করলে তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার হুমকি দিচ্ছে গুণ্ডারা। সুতরাং ডাক্তারদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে হবে। তা ছাড়া সিনিয়র ডাক্তাররা চিকিৎসার কাজ করছেন। আন্দোলন করছেন জুনিয়র ডাক্তাররা।'' কিন্তু তা শুনে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি বলেন, ''এটা কোনও যুক্তি নয় যে শুধু জুনিয়র ডাক্তাররা আন্দোলন করছেন।'' প্রধান বিচারপতি বলেন, ''রাজ্য সরকারকে আমরা নির্দেশ দিয়েছি যে সরকারি হাসপাতালগুলিতে ডাক্তার ও স্বাস্থ্যকর্মীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে হবে। সিসিটিভি ক্যামেরা পর্যাপ্ত সংখ্যায় লাগাতে হবে। পুরুষ ও মহিলা চিকিৎসকদের জন্য পৃথক রেস্ট রুমের ব্যবস্থা করতে হবে। এবং সেই কাজের অগ্রগতি দ্রুত হচ্ছে কিনা সে ব্যাপারে নজর রাখতে হবে জেলা শাসকদের।'' প্রধান বিচারপতি আরও বলেন, ''পশ্চিমবঙ্গ সরকার হলফনামা দিয়ে জানিয়েছে যে হাসপাতালের নিরাপত্তা পরিকাঠামো বাড়াতে তহবিল অনুমোদন করা হয়েছে। আমরা চাইছি তা দিয়ে দ্রুত কাজ শুরু হোক।'' তবে প্রধান বিচারপতি ফের মনে করিয়ে দেন, ডাক্তাররা অনির্দিষ্টকালের জন্য কর্মবিরতি পালন করতে পারে না। সর্বোচ্চ আদালত তা সমর্থন করবে না। ডাক্তারদের কাজ রোগীদের পরিষেবা দেওয়া। তবে হ্যাঁ, মঙ্গলবারের মধ্যে কাজে যোগ দিলে জুনিয়র ডাক্তারদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া যাবে না বা শাস্তিমূলক ভাবে ট্রান্সফার করা যাবে না। প্রধান বিচারপতি বলেন, রাজ্য সরকারের আইনজীবী কপিল সিবাল কথা দিয়েছেন, ডাক্তাররা মঙ্গলবার বিকেলের মধ্যে কাজে যোগ দিলে সরকার কোনও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেবে না। সুতরাং রেসিডেন্ট ডাক্তাররা এবার কাজে যোগ দিন। সর্বোচ্চ আদালত বুঝিয়ে দেয়, মঙ্গলবার বিকেলের পর ডাক্তারদের কেউ কাজে যোগ দিলে এবং সরকার তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা

> মঙ্গলবার বিকেল ৫টার মধ্যে ফিরলে শাস্তি নয়।

নিতেই পারে। সেটা রাজ্যের এক্তিয়ারের মধ্যে পড়ে। এদিন সুপ্রিম কোর্টে আরজি কর মামলার শুনানিতে প্রশ্নবাণে বিদ্ধ হয় রাজ্য। সিবিআই এবং অন্যান্য আইনজীবীদের তরফে নির্যাতিতার শরীরের নমুনা সংগ্রহ এবং প্রমাণ লোপাটের চেষ্টার অভিযোগে একাধিক যুক্তি দেওয়া হল। পালটা দিলেন রাজ্যের আইনজীবী কপিল সিব্বলও। শীর্ষ আদালত জানিয়ে দিল, আগামী সোমবার তদন্তের অগ্রগতি নিয়ে ফের রিপোর্ট দেবে সিবিআই। মঙ্গলবার মামলার পরবর্তী শুনানি। এদিন মুখবন্ধ খামে সিবিআই তদন্তের অগ্রগতির রিপোর্ট পেশ করেছে। তবে সেই রিপোর্ট নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে নারাজ প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়। তিনি বললেন, ''ওপেন কোর্টে কিছু মন্তব্য করতে চাই না। যাতে তদন্তে প্রভাব পড়ে। আগামী সোমবার তদন্তের আবার স্টেটাস রিপোর্ট দিন।'' আগামী ১৬ সেপ্টেম্বর ফের স্টেটাস রিপোর্ট দেবে সিবিআই। ১৭ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে। যদিও এদিন এই মামলায় প্রাথমিক তদন্ত নিয়ে রাজ্যকে একাধিক প্রশ্নবাণে বিদ্ধ করেছে সিবিআই। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার দাবি, ''এই ধরনের ঘটনার ক্ষেত্রে প্রথম ৫ ঘণ্টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু আমরা ৫ দিন পরে গিয়েছি। তখন অনেক কিছু পালটে গিয়েছে।'' রাজ্যের বিপক্ষের একাধিক আইনজীবী এদিন ইঙ্গিত করেছেন, নির্যাতিতার শরীর এবং ঘটনাস্থল থেকে নমুনা সংগ্রহের ক্ষেত্রেও প্রমাণ লোপাটের চেষ্টা হতে পারে। আইনজীবীদের বক্তব্য, নির্যাতিতার গোপনাঙ্গ থেকে সংগৃহীত নমুনা ঠিকমতো সংরক্ষণ করা হয়নি। তা ৪ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে রাখার কথা ছিল, তা হয়নি। এতে প্রমাণ নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা করছে সিবিআই। ফের ওই নমুনা পরীক্ষা করতে একাধিক কেন্দ্রীয় এজেন্সির কাছে পাঠানো হবে বলে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আইনজীবীরা। একই সঙ্গে তাঁদের ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য, কারা নমুনা সংগ্রহ করছেন সেটাও গুরুত্বপূর্ণ। এদিন প্রধান বিচারপতি জানতে চান, পুরো নমুনা সংগ্রহের ভিডিও ফুটেজ সিবিআইকে জমা দেওয়া হয়েছে কিনা। রাজ্যের তরফে জানানো হয়, সিবিআই সব ভিডিও ফুটেজ পেয়ে গিয়েছে। যদিও সিবিআইয়ের তরফে সলিসিটর জেনারেল জানান, মাত্র ২৭ মিনিটের চারটি ক্লিপ দেওয়া হয়েছে তাঁদের। অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গ ভিডিও ফুটেজে দেওয়া হয়নি। এদিন ময়নাতদন্তের প্রক্রিয়া নিয়েও প্রশ্ন ওঠে শীর্ষ আদালতে। সিব্বলের কাছে মৃতদেহের ময়নাতদন্তের চালান দেখতে চান প্রধান বিচারপতি। সিব্বল জানান, এই মুহূর্তে তাঁর কাছে নেই। সলিসিটর জেনারেলের দাবি, যে নথিপত্র দেওয়া হয়েছিল সিবিআইকে, তাতে চালান ছিল না। ময়নাতদন্ত কি সঠিকভাবে হয়েছে? প্রশ্ন তোলেন আইনজীবী ফিরোজ এডুলজি। সিবিআইয়ের তরফেও জানানো হয়, ময়নাতদন্ত কখন করা হয়েছে, সেই সময়ের উল্লেখ নেই। যদিও রাজ্যের আইনজীবীর যুক্তি, সব কিছু উল্লেখ রয়েছে রিপোর্টে। সেই সংশয়ের প্রেক্ষিতে রাজ্যের তরফে জানানো হয়, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সন্দেহ হলে তাঁর কাছে রিপোর্ট চাওয়া হোক। তবে প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ নমুনা সংগ্রহ নিয়ে রাজ্যকে তিরস্কারসূচক কোনও মন্তব্য করেনি। বস্তুত তদন্তের অগ্রগতি নিয়ে সেভাবে ''ওপেন কোর্টে' কিছু বলতে চায়নি ডিভিশন বেঞ্চ। সিবিআই পরবর্তী স্টেটাস রিপোর্ট দেওয়ার পর এ নিয়ে আলোচনা হোক, চাইছে শীর্ষ আদালত।

ইডি সমনের বিরুদ্ধে অভিষেকের আবেদন খারিজ সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ৯ সেপ্টেম্বরঃ সুপ্রিম কোর্ট সোমবার এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের সমনকে চ্যালেঞ্জ করে সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর স্ত্রী-রুজিরার আবেদন খারিজ করে দিয়েছে। স্বামী এবং স্ত্রী কলকাতাকে তাঁদের সাধারণ আবাসস্থল হিসেবে কলকাতাকে দাবি করে এবং ইডি সমনকে চ্যালেঞ্জ করে বলেন যে দিল্লিতে তাঁদের আশা অসম্ভব। বিচারপতি বেলা ত্রিবেদী এবং

বিচারপতি সতীশ চন্দ্র শর্মার বেঞ্চ আজ এই রায় ঘোষণা করেন। বেঞ্চ জানায় যে তাঁরা রায়দান তাঁরা ১৩ আগস্ট করবেন। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেছিলেন যে ফৌজদারি কার্যবিধির (সিআরপিসি) বিধানগুলি সমনগুলিতে প্রযোজ্য হওয়া উচিত, যেহেতু ২০০২ সালের মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন এই বিষয়ে নির্দিষ্টভাবে কোনও পদ্ধতি প্রদান করে না। তাঁরা এই যুক্তি দিয়ে আদালতে গিয়েছিলেন যে তাঁদের শুধুমাত্র কলকাতায় হাজির হতে বলা যেতে পারে কারণ অপরাধটি সেখানেই সংঘটিত হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে, নয়াদিল্লিতে নয়। রায়দানের সময় বিচারপতিরা বলেন,

● এরপর ৩ পাতায়...

অরূপ-শান্তনুদের সরিয়ে রোগী কল্যাণে শুধুই ডাক্তাররা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ সেপ্টেম্বরঃ সরকারি হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতি থেকে এবার রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার পরিবর্তে রোগী কল্যাণ সমিতিতে থাকবেন শুধুই হাসপাতালের অধ্যক্ষ বা সুপার। হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতিতে শাসক দলের প্রতিনিধি রাখার ব্যবস্থা যে তৃণমূল জমানাতে প্রথম শুরু হয়েছে তা নয়। বাম জমানাতেও একেকটি সরকারি হাসপাতালের দায়িত্বে এভাবে পার্টির নেতা রাখার ব্যবস্থা ছিলেন। তৃণমূল জমানায় তা প্রাতিষ্ঠানিক চেহারা পায়। শুধু তা নয়, সরকারি হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান পদ নিয়ে নির্মল মাজি ও শান্তনু সেনের টানাপোড়েনও সুবিদিত। তা ছাড়া নির্মল মাজির বিরুদ্ধে অতীতে বহুবার বহু অভিযোগও উঠেছে। বর্তমান এসএসকেএম হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান রাজ্যের বিদ্যুৎ মন্ত্রী তথা তৃণমূল নেতা অরূপ বিশ্বাস। কলকাতা মেডিকেল কলেজের রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান তৃণমূল নেতা ও বিধায়ক ডাঃ সুদীপ্ত রায়। ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজের রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান এন্টালির তৃণমূল বিধায়ক স্বর্ণকমল সাহা। এনআরএস হাসপাতালে এই কমিটির চেয়ারম্যান তৃণমূল নেতা শান্তনু সেন। একই ভাবে বর্ধমান মেডিকেল কলেজ ও নর্থবেঙ্গল মেডিকেল কলেজের রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান খোকন দাস ও গৌতম দেব। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন বলেন, ''প্রতিটি হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান হবে সেই হাসপাতালের অধ্যক্ষ বা সুপার। বাইরের কেউ থাকবে না।'' কালীঘাট ঘনিষ্ঠ তৃণমূলের একটি সূত্রের দাবি, রোগী কল্যাণ সমিতিতে তৃণমূলের নেতাদের রাখা নিয়ে দলের মধ্যে প্রশ্ন তুলেছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এ ব্যাপারে অতীতেও তিনি অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন। সম্ভবত তাঁর পরামর্শই গ্রহণ করলেন মুখ্যমন্ত্রী। রোগী কল্যাণ সমিতির নামে শাসক দলের নেতাদের হাসপাতালের বিষয়ে নাক গলানো বন্ধ করার ব্যবস্থা করল নবান্ন।

'আমার কথার অপব্যাখ্যা হচ্ছে'

মহিলা চিকিৎসকের মৃত্যুর ক্ষতিপূরণ প্রসঙ্গে বললেন মমতা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ সেপ্টেম্বরঃ সোমবার সুপ্রিম কোর্ট পষ্টাপষ্টি জানিয়ে দিয়েছে জুনিয়র ডাক্তাররা অনির্দিষ্টকাল ধরে আন্দোলন চালিয়ে যেতে পারবেন না। তাঁদের কাজে ফিরতে হবে। মঙ্গলবার বিকেল ৫টার মধ্যে তাঁরা কাজে ফিরলে সরকার তাঁদের বিরুদ্ধে কোনও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে পারবে না। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের এই নির্দেশের পর এদিন নবান্নে প্রশাসনিক বৈঠক থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ''আমি জুনিয়র ডাক্তারদের কাজে ফিরতে অনুরোধ করছি। সুপ্রিম কোর্টও সেই কথা বলে দিয়েছে। আপনাদের কোনও অভিযোগ থাকলে বা কিছু বলার থাকলে আলোচনার জন্য আসতে পারেন।'' এদিন সুপ্রিম কোর্টে শুনানিতে রাজ্য সরকারের আইনজীবী কপিল সিবাল বলেন, ''ডাক্তাররা কাজ করছেন না। তার ফলে গোটা রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ইতিমধ্যে ২৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। ৬ লক্ষ মানুষ স্বাস্থ্য পরিষেবা পায়নি। বিশেষ করে হার্টের অসুখ, ক্যানসারের মতো রোগের জন্য সাধারণ মানুষ সংখ্যায় সরকারি হাসপাতালে আসেন। তাঁরা বঞ্চিত হচ্ছেন।'' এর পরই প্রধান বিচারপতি পরিস্কার জানিয়ে দেন, ডাক্তাররা কাজে না ফিরলে রাজ্য সরকার শৃঙ্খলাভঙ্গের জন্য ব্যবস্থা নিতেই পারে। সেই এক্তিয়ার রাজ্য সরকারের রয়েছে। তবে প্রধান বিচারপতি এও জানিয়ে দেন, মঙ্গলবার বিকেল ৫টার মধ্যে কাজে যোগ দিলে সরকার কোনও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা বা ট্রান্সফার করতে পারবে না। আজ নবান্ন থেকে মুখমন্ত্রী নির্যাতিতার পরিবারের সঙ্গে দেখা করা প্রসঙ্গে বললেন, ''অনেকে বলছেন আমি টাকার কথা বলেছি। আমি মোটেই বলিনি। আমাকে প্রমাণ দেখাক, কোথায় আমি টাকার কথা বলেছি। মিথ্যা কথা বলা হচ্ছে। এগুলি অপপ্রচার, চক্রান্ত।'' ব্যাখ্যা দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানালেন, ''আমি বাবা-মাকে যা বলেছিলাম তা হল- মৃত্যুর বিকল্প টাকা হয় না। আপনারা খুব মর্মাহত। আমরাও মর্মাহত। কিন্তু যদি কোনও দিন মনে করেন, আপনার মেয়ের স্মৃতিতে কোনও ভাল কাজ করবেন, আমাদের বলবেন। সরকার পাশে আছে।'' মুখ্যমন্ত্রী জানালেন, আন্দোলনরত ডাক্তারেরা যে দাবিগুলি স্বাস্থ্যভবনে পেশ করেছিলেন, সেগুলির মধ্যে সব ক'টি দাবি মেনে নেওয়া হয়েছে। তাঁর কথায়, ''আমাদের কাছে অভিযোগ সরাসরি আসেনি। তাও আমরা দু'জনকে নিলম্বিত করেছি।'' ময়নাতদন্তের সময় ভিডিয়োগ্রাফি করা হয়েছে। জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটকেও ডাকা হয়েছিল। নবান্ন সভাঘর থেকে সেই কথাও মনে করিয়ে দেন মমতা। প্রসঙ্গত, কলকাতার পুলিশ কমিশনার পদ থেকে বিনীত গোয়েলের ইস্তফা দাবি করে কদিন আগে লালবাজারে ডেপুটেশন দিতে গিয়েছিলেন জুনিয়র ডাক্তাররা। তাঁদের হাতে ছিল কৃত্রিম মেরুদণ্ড। টানা ২২ ঘণ্টা ধরে লালবাজারের কাছে ধর্না দেওয়ার পর পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে দেখা করতে পেরেছিলেন তাঁরা। সোমবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পরিস্কার জানিয়ে দিলেন, কলকাতার পুলিশ কমিশনারের পদ থেকে বিনীত গোয়েলকে এখনই সরানো হবে না। তবে বিনীতকে যে একেবারেই সরানো হবে না তাও বলেননি তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, কদিন অপেক্ষা করলে কী অসুবিধা আছে? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন আরও জানান, পুলিশ কমিশনারের পদ থেকে সরে যাওয়ার ব্যাপারে ইচ্ছা প্রকাশ করে বিনীত গোয়েল তাঁর সঙ্গে বেশ কয়েক বার দেখা করেছেন। কিন্তু তিনিই তাঁকে সরাননি। কারণ, পুজো আসছে। আইনশৃঙ্খলার ব্যাপারটা যিনি ভাল বোঝেন তাঁকে থাকতে হবে। কোথায় কী পুলিশ পোস্টিং রয়েছে, কোথায় কোন পুজো আছে, সেটা তো জানতে হবে। কিছুদিন ধৈর্য্য ধরলে কী মহাভারত অশুদ্ধ হয়? কলকাতার পুলিশ কমিশনার পদে বিনীত গোয়েল দায়িত্ব পেয়েছিলেন ২০২২ সালের ১ জানুয়ারি। সাধারণত তিন বছরের বেশি কাউকে কলকাতার পুলিশ কমিশনার পদে রাখা হয় না। অর্থাৎ এমনিতেই তিন মাসের মধ্যে বিনীতকে সরিয়ে নতুন পুলিশ কমিশনার নিয়োগ করার কথা। সেই কারণেই সম্ভবত ধৈর্য্য ধরতে বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী এদিন নবান্নের সভাঘর থেকে জানান, যেসব পুজো কমিটি অনুদান প্রত্যাখ্যান করেছে তাদের বাদ দিয়ে অন্য কোনও পুজো কিমিটিকে সেই অনুদান দেওয়া হবে। তবে এদিন পুলিশ কর্তাদের উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রীর কড়া নির্দেশ, সামনেই পুজো। কোনওরকম পরিস্থিতি কড়া হাতে মোকাবিলার নির্দেশ দেন তিনি। পাশাপাশি পুজোয় ৭৫ শতাংশ বিদ্যুতের ফি মুকুবের কথা মনে করিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা, যেসব পুজো কমিটিগুলি সরকারের সামাজিক প্রকল্পের দিকগুলি বেশি করে তুলে ধরবে তাদের জন্যেও পরে 'বিশেষ ছাড়' দেওয়া হবে। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যে বারবার উঠে আসে, 'ধর্ম যার যার, উৎসব সবার'। তিনি বলেন, ''দুর্গাপুজো আমাদের শ্রেষ্ঠ উৎসব। এই উৎসবে যেন কোনওরকম অশান্তি, গণ্ডগোল, কুৎসা, অপপ্রচার কোনওভাবেই বরদাস্ত করা হবে না।'' সেকারণে মুখ্যসচিবকে অবিলম্বে একটি কমিটি গঠনের নির্দেশও দেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতা আরও মনে করিয়ে দেন, ''পুজোর অনুদান নিয়ে বেশ কিছু ক্লাবের অনুরোধ আমাদের কাছে এসেছে। আগামীকাল অর্থাৎ মঙ্গলবার থেকেই সেই অনুদান দেওয়ার কাজ শুরু হবে।'' এর পরই মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''যে সমস্ত পুজো উদ্যোক্তারা অনুদান নিতে অস্বীকার করেছে, তাদের বদলে সরকারের কাছে একাধিক নয়া পুজো কমিটির আবেদন জমা পড়েছে। সবাইকে সাহায্য করা সম্ভব না হলেও মুখ্যমন্ত্রী পরিস্কার জানিয়ে দিয়েছেন, যারা টাকা নিতে না চান, ঠিক আছে। নতুন যারা আবেদন করেছেন তাঁদের অনুদান দেওয়া হবে।''

> সোমবার নবান্ন সভাঘরে পুজো সংক্রান্ত প্রস্তুতি নিয়ে প্রশাসনিক বৈঠকে মমতা বলেন, ''তদন্ত এখন সিবিআইয়ের হাতে। ওরা বিচার দেবে। ওরা যাতে ফাস্ট ট্র্যাক আদালতে দ্রুত দোষীদের শাস্তির ব্যবস্থা করে তা দেখুক। তবে এবার পুজোটা ভালো করে দেখতে হবে। পুজোতে ফিরে আসুন, উৎসবে ফিরে আসুন।''

সুপ্রিম কোর্ট হতাশ করেছে, ক্ষোভ উগরে দিলেন জুনিয়র ডাক্তাররা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ সেপ্টেম্বরঃ সুপ্রিম কোর্টের রায়ে হতাশ জুনিয়র ডাক্তাররা। জানালেন, এই রায়ের দিকে তাকিয়েছিলেন তাঁরা। ভেবেছিলেন কর্মরত অবস্থায় তাঁদের বন্ধুর সঙ্গে যে নারকীয় ঘটনা ঘটেছে তার বিচারের পথ খুলবে। কিন্তু আদতেই তেমন কিছুর ইঙ্গিত মিলল না। ঠিক একমাস আগের এই দিনটিতেই আরজিকর হাসপাতালের সেমিনার রুম থেকে মিলেছিল তরুণী চিকিৎসকের অর্ধনগ্ন দেহ। সোমবার সুপ্রিম কোর্টে শুনানি শুরুর আগেই আরজি কর হাসপাতালে সামনে নিহত ছাত্রীর ছবিতে মালা এবং ফুল দিয়ে সাজানো হয়। সেখানেই জায়েন্ট স্ক্রিন লাগানো হয়, যাতে সরাসরি সবাই সুপ্রিম কোর্টের বিচার প্রক্রিয়া দেখতে পান। কিন্তু এদিন শুনানি শেষের পরেই হতাশ তাঁরা। সোমবার সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে জুনিয়র ডাক্তাররা অনির্দিষ্টকাল ধরে আন্দোলন চালিয়ে যেতে পারবেন না। তাঁদের কাজে ফিরতে হবে। মঙ্গলবার বিকেল ৫টার মধ্যে তাঁরা কাজে ফিরলে সরকার তাঁদের বিরুদ্ধে কোনও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে পারবে না। প্রধান বিচারপতি এদিন আরও বলেন,

● এরপর ৩ পাতায়...

শুনানি শেষ হতেই তৎপর সিবিআই, হাজির আরজি করে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ সেপ্টেম্বরঃ আরজি কর হাসপাতালে মহিলা চিকিৎসককে ধর্ষণ-খুনের মামলার শুনানি শেষ হয়েছে সুপ্রিম কোর্টে। সোমবার সকাল সাড়ে দশটায় শুনানি শুরু হবে বলে প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড় গত সপ্তাহে ঘোষণা করেছিলেন। সেই মতো শুনানি শুরু হয়। এবার শুনানি শেষ হতেই আরজি কর হাসপাতালে এলেন সিবিআই আধিকারিকরা। আরজি কর কাণ্ড নিয়ে এদিন সুপ্রিম কোর্টে একটি স্ট্যাটাস রিপোর্ট পেশ করেছে সিবিআই। তবে তা কোনও চূড়ান্ত রিপোর্ট নয়। এখনও পর্যন্ত তদন্তের যা অগ্রগতি হয়েছে তা নিয়েই রিপোর্ট দিয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্ত এজেন্সি। এদিন মামলার শুনানি শুরু হওয়ার পর প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়, বিচারপতি মনোজ মিশ্র ও বিচারপতি জেবি পারদিওয়ালা সিবিআইয়ের রিপোর্ট খুঁটিয়ে পড়েন। পরে প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড় বলেন, 'সিবিআই তদন্ত যেভাবে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তা চলুক। তার পর আরও একটি স্ট্যাটাস রিপোর্ট পেশ করুক সিবিআই। সে ক্ষেত্রে পরের মঙ্গলবার অর্থাৎ ১৭ তারিখ ফের শুনানি হতে পারে।'' শুনানি শেষের পর পরই এবার হাসপাতাল চত্বরে ঢুকলেন সিবিআই আধিকারিকরা। এখন দেখার আগামী শুনানিতে যে রিপোর্ট জমা দিতে বলা হয়েছে তাতে কী কী উল্লেখ করে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা।

দেশে মাঙ্কিপক্সের আতঙ্ক

রাজ্যগুলিকে অক্ষরে অক্ষরে এই নিয়ম মানতে বলল কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ৯ সেপ্টেম্বরঃ ছড়াচ্ছে মাঙ্কিপক্সের আতঙ্ক। দেশে এক সন্দেহজনক রোগীর খোঁজ মিলতেই আতঙ্ক ছড়িয়েছে। নড়েচড়ে বসেছে রাজ্য সরকারগুলিও। এই পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে মাঙ্কিপক্স নিয়ে নির্দেশিকা জারি করা হল। মাঙ্কিপক্সে আক্রান্ত বলে যাদের সন্দেহ করা হচ্ছে, তাদেরও স্ক্রিনিং ও পরীক্ষা করানোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি কনট্যাক্ট ট্রেসিং, আইসোলেশনের নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। সোমবারই কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে মাঙ্কিপক্স সংক্রান্ত নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। রাজ্যগুলিকে হাসপাতাল চিহ্নিত করতে বলা হয়েছে যেখানে সন্দেহজনক রোগীকে আইসোলেশনে রাখার ব্যবস্থা করা হবে। আলাদাভাবে এমন সেন্টারও তৈরি বা চিহ্নিত করতে বলা হয়েছে যেখানে সম্ভাব্য বা নিশ্চিত রোগীর চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হবে। মাঙ্কিপক্সের রোগীদের চিহ্নিত করতে এবং সংক্রমণ ছড়ানো যথাসম্ভব কমাতে কনট্যাক্ট ট্রেসিংয়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কেন্দ্রের তরফে। বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলেও, সাধারণ মানুষের মধ্যে যাতে অযথা আতঙ্ক না ছড়ায়, তা-ও নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে। স্বাস্থ্য মন্ত্রকের তরফে মাঙ্কিপক্স সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে করোনাকালের মতো প্রস্তুতি ও কনট্যাক্ট ট্রেসিংয়ের উপরে জোর দেওয়া হয়েছে। পরীক্ষা করার জন্য ল্যাবরেটরি চিহ্নিত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রাজ্য সরকারকে মাঙ্কিপক্স মোকাবিলার প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে বলা হয়েছে।

'নিঃশর্ত ক্ষমা চান', অভিষেককে কড়া চিঠি জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম অব ডক্টরস-এর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ সেপ্টেম্বরঃ আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে সরব জুনিয়র ডাক্তাররা। দ্রুত বিচারের দাবিতে অবস্থান বিক্ষোভ, কর্মবিরতি পালন করছেন। এই পরিস্থিতিতে হুগলির কোন্নগরের এক যুবকের আরজি করে মৃত্যু ঘিরে চাপানউতোর বাড়ল। শুক্রবার আরজি করে ওই যুবকের মৃত্যুর পর এক্স হ্যান্ডলে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় একটি পোস্ট করেছিলেন। জুনিয়র চিকিৎসকদের আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়েও বিনা চিকিৎসায় ওই যুবকের মৃত্যুর অভিযোগ তুলেছিলেন। এবার অভিষেকের সেই পোস্টের জবাব দিলেন চিকিৎসকরা। বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুর অভিযোগ খারিজ করে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদককে চিঠি দিলেন জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম অব ডক্টরস। অভিষেককে নিঃশর্ত ক্ষমা চাইতে বলল চিকিৎসকদের এই সংগঠন। রবিবার জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম অব ডক্টরসের তরফে অভিষেককে পাঠানো চিঠিতে লেখা হয়েছে, আপনি ৬ সেপ্টেম্বর এক্স হ্যান্ডলে লেখেন যে আরজি করের বিক্ষোভের

জেরে কোন্নগরের এক যুবক রক্তাক্ত অবস্থায় কোনও চিকিৎসা ছাড়াই ৩ ঘণ্টা পড়েছিলেন। বাস্তবে, সকাল ৯টা ১০ মিনিট থেকে সাড়ে ১২টায় ওই যুবকের দুর্ভাগ্যজনক মৃত্যুর সময় পর্যন্ত তাঁর চিকিৎসা হয়েছে। আপনার ভিত্তিহীন দাবির জন্য চিকিৎসকরা বিপদে পড়তে পারেন। অযাচিত হিংসাকে উস্কে দিতে পারে। আমাদের দাবি, নিঃশর্ত ক্ষমা চেয়ে আপনার এই ভুল তথ্য প্রত্যাহার করুন। শুক্রবার হুগলির কোন্নগরের বিক্রম ভট্টাচার্য নামে এক যুবক দুর্ঘটনায় জখম হয়েছিলেন। শ্রীরামপুর ওয়ালস হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে তাঁকে আরজি কর মেডিক্যাল কলেজে পাঠানো হয়। অভিযোগ, সেখানে বিনা চিকিৎসায় তিন ঘণ্টা পড়েছিলেন বিক্রম। অভিষেকের আগে তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ এক্স হ্যান্ডলে লিখেছিলেন, 'সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানতে পেরেছি, সকাল ৯টা থেকে বেলা ১২টা পর্যন্ত ওই যুবক পড়ে ছিলেন। তারপরও তাঁকে ভর্তি নেওয়া হয়নি।' কোন্নগরের ওই যুবকের মৃত্যু নিয়ে এক্স হ্যান্ডলে অভিষেক লিখেছিলেন, '৩ ঘণ্টা কোনও চিকিৎসা ছাড়াই রক্তাক্ত অবস্থায় পড়েছিলেন ওই যুবক।' চিকিৎসকদের দাবিকে সমর্থন জানিয়েও এক্স হ্যান্ডলে তিনি লেখেন, 'জুনিয়র ডাক্তারদের দাবি ন্যায্য। আমি তাঁদের আবেদন জানাই, এমনভাবে প্রতিবাদ করুন যাতে জরুরি পরিষেবা ব্যাহত না হয়।' বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু অভিযোগ খারিজ করেছে চিকিৎসকদের সংগঠন জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম অব ডক্টরস। তারপরই নিঃশর্ত ক্ষমার দাবি জানিয়ে চিঠি দেওয়া হয় তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদককে। এই চিঠির জবাবে অভিষেক কী বলেন, সেটাই দেখার।

২৯ সেপ্টেম্বর ফের মন-কি-বাত অনুষ্ঠান, দেশবাসীর মনের কথা জানতে চাইলেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৯ সেপ্টেম্বর ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আগামী ২৯ সেপ্টেম্বর পরবর্তী মন-কি-বাত অনুষ্ঠানে দেশবিদেশের মানুষের সঙ্গে নিজের চিন্তাভাবনা ভাগ করে নেবেন। ২৯ সেপ্টেম্বর (রবিবার) আবারও শোনা যাবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মাসিক বেতার অনুষ্ঠান মন-কি-বাত। ২৯ সেপ্টেম্বরের মনকিবাত অনুষ্ঠানটি হবে ১১৪-তম পর্ব। তার আগে

দেশবাসীর মনের কথা জানতে চাইলেন প্রধানমন্ত্রী।টোল ফ্রি নম্বর ১৮০০-১১-৭৮০০-এর মাধ্যমে জনগন এই অনুষ্ঠানের জন্য নিজেদের ধ্যানধারণা এবং পরামর্শ জমা দিতে পারবেন। এছাড়াক ১৯২২-এ একটি মিসড কলও দিয়েও নিজেদের পরামর্শ জানাতে পারবেন জনগণ। আসন্ন পর্বের জন্য পরামর্শ এই মাসের ২৭ তারিখ পর্যন্ত গ্রহণ করা হবে।২৯ সেপ্টেম্বর, রবিবার বেলা ১১-টা থেকে আকাশবাণী এবং দূরদর্শনের সবকটি চ্যানেলে এবং আকাশবাণীর নিউজ অন এআইআর ওয়েবসাইট, মোবাইল অ্যাপ, প্রধানমন্ত্রীর দফতর এবং তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের ওয়েবসাইটে ও ইউটিউব চ্যানেলেও মনকিবাত অনুষ্ঠান সম্প্রচারিত হবে। প্রতিবারের মতো এবারও প্রধানমন্ত্রী মোদী মন-কি-বাত অনুষ্ঠানে কী বক্তব্য রাখেন, তা জানার অপেক্ষায় সমগ্র দেশবাসী।

আরএসএস সম্পর্কে জানতে হলে রাহুল গান্ধীকে অনেকবার জন্ম নিতে হবেঃগিরিরাজ সিং

নয়াদিল্লি, ৯ সেপ্টেম্বর ঃ রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস) সম্পর্কে বিতর্কিত মন্তব্যের জন্য কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর তীব্র সমালোচনা করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা গিরিরাজ সিং। তিনি বলেছেন, আরএসএস সম্পর্কে জানতে হলে রাহুল গান্ধীকে অনেকবার জন্ম নিতে হবে। উল্লেখ্য, আমেরিকার টেক্সাসে একটি আলোচনা চক্রে রাহুল গান্ধী আরএসএস সম্পর্কে বলেন,

আরএসএস বিশ্বাস করে ভারত একটি ধারণা এবং আমরা বিশ্বাস করি ভারত একটি বহুবিধ ধারণা। আমরা বিশ্বাস করি, জাতি, ভাষা, ধর্ম, ঐতিহ্য অথবা ইতিহাস নির্বিশেষে প্রত্যেককে অংশগ্রহণের অনুমতি দেওয়া উচিত, স্বপ্ন দেখার অনুমতি দেওয়া উচিত এবং স্থান দেওয়া উচিত।রাহুলের এই মন্তব্যের সমালোচনা করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিং সোমবার বলেছেন,তাঁর ঠাকুমার কাছে গিয়ে আরএসএস এর ভূমিকা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার কোনও প্রযুক্তি থাকলে, গিয়ে জিজ্ঞাসা করুন অথবা ইতিহাসের পাতায় দেখুন। আরএসএস সম্পর্কে জানতে হল রাহুল গান্ধীকে অনেক জন্ম নিতে হবে। দেশদ্রোহীরা আরএসএসকে চিনতে পারে না, যারা বিদেশে গিয়ে দেশকে বদনাম করে তাঁরা আরএসএসকে চিনতে পারবে না। মনে হচ্ছে, রাহুল গান্ধী শুধুমাত্র দেশকে অপমান করতেই বিদেশে যান। এই জন্মে আরএসএসকে বুঝতে পারবেন না রাহুল গান্ধী। ভারতীয় সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ থেকে জন্ম আরএসএস এর।

রেললাইনে রাখা সিলিন্ডার! অল্পের জন্য রক্ষা পেল কালিন্দি এক্সপ্রেস, তদন্তে রেল

কানপুর, ৯ সেপ্টেম্বর ঃ উত্তর প্রদেশের কানপুরের কাছে বড়সড় দুর্ঘটনার থেকে রক্ষা পেল কালিন্দি এক্সপ্রেস। রেললাইনের ওপর রাখা সিলিন্ডারে সজোরে ধাক্কা মারে ট্রেনটি। সিলিন্ডার ৫০ মিটার দূরে ছিটকে যায়। উত্তর প্রদেশের প্রয়াগরাজ থেকে হরিয়ানার ভিওয়ানির দিকে যাচ্ছিল ওই ট্রেনটি। যাত্রাপথে কানপুরের কাছে রেললাইনের উপরে রাখা সিলিন্ডারের সঙ্গে সজোরে ধাক্কা লাগে ওই ট্রেনের। লাইনের উপরে কে বা কারা সিলিন্ডার বসিয়ে রাখল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। ট্রেনের ধাক্কায় সিলিন্ডারটি ছিটকে ৫০ মিটার দূরে গিয়ে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে জরুরি ব্রেক কষে ট্রেন থামিয়ে দেন চালক। রবিবার রাত তখন ৮টা হবে, সিলিন্ডারের সঙ্গে সংঘর্ষের পর কানপুরের কাছে ২০ মিনিট দাঁড়িয়েছিল কালিন্দি এক্সপ্রেস। ঘটনার পরেই চালক রেলপুলিশ এবং রেল আধিকারিকদের খবর দেন। দ্রুত তাঁরা ঘটনাস্থলে পৌঁছন। দেখা যায়, রেললাইনের ওপর একটি বোতলে পেট্রোল জাতীয় তরল রাখা। সঙ্গে রয়েছে দেশলাই বাক্সও। নিকটবর্তী ঝোপে কয়েক জনের বসে থাকার প্রমাণও মিলেছে। এই ঘটনার তদন্তে নেমেছে রেল পুলিশ। কানপুরে কিছু ক্ষণ অপেক্ষার পর ভিওয়ানির দিকে আবার রওনা দেয় কালিন্দি এক্সপ্রেস। আতঙ্ক নিয়ে গন্তব্যের উদ্দেশ্যে রওনা হন যাত্রীরা।

দিল্লিতে অনুষ্ঠিত ৫৪-তম জিএসটি কাউন্সিলের বৈঠক, পৌরহিত্যে নির্মলা সীতারমন

নয়াদিল্লি, ৯ সেপ্টেম্বর ঃ নতুন দিল্লিতে সোমবার অনুষ্ঠিত হল ৫৪-তম জিএসটি কাউন্সিলের বৈঠক। পৌরহিত্য করলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। জিএসটি কাউন্সিলের এই বৈঠকে কেন্দ্রীয় অর্থ প্রতিমন্ত্রী পঙ্কজ চৌধুরী এবং রাজ্যগুলির অর্থমন্ত্রীরা উপস্থিত রয়েছেন। জিএসটি কাউন্সিলের শেষ বৈঠক এই বছরের জুনে অনুষ্ঠিত হয়েছিল।সর্বশেষ বৈঠকে জিএসটি কাউন্সিল সমস্ত ইস্পাত, লোহা এবং অ্যালুমিনিয়ামের দুধের ক্যানের উপর ১২ শতাংশ জিএসটি একটি অভিন্ন হারের সুপারিশ করেছিল। কাউন্সিল আরও সুপারিশ করেছিল, ভারতীয় রেলের দ্বারা সাধারণ মানুষের কাছে প্ল্যাটফর্ম টিকিট বিক্রি, রিটায়ারিং রুম ও ওয়েটিং রুমগুলির সুবিধা এবং ব্যাটারি চালিত গাড়ি পরিষেবাগুলি জিএসটির আওতায় থাকবে না।

অভাবনীয় পদক্ষেপ, গতি শক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সেনা এবং বিমান বাহিনীর মউ স্বাক্ষর

নয়াদিল্লি, ৯ সেপ্টেম্বর ঃ লজিস্টিক অপারেশনে কর্মীদের দক্ষতা এবং সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ভারতীয় সেনাবাহিনী ও ভারতীয় বিমান বাহিনী সোমবার গতি শক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে একটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষর করেছে। এই উপলক্ষে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং বলেছেন, এটি একটি বিশ্বমানের এবং ভবিষ্যত প্রমাণ সরবরাহ ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে স্বনির্ভরতা অর্জনের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশীদারিত্ব। রাজনাথ সিং আরও বলেছেন, গতি শক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং ভারতীয় বিমান বাহিনীর মধ্যে সমঝোতা স্মারক দক্ষ লজিস্টিক সিস্টেম তৈরিতে সাহায্য করবে। এই অনুষ্ঠানে বক্তৃতায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেছেন, বিশ্ববিদ্যালয় অত্যাধুনিক লজিস্টিক শিক্ষা, গবেষণা এবং উদ্ভাবনের সাথে সশস্ত্র বাহিনীকে ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হিসাবে কাজ করবে।

আর জি করে কর্মবিরতিতে রাজ্যে ২৩ জনের মৃত্যু, সুপ্রিম কোর্টে দাবি রাজ্যের

নয়াদিল্লি, ৯ সেপ্টেম্বর ঃ আর জি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে লাগাতার কর্মবিরতি চালিয়ে যাচ্ছেন চিকিৎসকরা। তার জেরে গোটা রাজ্যে ২৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। সোমবার সুপ্রিম কোর্টে আর জি কর মামলার শুনানি চলাকালীন এই তথ্য জানালেন রাজ্যের আইনজীবী কপিল সিব্বল। তিনি জানান, তদন্তের স্টেটাস রিপোর্ট জমা দিয়েছে রাজ্য।উল্লেখ্য, আর জি করে চিকিৎসকদের কর্মবিরতির জেরে কোন্নগরের এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ। সেই নিয়ে শুরু হয়েছে প্রতিবাদও। তার মধ্যেই সুপ্রিম কোর্টে সওয়াল করলেন রাজ্যের আইনজীবী।অতি সম্প্রতি অভিযোগ উঠেছে কোন্নগরের বাসিন্দা বিক্রম ভট্টাচার্যের মৃত্যুর খবর। মৃতের পরিবারের দাবি, জুনিয়র ডাক্তারদের কর্মবিরতির বলি হয়েছেন তাঁদের ছেলে। কেবল আর জি কর নয়, অন্যান্য হাসপাতালেও চিকিৎসকদের কর্মবিরতির জন্য রোগীদের মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। সেই তালিকায় রয়েছে এসএসকেএমের মতো হাসপাতাল।কেবল কলকাতা নয়, রাজ্যের অন্যান্য এলাকার হাসপাতালগুলোতেও উঠছে বিনা চিকিৎসায় রোগীমৃত্যুর অভিযোগ। যদিও চিকিৎসকদের একাংশের দাবি, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে এইসব যুক্তিহীন অভিযোগ ছড়ানো হচ্ছে।

বিদেশে গিয়ে দেশের বদনাম বন্ধ করা উচিত রাহুল গান্ধীরঃঅনুরাগ ঠাকুর

জম্মু, ৯ সেপ্টেম্বর ঃ বিদেশে গিয়ে দেশের বদনাম করা বন্ধ করা উচিত রাহুল গান্ধীর। লোকসভার বিরোধী দলনেতা তথা কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধীর উদ্দেশ্যে সোমবার এই মন্তব্য করলেন বিজেপি নেতা অনুরাগ সিং ঠাকুর। আমেরিকায় এক আলোচনা চক্রে আরএসএস সম্পর্কে রাহুল গান্ধীর মন্তব্য প্রসঙ্গে অনুরাগ ঠাকুর বলেছেন, তাঁদের সময় এবং এনডি এর আমলে বেকারত্বের হারের পার্থক্য তাঁর দেখা উচিত। আমরা বেকারত্বের হার কমিয়েছি এবং কর্ম সংস্থানের সুযোগ বাড়িয়েছি।এদিন জম্মুতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অনুরাগ ঠাকুর আরও বলেছেন, রাহুল গান্ধীর বিদেশে গিয়ে ভারতের বদনাম করা উচিত নয়। দেশে কোটি কোটি টাকার বিনিয়োগ আসছে... আমরা দেখেছি 'নফরত কা সম্মান' তাঁদের 'মোহাব্বত কি দুকান'-এ বিক্রি হচ্ছে। ১৯৮৪ সালের দাঙ্গা থেকে এখনও পর্যন্ত সবই দেখেছে দেশ। তিনি এখন বিরোধী দলনেতা এবং তাঁর উচিত দায়িত্বের সাথে কথা বলা।

গুলিবিদ্ধ বিএসএফ জওয়ান

কমলপুর (ত্রিপুরা), ৯ সেপ্টেম্বর ঃ ত্রিপুরার ধলাই জেলার অন্তর্গত কমলপুর মহকুমাধীন আন্তর্জাতিক সীমান্তবর্তী আমতলি বিওপিতে ১০৫ নম্বর ব্যাটালিয়নের বিএসএফ-এর জনৈক জওয়ান গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। আহত বিএসএফ জওয়ানের নাম বি অরুণ দিলীপ (৪০)। ঘটনা আজ সোমবার বেলা ১২ঃ২৫ মিনিট নাগাদ সংঘটিত হয়েছে। গুলিবিদ্ধ জওয়ান বি অরুণ দিলীপকে বিএসএম হাসপাতালে

ন্যাশনাল কনফারেন্স ও কংগ্রেসের জোট নীতির ওপর ভিত্তিশীল নয়ঃমেহবুবা মুফতি

শ্রীনগর, ৯ সেপ্টেম্বর ঃ জম্মু ও কাশ্মীর বিধানসভা নির্বাচনে জোট করে লড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কংগ্রেস ও ন্যাশনাল কনফারেন্স। এই জোটের সমালোচনায় সোচ্চার হলেন জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা পিডিপি প্রধান মেহবুবা মুফতি। তাঁর মতে, ন্যাশনাল কনফারেন্স ও কংগ্রেসের জোট নীতির ওপর ভিত্তিশীল নয়।সোমবার পিডিপি প্রধান মেহবুবা মুফতি বলেছেন, আমি যখন বিজেপির সঙ্গে জোটে ছিলাম, তখন পিডিপি এবং জম্মু ও কাশ্মীরের জনগণের এজেন্ডা এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু যখন এনসি (ন্যাশনাল কনফারেন্স) বিজেপির সঙ্গে জোটে ছিল, তাঁরা নিজেদের এজেন্ডা এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। আমি আগেও বলেছি, এনসি কংগ্রেস জোট নীতির উপর ভিত্তি করে নয়, যদি তা নীতির ভিত্তিতে হত, ১৯৮৭

সালের নির্বাচনের সময়...তাঁরা জম্মু ও কাশ্মীরকে রক্তের নদীতে ঠেলে দিত না। ১৯৮৭ সাল থেকে জম্মু ও কাশ্মীরে এখনও রক্তের নদী প্রবাহিত হচ্ছে, এর পিছনে কারণ হল এনসির কর্মকাণ্ড... তারা সরকার গঠনের জন্য যে কোনও কিছু করতে পারে। সব জায়গা থেকে, এনসি কংগ্রেসের বিরুদ্ধে স্বতন্ত্র প্রার্থী দিয়েছে, যেভাবে তারা লাদাখে করেছিল।

রাজৌরিতে অনুপ্রবেশ রুখে দিল সেনাবাহিনী নিহত দুই জঙ্গি, আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার

জম্মু, ৯ সেপ্টেম্বর ঃ জম্মু ও কাশ্মীরে ফের অনুপ্রবেশের চেষ্টা রুখে দিল সেনাবাহিনী। সোমবার রাজৌরি জেলার নৌশেরা সেক্টরের লাম এলাকায় অনুপ্রবেশের সময় দুই জঙ্গিকে নিকেশ করেছে সেনাবাহিনী। পাশাপাশি ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার হয়েছে বিপুল আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ।বেশ কিছু জঙ্গি নৌশেরা সেক্টরে সীমান্ত থেকে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করছে, এমন তথ্য গোয়েন্দা মারফত আগেই পেয়েছিল ভারতীয় সেনাবাহিনী। এই তথ্যের তথ্যের ভিত্তিতে গত ৮ ও ৯ সেপ্টেম্বর মধ্যরাতে নিরাপত্তা বাহিনী ব্যাপক অভিযান শুরু করে। এই অভিযানেই খতম হয় দুই জঙ্গি। প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞদের একাংশ জানাচ্ছেন, গত লোকসভা নির্বাচনে উপত্যকার বিপুল সংখ্যক মানুষ ভোটে অংশ নিয়েছিল। যার ফলে আশঙ্কিত হয়ে উঠেছে পাকিস্তান মদতপুষ্ট জঙ্গি সংগঠনগুলি। সেই কারণেই এবার বিধানসভা নির্বাচন ঘোষণা হতেই, অশান্তি পাকাতে সক্রিয় হয়ে উঠেছে জঙ্গিরা।

হরিয়ানায় ৯০টি আসনের জন্যই ভোটপ্রস্তুতিতে এএপিঃসুশীল গুপ্তা

নয়াদিল্লি, ৯ সেপ্টেম্বর ঃকংগ্রেসের সঙ্গে সম্ভাব্য জোট গুঞ্জনের মধ্যেই হরিয়ানার ৯০টি আসনের জন্য ভোটের প্রস্তুতি নেমে পড়েছে আম আদমি পার্টি (এএপি)। সোমবার এমনটাই জানিয়েছেন হরিয়ানায় এএপির সভাপতি সুশীল গুপ্তা। একইসঙ্গে তিনি বলেছেন, হাইকমান্ডের থেকে আমরা জোটের বিষয়ে কোনও খবর পাইনি।হরিয়ানা বিধানসভা নির্বাচনে এবার জোট করে লড়তে পারে এএপি ও কংগ্রেস, দুই দলের শীর্ষ নেতৃত্বের পক্ষ থেকে অবশ্য এখনও এই জোট সম্পর্কে কিছু মন্তব্য করা হয়। এই পরিস্থিতিতে সোমবার দিল্লিতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে হরিয়ানায় এএপির সভাপতি সুশীল গুপ্তা বলেছেন, আজ যদি জোট সম্পর্কে কোনও আমরা কিছু না জানতে পারি, তাহলে আমরা সন্ধ্যার মধ্যেই ৯০টি আসনের জন্য প্রার্থীর নাম ঘোষণা করে দেবো।

আবুধাবির যুবরাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ প্রধানমন্ত্রীর, দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে মিলিত উভয়ে

নয়াদিল্লি, ৯ সেপ্টেম্বর ঃ দিল্লির হায়দরাবাদ হাউসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন আবু ধাবির যুবরাজ শেখ খালেদ বিন মহম্মদ বিন জায়েদ আল নাহয়ান। সোমবার দিল্লির হায়দরাবাদ হাউসে মিলিত হন প্রধানমন্ত্রী মোদী ও আবু ধাবির যুবরাজ শেখ খালেদ বিন মহম্মদ বিন জায়েদ আল নাহয়ান। পরে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেছেন তাঁরা।রবিবার আবু ধাবির যুবরাজ শেখ খালেদ বিন মহম্মদ বিন জায়েদ আল নাহয়ান ভারতে তাঁর প্রথম সরকারি সফরে দিল্লিতে এসেছেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল তাঁকে অভ্যর্থনা জানান এবং তাঁকে যথাযথ মর্যাদায় স্বাগত জানানো হয়। আর সোমবার হায়দরাবাদ হাউসে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ও বৈঠক করেছেন আবুধাবির যুবরাজ।

ফের সমাজমাধ্যমে ইঙ্গিতপূর্ণ পোস্ট সুখেন্দুশেখর রায়ের

কলকাতা, ৯ সেপ্টেম্বর ঃ সুপ্রিম কোর্টের শুনানির দিন ফের সামাজিক মাধ্যমে ইঙ্গিতপূর্ণ পোস্ট করলেন তৃণমূল সাংসদ সুখেন্দুশেখর রায়। এবার মার্কিন বিচারপতিকে উদ্ধৃত করে তাঁর বক্তব্য, 'উই ডিমান্ড জাস্টিস।আর জি কর নিয়ে প্রথম থেকেই সরব সাংসদ সুখেন্দুশেখর রায়। মেয়েদের রাতদখলের আগে আর জি কর কাণ্ডের প্রতিবাদ জানিয়ে রাতদখলে শামিল হওয়ার কথাও বলেছিলেন তিনি। তবে সিদ্ধান্ত বদল করে ১৪ তারিখ দক্ষিণ কলকাতার যোধপুর পার্কে নেতাজি মূর্তির সামনে বিকেল ৫টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত ধর্নায় বসেন তিনি।সোমবার সকালে সুখেন্দুশেখরবাবু সামাজিক মাধ্যমে লিখলেন, মার্কিন ফেডারেল কোর্টে ৫২ বছর বিচারপতি হিসাবে কাজ করা এবং একই সঙ্গে মানবাধিকারের দাবিতে সরব হওয়া এক বিচারপতি বলেছেন, গণতন্ত্র রক্ষা করতে হলে ন্যায়বিচারের সঙ্গে কোনওরকম আপস করা যাবে না। এরপরই ফের তাঁর স্লোগান, উই ডিমান্ড জাস্টিস।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা ইন্ডিয়া সেমি-কন্ডাক্টর মিশন (আইএসএম)-এর অধীনে আরও একটি সেমি-কন্ডাক্টর ইউনিটের অনুমোদন

নয়াদিল্লি(পিআইবি),৯সেপ্টেম্বরঃ একটি প্রাণবন্ত সেমিকন্ডাক্টর পরিমণ্ডল গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর পৌরোহিত্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে গুজরাটের সানন্দে একটি সেমিকন্ডাক্টর ইউনিট স্থাপন করার জন্য কেইন্‌স সেমিকন প্রাইভেট লিমিটেডের প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়েছে। প্রস্তাবিত ইউনিটটি স্থাপিত হবে ৩,৩০০ কোটি টাকা লগ্নিতে। এই ইউনিটটির উৎপাদন ক্ষমতা হবে দৈনিক ৬০ লক্ষ চিপ।এই ইউনিটে প্রস্তুত চিপগুলি প্রয়োগ হবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেমন শিল্প, গাড়ি, বৈদ্যুতিক গাড়ি, সাধারণের ব্যবহারযোগ্য ইলেক্ট্রনিক্স, টেলিকম, মোবাইল ফোন ইত্যাদিতে।ভন্ডভারতে ডেভেলপমেন্ট অফ সেমিকন্ডাক্টর্স অ্যান্ড ডিসপ্লে ম্যানুফ্যাকচারিং ইকোসিস্টেম কর্মসূচি প্রজ্ঞাপিত হয়েছিল ২১.১২.২০২১-এ যার জন্য খরচ ধরা হয়েছিল ৭৬ হাজার কোটি টাকা। ২০২৩-এর জুনে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা গুজরাটের সানন্দে একটি সেমিকন্ডাক্টর ইউনিট স্থাপনের প্রথম প্রস্তাবটি অনুমোদন করেছিল।২০২৪-এর ফেব্রুয়ারিতে আরও তিনটি সেমিকন্ডাক্টর ইউনিট অনুমোদন করা হয়। টাটা ইলেক্ট্রনিক্স গুজরাটের ঢোলেরায় একটি সেমিকন্ডাক্টর ফ্যাব স্থাপন করবে এবং একটি সেমিকন্ডাক্টর ইউনিট স্থাপন করবে আসামের মরিগাঁওএ। সিজি পাওয়ার গুজরাটের সানন্দে একটি সেমিকন্ডাক্টর ইউনিট স্থাপন করছে।চারটি সেমিকন্ডাক্টর ইউনিটের নির্মাণ কাজই এগোচ্ছে দ্রুতগতিতে এবং কাছাকাছি অঞ্চলে একটি শক্তিশালী সেমিকন্ডাক্টর পরিমণ্ডল গড়ে উঠছে। এই চারটি ইউনিটে লগ্নি হচ্ছে প্রায় ১ লক্ষ ৫০ হাজার কোটি টাকা। এই ইউনিটগুলির মোট উৎপাদন ক্ষমতা দৈনিক ৭ কোটি চিপ।

দীর্ঘ সাত বছর সাক্ষরতা কেন্দ্রের স্বেচ্ছাসেবী আগামী প্রজন্মের জন্য পথ আলোকিত করেছেন

দুরন্তবার্তা,বাঁকুড়াঃশিক্ষকরা আমাদের জাতির ভবিষ্যতের মশালবাহী। ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যতের পথ সুদৃঢ় করার কাজে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। আগামী প্রজন্মের জন্য পথ আলোকিত করেছেন বাঁকুড়া জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের অধীন ওন্দা দক্ষিণ চক্রের অন্তর্গত শিশুমিত্র পুরস্কার প্রাপ্ত মদনমোহনপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মাননীয় মধুসূদন দে মহাশয়।বাঁকুড়া জেলার ওন্দা ব্লকের অন্তর্গত মানডিহা গ্রামের এক দরিদ্র পরিবারের শিক্ষক মহাশয়ের জন্ম। শৈশবের নিদারুণ দারিদ্রতা ছিল তার জীবনের সঙ্গী। চরম দারিদ্রতা কে সঙ্গী করে ১৯৮৫ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে কৃষ্ণনগর উচ্চ বিদ্যালয় থেকে পাশ করেন। ১৯৮৭ সালে রামসাগর উচ্চ বিদ্যালয় থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করেন। রামসাগর উচ্চ বিদ্যালয় থেকে K.P.S.Memorial Award পেয়েছেন। এরপর বিষ্ণুপুর রামানন্দ কলেজ থেকে অনার্স গ্র্যাজুয়েট পাশ করেন।শিক্ষা ছাড়া সমাজ জীবনের অন্ধকার দূর হয় না। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই বাণী কার্যকরী করার জন্য তিনি সাক্ষরতা আন্দোলনে যোগ দেন। মেদিনীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত তালারপাড়া আদিবাসী সাক্ষরতা কেন্দ্রে দীর্ঘ ৭ বছর স্বেচ্ছাসেবী প্রশিক্ষক হিসেবে কাজ করেছেন। নবসাক্ষর পুড়ুয়াদের প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ২০০১ সালে গড়ে তুলেছেন তালারপাড়া শিশু শিক্ষা কেন্দ্র। আদিবাসী পল্লীর ছেলে মেয়েরা শিক্ষার আলো পেল। তাদের উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়াশুনার জন্য ২০১১ সালে শিক্ষক মহাশয়ের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় মানডিহা জুনিয়র হাই স্কুল। মানডিহা জুনিয়র হাই স্কুলের শুভ উদযাপন মুহূর্তটি ইতিহাস সাক্ষী থেকে চিরস্মরণীয় হয়ে ওঠে শিক্ষক মহাশয়ের প্রচেষ্টায়।শিক্ষক মহাশয় শৈশব থেকে কবিতা, প্রবন্ধ লিখতে শুরু করেন। তার প্রথম প্রবন্ধ' ১৫ ই আগস্ট'প্রকাশিত হয় রামসাগর উচ্চ বিদ্যালয়ের স্কুল ম্যাগাজিনে। কবিতা লেখার পাশাপাশি শিক্ষামূলক প্রবন্ধ,ছোট গল্প ও লিখে চলেছেন। তার লেখা ছোট গল্পগুলি পাঠকের মনকে আকৃষ্ট করে। বিষ্ণুপুর মল্ল রাজাদের সেনাপতি মহল মানডিহার ইতিহাস নিয়ে তার গবেষণাপত্রটি মানডিহা গ্রামবাসীর কাছে ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে সংরক্ষিত আছে।শিক্ষক মহাশয় আমাদের জাতির ভবিষ্যতের মশালবাহী। তিনি আমাদের আগামী প্রজন্মের জন্য পথ আলোকিত করেছেন। তিনি দিশা দেখিয়ে দিয়েছেন আগামী দিনের পথ চলার। ছাত্র ছাত্রীদের ভবিষ্যতের পথ সুদৃঢ় করার কাজে শিক্ষক মহাশয় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে চলেছেন। তিনি ছাত্রদের হৃদয় ও মনে জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালাতেই জীবন উৎসর্গ করেছেন।

২৭ বছরের কর্মজীবনে এমন মামলা দেখিনিঃফিরোজ এডুলজি

নয়াদিল্লি, ৯ সেপ্টেম্বর ঃ সুপ্রিম কোর্টে আর জি কর হাসপাতালে চিকিৎসকের মৃত্যুর মামলার শুনানীতে সোমবার আইনজীবী ফিরোজ এডুলজি মন্তব্য করেন, রাত পৌনে ১২টায় এফআইআর দায়ের হয়েছিল। গত ২৭ বছরের কর্মজীবনে আমি এমন মামলা দেখিনি।তিনি এক জনস্বার্থ মামলাকারীর পক্ষে সওয়াল করেন আদালতে। তিনি বলেন, ময়নাতদন্তের পুরো রিপোর্ট দয়া করে খতিয়ে দেখুন। ময়নাতদন্তের রিপোর্টে উপস্থিত চিকিৎসকেরা একটি লবির। সিবিআইয়ের তরফে সলিসিটর জেনারেল সোমবার সুপ্রিম কোর্টে বলেন, সকাল সাড়ে ৯টায় দেহ দেখতে পাওয়া গিয়েছিল। ফরেন্সিক রিপোর্ট বলছে, দেহ যখন পাওয়া গিয়েছিল, তখন তা অর্ধনগ্ন অবস্থায় ছিল। তাঁর দেহে ক্ষতচিহ্ন ছিল। ওই সব নমুনা এমস বা অন্য কোনও ল্যাবরেটরিতে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে সিবিআই।আর জি করের ঘটনায় সিসিটিভি ফুটেজে অভিযুক্তকে প্রবেশ করতে এবং বার হতে দেখা গিয়েছিল। ফলত, ভোর সাড়ে ৪টে থেকে ফুটেজ থাকার কথা। ওই ফুটেজ কি সিবিআইকে দেওয়া হয়েছিল? জানতে চাইলেন প্রধান বিচারপতি চন্দ্রচূড়। জবাবে সিবিআইয়ের তরফে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা জানান, ২৭ মিনিটের মোট চারটি ক্লিপিং দেওয়া হয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকে।

দুর্যোগের বৃষ্টি চলছেই, ১৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন রাজ্যে ভারী বৃষ্টির ভ্রুকুটি

নয়াদিল্লি, ৯ সেপ্টেম্বর ঃ দেশের বিভিন্ন রাজ্যে বৃষ্টি দুর্যোগ চলছেই, আগামী ১৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বিভিন্ন রাজ্যে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করেছে ভারতীয় আবহাওয়া দফতর। আইএমডি জানিয়েছে, ১০ সেপ্টেম্বর পূর্ব মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, নাগাল্যান্ড এবং নাগাল্যান্ড, মণিপুর, মিজোরাম ও ত্রিপুরায় ভারী বৃষ্টি হতে পারে।এরপর ১১ সেপ্টেম্বর পশ্চিম মধ্যপ্রদেশ ও ঝাড়খণ্ড, অসম ও মেঘালয় এবং নাগাল্যান্ড, মণিপুর, মিজোরাম ও ত্রিপুরায় মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টি হবে। ১২ সেপ্টেম্বরও পশ্চিম মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থান এবং উত্তরপূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে ভারী বৃষ্টি হবে। ১৩ তারিখ পূর্ব রাজস্থান এবং ১৪ সেপ্টেম্বর বিহার, উত্তরাখণ্ড, পূর্ব রাজস্থান ও পশ্চিম মধ্যপ্রদেশ ভারী বৃষ্টি প্রত্যাশিত।

পাটনায় প্রাক্তন বিজেপি মণ্ডল সভাপতিকে গুলি করে খুন, তদন্তে পুলিশ

পাটনা, ৯ সেপ্টেম্বর ঃ আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে ফের প্রশ্নের মুখে নীতীশ কুমার সরকার। এবার পাটনায় দুষ্কৃতীদের গুলিতে খুন হলেন প্রাক্তন বিজেপি মণ্ডল সভাপতি। মৃতের নাম - মুন্না শর্মা। পুলিশ জানিয়েছে, চেন ছিনতাইয়ে বাধা দিলে দুষ্কৃতীরা তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়, হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।চক থানার স্টেশন হাউস অফিসার শশী কুমার রানা বলেছেন, সোমবার সকাল ৬.১৫ মিনিট নাগাদ আমরা খবর পাই, মুন্না শর্মা নামে এক ব্যক্তিকে গুলি করেছে দুষ্কৃতীরা। একটি রেস্তোরাঁর কাছে দুষ্কৃতীরা তাঁকে গুলি করে। পরিবারের সদস্যরা তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যান, কিন্তু চিকিৎসা চলাকালীন তাঁর মৃত্যু হয়। ঘটনাস্থলের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। শুরু হয়েছে তদন্ত।

গৃহীত হল পদত্যাগপত্র, বজরং ও ভিনেশের ইস্তফা গ্রহণ করলো উত্তর রেল

নয়াদিল্লি, ৯ সেপ্টেম্বরঃ কুস্তিগীর বজরং পুনিয়া ও ভিনেশ ফোগাটের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করলো উত্তর রেল। সোমবার রেলের পক্ষ থেকে এমনটাই জানানো হয়েছে। উত্তর রেল জানিয়েছে, গত ৬ সেপ্টেম্বর বজরং পুনিয়া ও ভিনেশ ফোগাটের পাঠানো ইস্তফাপত্র গ্রহণ করা হয়েছে।ব্যক্তিগত কারণ উল্লেখ করে গত ৬ সেপ্টেম্বর রেল থেকে ইস্তফা দেন বজরং পুনিয়া ও ভিনেশ ফোগাট। রেল থেকে ইস্তফা দেওয়ার পরই উভয়ে যোগদান করেন কংগ্রেসে। ইস্তফা দেওয়ার দু'দিন পর রেলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বজরং পুনিয়া ও ভিনেশের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করা হয়েছে।

পেট্রোল ডিজেলের দাম স্থিতিশীল, অপরিশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ৭২ ডলারের কাছাকাছি

নয়াদিল্লি, ৯ সেপ্টেম্বর ঃ সোমবারও দেশে পেট্রোল ও ডিজেলের দাম একই রয়েছে। আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ওঠানামা অব্যাহত রয়েছে। ইন্ডিয়ান অয়েলের ওয়েবসাইট অনুসারে, দিল্লিতে পেট্রোলের দাম ৯৪.৭২ টাকা, ডিজেল ৮৭.৬২ টাকা, মুম্বইতে পেট্রোল ১০৩.৪৪ টাকা, ডিজেল ৮৯.৯৭ টাকা, কলকাতায় পেট্রোল ১০৪.৯৫ টাকা, ডিজেল ৯১.৭৬ টাকা, চেন্নাইতে পেট্রোল ১০০.৮৬ টাকা, ডিজেল ৯২.৪৪ টাকা প্রতি লিটারে পাওয়া যাচ্ছে।আন্তর্জাতিক বাজারে, সপ্তাহের প্রথম দিনে, ব্র্যান্ডেড ক্রুড প্রতি ব্যারেল ০.৮৮ ডলার বা ১.২৪ শতাংশ বৃদ্ধির সাথে ৭১.৯৪ ডলারে প্রবণতা করছে। ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েট (ডব্লিউটিআই) অপরিশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ০.৮৬ ডলার বা ১.২৭ শতাংশ বেড়ে ৬৮.৫৩ মার্কিন ডলারে লেনদেন করছে। তাই সোমবারও একই রয়েছে ডিজেলও পেট্রোলের দাম শেয়ার বাজারে।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

২৩ ভাদ্র ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, সোমবার, ইংরেজীঃ৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪, ৫৩৮ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৫, সৌরঃ২৪ ভাদ্র, চান্দ্রঃ৬ পদ্মনাভ মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাম্বৎ, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ২৫ ভাদ্র ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ১৮ ভাদ্র ১৯৪৬, মৈতৈঃ৬ লাংবন, আসামঃ ২৩ ভাদ্, মুসলিমঃ৫ রবিউল আউয়াল১৪৪৬ হিজরী।সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ১০ এবং অস্তঃ বিকাল ০৫ঃ৪২ঃ০৪।চন্দ্র উদয়ঃ সকাল ১০ঃ২২ঃ১২(৯) এবং অস্তঃ রাত্রি ০৯ঃ২০ঃ২৭(৯)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃষষ্ঠী (নন্দা) বিকাল ঘ ০৪ঃ ৪৫ঃ০২ দং ২৮২১৫৫ পর্যন্তনক্ষত্রঃ বিশাখা বিকাল ঘ ০২ঃ৩৬ঃ১০ দং ২২৫৯৪৫ পর্যন্ত পরে অনুরাধাকরণঃ তৈতিল বিকাল ঘ ০৪ঃ৪৫ঃ০২ দং ২৮২১৫৫ পর্যন্ত পরে গরযোগঃ বৈধৃতি রাত্রিঃ১০ঃ২০ঃ১৩ দং ৪২১৯৫২.৫ পর্যন্ত পরে বিষ্কুম্ভ অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ১৬ থেকে - ০৭ঃ০২ঃ৩৯ পর্যন্ত, তারপর ১০ঃ ১৯ঃ২৬ থেকে - ১২ঃ৪৭ঃ০০ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৬ঃ২৮ঃ৫৮ থেকে - ০৮ঃ ৪৯ঃ২৩ পর্যন্ত, তারপর ১১ঃ০৯ঃ৪৯ থেকে - ০২ঃ১৭ঃ০২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগঃদিন ০৩ঃ১৪ঃ৩৫ থেকে - ০৪ঃ৫২ঃ৫৮ পর্যন্ত।কুলিকবেলাঃ দিন ০২ঃ২৫ঃ২৩ থেকে - ০৩ঃ১৪ঃ ৩৫ পর্যন্ত। কুলিকরাত্রিঃ০১ঃ৩০ঃ১৪ থেকে - ০২ঃ১৭ঃ০২ পর্যন্ত। বারবেলাঃদিন ০২ঃ৩৭ঃ৪১ থেকে - ০৪ঃ০৯ঃ৫৬ পর্যন্ত।কালবেলাঃদিন ০৬ঃ৫৬ঃ৩০ থেকে - ০৮ঃ২৮ঃ৪৪ পর্যন্ত।কালরাত্রিঃ১০ঃ০৫ঃ২৭ থেকে - ১১ঃ৩৩ঃ১৩ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ৪২২৫১৫১ (১১) ৩ পদচন্দ্রঃ৭৯৫২৬ (১৭) ২ পদমঙ্গলঃ২৬১৮৩৯ (৫) ৪ পদবুধঃ ৪৯৮৩১ (১০) ৩ পদবৃহস্পতিঃ ১২৬৪৪৩৩ (৫) ২ পদশুক্রঃ ৫১৯১৮১ (১৩) ৩ পদশনিঃ ১০১৮২৫২৮ (২৪) ৪ পদরাহুঃ ১১১৫৩৪২১ (২৬) ৪ পদকেতুঃ ৫১৫৩৪২১ (১৩) ২ পদশনি বক্রি।লগ্নঃসিংহ রাশি সকাল ০৫ঃ ৫৩ঃ০৬ পর্যন্ত। কন্যা রাশি সকাল ০৮ঃ০৩ঃ১৮ পর্যন্ত। তুলা রাশি সকাল ১০ঃ১৭ঃ২৭ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি সকাল ১২ঃ৩৩ঃ১৩ পর্যন্ত। ধনু রাশি দুপুর ০২ঃ৩৮ঃ৩০ পর্যন্ত। মকর রাশি বিকাল ০৪ঃ২৫ঃ২৪ পর্যন্ত। কুম্ভ রাশি বিকাল ০৫ঃ৫৮ঃ৪৭ পর্যন্ত। মীন রাশি বিকাল ০৭ঃ২৯ঃ৫১ পর্যন্ত। মেষ রাশি রাত্র ০৯ঃ১০ঃ২৬ পর্যন্ত। বৃষ রাশি রাত্র ১১ঃ০৮ঃ৪৮ পর্যন্ত। মিথুন রাশি শেষ রাত্রি ০১ঃ২২ঃ০৭ পর্যন্ত। কর্কট রাশি শেষ রাত্রি ০৩ঃ৩৭ঃ৫১ পর্যন্ত।

আবহাওয়া

একনাগাড়ে বৃষ্টির সৌজন্যে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির ঘাটতি কমেছে অনেকটাই। তাপমাত্রাও মোটামুটি স্বস্তিদায়ক। দক্ষিণবঙ্গে আপাতত এই বৃষ্টিপাত চলবে, কোথাও কোথাও হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনাও রয়েছে। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩০.২ডিগ্রি সেলসিয়াস। সর্বনিম্ন ২৭.৪ডিগ্রি সেলসিয়াস। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৮১ শতকরা এবং ৫৪ শতকরা। জোয়ার-সকাল ১১ টা ৫৬ মিনিট এবং রাত ৯টা ২৫ মিনিট। ভাটা-বেলা ২টা ৫০ মিনিট এবং রাত ২ টা ২০ মিনিট। সূর্যঃউদয় ৫টা ১২ মিনিট এবং অস্ত ৬টা ১৪মিনিট

রাশিফল

মেষ রাশিঃঅর্থের প্রাচুর্য্য থাকার জন্য নিজের মনের মতো কাজ করতে পারবেন। বিদেশ যাত্রা শুভ হবে।
বৃষ রাশিঃ যানবাহনে ওঠানামার সময় সতর্ক থাকুন। আর্থিক বিষয়ে ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নেবেন। শুভদিন
মিথুন রাশিঃকর্মক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কথামতো কাজ করার চেষ্টা করুন। বিবাহের যোগ হবে।
কর্কট রাশিঃ পৈত্রিক ব্যবসা বাড়ানোর জন্য অর্থ বিনিয়োগ করতে পারেন। বিবাহের যোগ হবে
সিংহ রাশিঃপ্রেমের ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা থাকলেও উদ্ভূত সমস্যা নিজেরাই মেটানোর চেষ্টা করুন।
কন্যা রাশিঃব্যবসায়ীরা পাওনা টাকা আদায় নিয়ে সমস্যায় প।তে পারেন।
তুলা রাশিঃনতুন গৃহনির্মাণের জন্য ব্যাঙ্ক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ মঞ্জুর হতে পারে। আর্থিক উন্নতি।
বৃশ্চিক রাশিঃচাকরিরতদের পদোন্নতি ও আর্থিক উন্নতি, ঘরে বাইরে নিজের রাগ সংযত না রাখলে বিপত্তির আশঙ্কা। সংসারে শান্তি হবে
ধনু রাশিঃজমি, ফ্ল্যাট কেনার জন্য ঋণের আবেদন অনুমোদিত হওয়ার সম্ভাবনা। নিজের ব্যবসা শুরু করার জন্য আদর্শ সময়। সন্তানের হবে।
মকর রাশিঃসন্তানের ভবিষ্যতের জন্য এখন থেকে সঞ্চয়ে মন দিন। খেলাধুলায় আপনার কন্যার কৃতিত্বে মুখ উজ্জ্বল হবে। অর্থের ব্যয় হবে
কুম্ভ রাশিঃ অবিবাহিতদের বিবাহের সম্ভাবনা থাকলেও অবশ্যই কোষ্ঠীবিচার করে নেবেন। শুভদিন
মীন রাশিঃকর্মক্ষেত্রে অত্যধিক ব্যস্ততার জন্য ব্যক্তিগত জীবনে সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। বিদেশ যাত্রা শুভ দিন আজ। শুভ রং লাল

যাত্রীদের রেলস্টেশনে অনুমোদিত স্টল থেকে দূরে থাকার অনুরোধ পূর্ব রেলের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ সেপ্টেম্বর ঃ পূর্ব রেল বারবার সতর্ক করেছে যে প্ল্যাটফর্মে আগুন জ্বালিয়ে রান্না করা, চা প্রস্তুত করা প্রভৃতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। তা সত্ত্বেও ত্রিপল, প্লাইউড, প্লাস্টিকের মতো দাহ্য উপকরণ ব্যবহার করে তৈরি স্টল গুলিতে কিছু অবৈধ বিক্রেতা প্রতিদিনই এই কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন যা প্ল্যাটফর্মে থাকা যাত্রীদের জন্য অত্যন্ত বিপজ্জনক। পূর্ব রেল প্ল্যাটফর্মে আগুন না জ্বালানোর জন্য বারবার প্রচারাভিযান চালিয়ে ও এই অবৈধ বিক্রেতাদের কাছে পৌঁছাতে ব্যর্থ হয়েছে। বিশেষত, শিয়ালদহ (মেইন) বিভাগের বিধাননগর, দমদম, বেলঘরিয়া, বনগাঁ, রানাঘাট প্রভৃতি এবং শিলদহ দক্ষিণ বিভাগের পার্কসার্কাস, যাদবপুর, বালিগঞ্জ, ক্যানিং, ঘুটিয়ারি শরীফ প্রভৃতি স্টেশনে এই অবৈধ স্টলগুলোর কারণে প্ল্যাটফর্মে যাত্রীদের চলাচলে মারাত্মক বিঘ্ন ঘটছে। অন্যদিকে হাওড়া ডিভিশনের অন্তর্গত বালি, উত্তরপাড়া, কোন্নগর, রিসড়া, শেওড়াফুলি, চন্দননগর, হুগলি, ব্যান্ডেল প্রভৃতি স্টেশন গুলিতেও নিত্যযাত্রীদের একই অসুবিধের মধ্যে পড়তে হয়। এমনকি প্ল্যাটফর্মে দাঁড়ানোর পর্যাপ্ত স্থানও থাকে না। যদি এই পরিস্থিতিতে একই সময়ে দুটি ট্রেন দুটি প্ল্যাটফর্মে আসে, তাহলে তাড়াহুড়ার মতো দুর্ঘটনা ঘটতে পারে, যা প্রাণহানির সম্ভাবনাও বহন করে। রেলওয়ে সম্প্রতি ওয়ান স্টেশন, ওয়ান প্রোডাক্ট স্টল চালু করেছে, যা রেলওয়ে অনুমোদিত এবং নিরাপদ। আমরা আশা করি, যাত্রীরা OSOP স্টলগুলোকে সমর্থন করবেন এবং অবৈধ বিক্রেতাদের নিরুৎসাহিত করবেন, যাতে প্ল্যাটফর্মে নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা যা। আপনারা সচেতন নাগরিক হিসেবে এই ধরনের অননুমোদিত বেআইনি স্টল গুলির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারেন কারণ এটি সবার নিরাপত্তার স্বার্থে প্রয়োজনী। রেলওয়ে আপনাদের সহায়তা চাইছে, যদি কোথাও এ ধরনের দোকান দেখেন, যেখানে আগুন জ্বালানো হচ্ছে, অবিলম্বে প্রতিবাদ করুন এবং রেল কর্মীদের সহযোগিতা করুন।

চুরি যাওয়ার ২৪ ঘন্টার মধ্যেই জিনিসপত্র উদ্ধার করল পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, নববারাকপুর, ৯ সেপ্টেম্বর ঃ পুলিশ সূত্রে জানা যায় গত শুক্রবার নববারাকপুর থানা এলাকার জনকল্যাণ পাড়ায় একটি বাড়িতে ভোররাতে চুরি হয়। থানায় অভিযোগ জানালে ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছালে শুরু হয় তদন্ত।রবিবার গভীর রাতে বিশেষ অভিযান চালিয়ে সিসিটিভি ক্যামেরার দ্বারা চিহ্নিত করা হয় ধৃত একজন যুবককে। সেইমত গ্রেফতার করা হয় এক যুবককে নববারাকপুর লেনিনগড় এলাকা থেকে।তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে উঠে আসে আরও তিন যুবকের নাম,যারা এই কারবারে দীর্ঘদিন ধরেই যুক্ত।এই চারজনের মধ্যে একজন আবির মহলদার (২৫) ওরফে চাঁদ এবং সেই চুরি চক্রের মূল পান্ডা।যাকে প্রথম গ্রেপ্তার করা হয়। চুরি যাওয়া সাত ভরি সোনার চেন সহ মোট ১২টি নামি-দামি কোম্পানি অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল ফোন উদ্ধার করে থানার পুলিশ ধৃতদের কাছে থেকে।পুলিশ সূত্রে আরো জানা যায় ধৃত ৪ যুবক সহ আরো বেশ কিছু লোক চুরির মোবাইল কেনা বেচার চক্র চালাচ্ছে,সে বিষয়েও খোঁজ চালাচ্ছে থানার কর্তব্যরত পুলিশ।ইতিমধ্যেই ধৃত চাঁদ সহ ৩ যুবককে সোমবার চারদিনে পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানিয়ে ব্যারাকপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়েছে।ধৃত অপর তিন জন হল গোপাল দেবনাথ (৩৫) বাড়ি শহরপুর, সম্মেলন রায় (৩৫) বাড়ি তালবান্দা উত্তর যোগেন্দ্রনগর, আশিষ সর্দার (৪৬)বাড়ি মধ্যমগ্রাম । পাশাপাশি চুরি যাওয়া জিনিস মালিকের হাতে দ্রুত ফিরিয়ে.দেওয়ার ব্যবস্থা করছে থানার পুলিশ।

সাতগাছিয়ার মুচিশায় নবরুপে সেজে উঠছে ভগ্নপ্রায় জিম সেন্টার

দুরন্ত বার্তা, সাতগাছিয়া, ৯ সেপ্টেম্বর ঃ সাতগাছিয়ার মুচিশায় ভগ্নপ্রায় জিম সেন্টার এবারে সেজে উঠছে নবরূপে। বজবজ ২ নম্বর ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে এই কাজ করা হচ্ছে। বজবজ ২ নম্বর ব্লকের সাতগাছিয়া বিধানসভার মুচিশা ফুটবল মাঠে বাম আমলে তৈরি হয়েছিল এই জিম সেন্টারটি। তার পর থেকে সংস্কারের অভাবে প্রায় ভগ্নপ্রায় দশায় পড়েছিল জিম সেন্টারটি। তৎকালীন ডায়মন্ড হারবারে সাংসদ শমিক লাহিড়ির উদ্যোগে সেই সময় ১০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে তৈরি করা হয়েছিল এই জিম সেন্টারটি। সেই জিমের সব সরঞ্জাম পড়ে থেকে প্রায় নষ্ট হয়ে গিয়েছে। বর্তমানে জিম সেন্টার সংস্কারের কাজ শুরু করা হয়েছে।রঙ করা থেকে শুরু করে জানলার কাঁচ লাগানো এবং নতুন করে টিনের শেড তৈরি করা সমস্ত কিছুই করা হচ্ছে এখানে।এই ব্যাপারে বজবজ ২ নম্বর ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বুচান ব্যানার্জি বলেন, সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কে গোটা বিষয়ে জানানোর পরেই পঞ্চায়েত সমিতির তরফ থেকে অর্থ বরাদ্দ করা হয়। এবং ইতিমধ্যেই জিম সেন্টার সংস্কারের কাজ শুরু করে দেওয়া হয়েছে।খুব শীঘ্রই আনুষ্ঠানিকভাবে সেই জিম সেন্টার উদ্বোধন করা হবে। ২০০১ সালে বাম আমলে সাতগাছিয়া বিধানসভার বজবজ ২ নম্বর ব্লকের মুচিশা ফুটবল মাঠে তৈরি হয়েছিল এই জিম। মুচিশার জিম সেন্টার সংলগ্ন মাঠটি অ্যাথলেটিক্স এর জন্য বিখ্যাত। অ্যাথলেটিক্স এর সঙ্গে জিম যেহেতু জড়িত সেজন্য এখানে জিম সেন্টারটি তৈরি করা হয়েছিল। বর্তমানে এই জিম সেন্টার সারানোর খবরে খুশি এলাকার ক্রীড়া প্রেমী সহ সাধারণ মানুষজন।

মমতার পাশে দাঁড়িয়ে পদত্যাগের দাবিকে খামোশ করে দিলেন শত্রুঘ্ন!

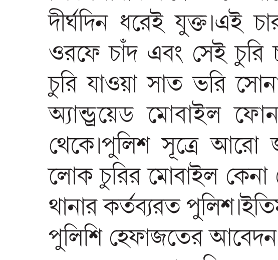

সমীর দাসঃ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদত্যাগের দাবি উঠেছে বিরোধী শিবির থেকে। এই পরিস্থিতিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিকে খামোশ করে দিলেন আসানসোলের তৃণমূল সাংসদ শত্রুঘ্ন সিনহা। মমতার পদত্যাগের দাবি প্রসঙ্গে শত্রুঘ্ন সিনহার বক্তব্য, 'এই অপরাধের জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে দোষারোপ করা ঠিক নয়।' একইসঙ্গে ধর্ষণ-বিরোধী বিল পাশের জন্য মমতার প্রশংসা করেন তিনি। তাঁর কথায়, 'আমিও চিকিৎসকদের আন্দোলনকে সমর্থন করি। একইসঙ্গে মমতাজি যে ধর্ষণ-বিরোধী বিল এনেছেন, তা ঐতিহাসিক। ঘটনাটি খুবই মর্মান্তিক। কিন্তু, এর জন্য কোনও মুখ্যমন্ত্রীকে দোষারোপ করা ঠিক নয়।' বিষয়টিকে রাজনীতিকরণ করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি। রাজ্যের বিধানসভায় পাশ হওয়া ধর্ষণ-বিরোধী অপরাজিতা বিলটিকে দ্রুত পাশ করানোর আবেদন জানান শত্রুঘ্ন সিনহা। মমতার পদত্যাগের দাবিরও বিরোধিতা করেন তিনি। একইসঙ্গে এই প্রসঙ্গেই শত্রুঘ্ন টেনে আনেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির প্রসঙ্গও। শত্রুঘ্নর বক্তব্য, 'রাজ্যপাল এবং কেন্দ্রকে আবেদন করব, ধর্ষণ-বিরোধী বিলটিকে সমর্থন করুন এবং দ্রুত পাশ করান। মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করাও ঠিক নয়। এটাই যদি মানদণ্ড হয়, তাহলে মণিপুর, হাথরস, উন্নাও, কাঠুয়ার মতো ইস্যুর জন্য প্রধানমন্ত্রীকেও পদত্যাগ করতে হবে।'প্রসঙ্গত, গত ৯ অগাস্ট আরজি করের সেমিনার হল থেকে 'তিলোত্তমা-র দেহ উদ্ধার হয়। রাজ্যজুড়ে প্রতিবাদ চলছে। আরজি কর কাণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে রবিবারই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি দিয়ে রাজ্যসভার সাংসদ পদ ছাড়ার কথা ইতিমধ্যেই জানিয়ে দিয়েছেন প্রাক্তন আমলা জহর সরকার। এই অবস্থায় আরজি কর কাণ্ড নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর পাশে দাঁড়ালেন বিহারীবাবু।

উত্তমালোকে অভয়ানন্দ মহারাজ

বিনয় সিংহ রায়, ৯ সেপ্টেম্বর ঃ উত্তমলোকে পাড়ি দিলেন ডুমুরদহ , হুগলি উত্তমাশ্রমের চতুর্থ আশ্রম আচার্যদেব শ্রীম অভয়ানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ জিউ তথা আমাদের গুরুদেব। তিনি ছিলেন উত্তম আশ্রমের প্রাণপুরুষ। অগনিত শিশ্য নিয়ে মানবসেবায় ব্রতী মহান যুগ পুরুষ। তাঁর চিন্তন মনন ভাবধারা ভগবত সেবায় নিয়োজিত প্রান আপামর জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত শিক্ষনীয় থাকবে চিরদিন। তাঁর নশ্বর দেহ অবসান হলেও,শাশ্বত বাণী, প্রেম, আশির্বাদ কৃপা সর্বদা আমাদের সাথেই থাকবে চিরদিন। গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু গুরু দেব মহেশ্বর গুরুরেব পরম ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রী গুরুবে নমঃ গুরুদেবের শ্রীপাদপদ্মে মাথা স্পর্শ করে অনন্ত কোটি ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানাই।

ফ্যাশন এন্ত্রেপ্রেনিউরস ফান্ডের সাথে যুক্ত হয়ছন বিনোদ দুগার

কলকাতা, ৯ সেপ্টেম্বর ঃ ফ্যাশন এন্ত্রেপ্রেনিউরস ফান্ড আনন্দের সাথে ঘোষণা করছে যে, জনহিতৈষী এবং আরডিবি গ্রুপের প্রোমোটার শ্রী বিনোদ দুগার প্রাইমারি ইনভেস্টর এবং প্রোমোটারের মধ্যে একজন হিসেবে জয়েন করছেন। ফ্যাশন এন্ত্রেপ্রেনিউরস ফান্ড সম্প্রতি শ্রী রবি জয়পুরিয়া, শ্রী গৌরব ডালমিয়া এবং শ্রী অক্ষয় কুমার ও শ্রী করণ জোহরের মত বলিউডের প্রবীণ ব্যক্তিদের মতো মার্কি ব্যবসায়ীদের দ্বারা উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগের ঘোষণা করেছে। ফ্যাশন, খেলাধুলা এবং সিএসআর জুড়ে ভারতীয় ইকোসিস্টেমে শ্রী বিনোদ দুগারের অবদান, সামগ্রিক উন্নয়নের প্রতি তার প্রতিশ্রুতি প্রতিফলিত করে। তিনি জিটো অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রেনিং ফাউন্ডেশন (জেএটিএফ) এর চেয়ারম্যানের ক্ষমতায় অনুকরণীয় কাজ প্রদর্শন করেছেন এবং ইস্টার কাশী ফুটবল ক্লাব প্রতিষ্ঠার সাথে খেলাধুলায় প্রতিভা লালন করেছেন।

স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগো বক্তৃতার বর্ষপূর্তি উপলক্ষে আবৃত্তি ও বক্তৃতা প্রতিযোগিতা

কলকাতা, ৯ সেপ্টেম্বর ঃ গত রবিবার স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগো বক্তৃতার বর্ষপূর্তি উপলক্ষে সারা ভারত আবৃত্তি ও বক্তৃতা প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্ব সমাপ্ত হল স্বামী বিবেকানন্দের পৈতৃক আবাস এবং সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে। বিগত দুমাস ধরে অনলাইনে বিভিন্ন প্রতিযোগী নাম নথিভুক্ত করে এবং তাদের রেকর্ডিং পাঠায়। রবিবার পৈত্রিক আবাসে নির্বাচিত প্রতিযোগিতার মধ্যে থেকে পাঁচজন স্থানাধিকারীকে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পুরস্কৃত করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের পৈতৃক আবাস ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের অধ্যক্ষ পূজনীয় জ্ঞানলোকানন্দজি মহারাজ, বেলুড় মঠ বিদ্যামন্দিরের অধ্যক্ষ পুজ্যপাদ মহাপ্রজ্ঞানন্দজি মহারাজ, দিব্যপ্রজ্ঞানন্দজি মহারাজ, শুদ্ধভাবানন্দজি মহারাজ। তিনটি বিভাগ এবং দুটি ক্যাটাগরি মিলিয়ে মোট প্রতিযোগী ছিল প্রায় ২৭২০ জন। প্রতিটি বিভাগের প্রথম প্রতিযোগীকে তিন হাজার টাকা, দ্বিতীয় প্রতিযোগীকে দু হাজার টাকা, তৃতীয় প্রতিযোগীকে এক হাজার টাকা এবং বিশেষ প্রতিযোগী দুজনকে ৫০০ টাকা করে পুরস্কার দেওয়া হয়। এছাড়া প্রত্যেককে স্বামীজীর একটি প্রতিকৃতি, বই, মানপত্র ও প্রসাদ দেওয়া হয়। এদিন হায়দ্রাবাদ, বিহার, তামিলনাড়ু, ত্রিপুরা, কর্ণাটক ও বিভিন্ন রাজ্য থেকে প্রতিযোগীরা আসেন। প্রতিযোগীদের এত উসাহ দেখে অধ্যক্ষ জ্ঞানলোকানন্দজি মহারাজ আগামী দিনে আরো ও বিভিন্ন রকমের প্রতিযোগিতা করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। প্রতিযোগিতা শেষে শুধু বিজয়ীরাই নয়, অংশগ্রহণকারী সকলেই ভীষণ উৎসাহিত হয়। ছবি - সুবল সাহা

বারুইপুর মহকুমা ব্লাড ব্যাংকের দুটি ফ্রিজ খারাপ হয়ে পড়ায় সমস্যায় রোগীরা

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর, ৯ সেপ্টেম্বর ঃ বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালের ব্লাড ব্যাঙ্কের দু'টি ফ্রিজ খারাপ হয়ে আছে। কোনওরকমে একটি ফ্রিজে কাজ চলছে। সমস্যায় রোগীদের পরিবার। গত দু মাস ধরে বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালের ব্লাড ব্যাঙ্কের দু'টি ফ্রিজ খারাপ হয়ে পড়ে আছে। কোনওরকমে একটি ফ্রিজে কাজ চলছে। ফলে বেশি পরিমাণে রক্ত জমা করা যাচ্ছে না। রোগীদের চাহিদা থাকলেও তা পূরণ হচ্ছে না। শুধু তাই নয়,সেখানে নেই কোনো ও সেপারেটিং ইউনিট। ফলে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে দায়িত্বরত চিকিৎসকদের।কবে এই সমস্যার সমাধান হবে,সেই নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।এব্যাপারেহাসপাতালের সুপার ডাঃ ধীরাজ রায় বলেন,পুরো বিষয়টিই স্বাস্থ্য দপ্তরকে জানানো হয়েছে।আর এ বিষয়ে হাসপাতাল সূত্রে খবর, বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে ব্লাড ব্যাঙ্ক চালু হয় ২০১৫ সালে। এখানে রক্ত সংগ্রহ করে রাখার জন্য তিনটি ফ্রিজ ছিল কিন্তু গত দু মাস ধরে দু'টি ফ্রিজ খারাপ হয়ে গেছে। একটি ফ্রিজে ২৫০ থেকে ৩০০ প্যাকেট রক্ত রাখা যেতে পারে।এই মহকুমা হাসপাতালের উপর নির্ভরশীল বারুইপুর থেকে শুরু করে সুন্দরবনের কুলতলি, মৈপীঠ, জয়নগর, বিষ্ণুপুর, মগরাহাটের বাসিন্দারা। রোজ কোনো না কোনো জায়গায় রক্তদান শিবির হচ্ছে। কিন্তু সেই রক্ত বেশি পরিমাণে নিয়ে এসে ব্লাড ব্যাঙ্কে রাখা যাচ্ছে না ফ্রিজের অভাবে।এ ব্যাপারে এই হাসপাতালের এক চিকিৎসক বলেন, রক্তদান শিবির থেকে রক্ত সংগ্রহ করে নিয়ে এসে কলকাতার চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে পাঠাতে হয়। কারণ, এখানে সেপারেটিং ইউনিট নেই।চিত্তরঞ্জন থেকে রক্ত সেপারেট করে আনতেই দীর্ঘ সময় কেটে যায়। ফলে রোগীদের ও ভোগান্তির মধ্যে পড়তে হয়। তাই দ্রুত এই ব্যবস্থার সুরাহা হলে ভালো হয়।

হরিপালে রাস্তার পুনরনির্মাণের শিলান্যাস করলেন মন্ত্রী বেচারাম মান্না

দুরন্ত বার্তা, হুগলি। ৯ সেপ্টেম্বর ঃ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির অনুপ্রেরণায় মন্ত্রী বেচারাম মান্নার প্রচেষ্টায় আজ হরিপাল ব্লকের উড়িয়া বাজার সংলগ্ন এলাকায় এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে হরিপাল থেকে ময়নাপোতা পর্যন্ত ৭.২ কি,মি, রাস্তার পুনরনির্মাণের শিলান্যাস করা হয়। এটির শিলান্যাস করেন রাজ্যের কৃষি বিপণন ও পঞ্চায়েত দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী বেচারাম মান্না। ওই অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন হরিপালের বিধায়িকা ডাক্তার করবি মান্না, আশুতোষ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সুমিত সরকার, হরিপাল ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি দেবাশীষ পাঠক, হরিপাল পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাদক্ষ অলক সাঁতরা সহ নেতৃত্ববৃন্দ। এই রাস্তাটির শিলান্যাস কোরে মন্ত্রী বেচারাম মান্না বলেন রাস্তাটি নব রূপে নির্মিত হলে এলাকার বহু মানুষ উপকৃত হবেন। অনুষ্ঠানে আশুতোষ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সুমিত সরকার বলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি গ্রাম বাংলার উন্নয়নের যে ধারা জারি রেখেছেন তারই সাথী হিসাবে মাননীয় মন্ত্রী বেচারাম মান্নার সার্বিক প্রচেষ্টায় এই রাস্তাটি পুনর নির্মাণের ফলে পাশাপাশি চার পাঁচটি গ্রাম পঞ্চায়েতের হাজার হাজার মানুষ উপকৃত হবেন। হরিপাল পঞ্চায়েত সমিতির পূর্তকর্মাদক্ষ অলক সাঁতরা জানান পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পি এন্ড আর,ডি ফান্ড থেকে তিন কোটি ছিয়ানব্বই লক্ষ টাকা ব্যয়ে সম্পূর্ণ পিচ দিয়ে রাস্তাটি নির্মিত হবে। এটি নির্মিত হলে হাজার হাজার মানুষ যাতায়াতের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উপকৃত হবেন। অনুষ্ঠানে বহু মানুষ উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য রাস্তাটি দীর্ঘদিন যাবত খানাখন্দে ভরপুর , যাতায়াত করতে মানুষ হিমশিম খেতেন, টোটো অটো চালাতে খুবই অসুবিধা হতো। রাস্তাটি নির্মিত হলে বহু মানুষ উপকৃত হবেন।

নির্মল মিশন বাংলা প্রকল্পে নষ্ট করার অভিযোগ পঞ্চায়েত প্রধানের

মতিয়ার রহমান, উলুবেড়িয়া, ৯ সেপ্টেম্বর ঃ নির্মল মিশন বাংলা প্রকল্পে নষ্ট করার অভিযোগ পঞ্চায়েত প্রধানের, কঠিন বর্জ্য পদার্থ থেকে নিরাপদ নিস্কাশন প্রকল্প বা(এস ডব্লিউ এম প্রজেক্ট)কে ইচ্ছাকৃতভাবে নষ্ট করার জন্য গ্রামবাসীদের একাংশকে কাঠগড়ায় তুললেন খোদ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান, উপপ্রধান। আর এই অভিযোগ কে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে হাওড়া জেলার শ্যামপুর ২নং ব্লকের এলাকার বারগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের। জানা গিয়েছে গত জানুয়ারি ২০২৪, মাসে বারগ্রামের জোয়ারকোল দামোদর নদের ধারে চালু হয়েছিল সলিড ওয়েষ্ট ম্যানেজমেন্ট প্রোজেক্টটি। কিন্তু এই প্রোজেক্ট টিকে নষ্ট করার জন্য গ্রামের একটা অংশের মানুষ উঠে পড়ে লেগেছে বলে অভিযোগ করলেন বারগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান প্রণব ঘোষ ও উপপ্রধান কুন্তল বেরা। উল্লেখ্য এই প্রোজেক্টে পচনশীল ও অপচনশীল বর্জ্য বিভিন্ন জায়গা থেকে সংগ্রহ করে শর্টিং করে পচানো হচ্ছে। পরে তা থেকে বায়োগ্যাস ও পরিবেশ উপযুক্ত জৈবসার তৈরী হবে এবং তা বাজারজাতকরণ করে আর্থিকভাবে সফলতা অর্জন করা যাবে। উল্লেখ্য এই প্রোজেক্টের ভিতরে মাঝে মধ্যেই আগুন ধরিয়ে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। কিন্তু কেন আগুন ধরানোর ফলে কর্মীরা বেশীদিন কাজ করেন না। এই প্রশ্নের উত্তরে বারগ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান প্রনব কুমার ঘোষ ও উপপ্রধান কুন্তল বেরা এক যোগে জানিয়েছেন অনেকে মানুষের বিষ্টা কে ও সংগ্রাহকদের দিয়ে দিচ্ছেন।আর এই ধরনের কাজ ইচ্ছে করেই করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন প্রধান ও উপপ্রধান। পাশাপাশি বিড়াল,কুকুরের মৃতদেহ সহ নানান জিনিস ইচ্ছাকৃতভাবে ফেলে দেওয়া হচ্ছে।ফলে স্বনির্ভর গ্রুপের মহিলারা ঘৃণায় কাজ ছাড়ছেন। উল্লেখ্য জনসচেতনতা বাড়াতে গত আগস্টে এলাকার লোকজনকে নিয়ে এক আলোচনা সভা করা হয়েছে। তবে এখন চলছে বলে জানিয়েছেন তাঁরা।এছাড়া সম্প্রতি হাওড়া জেলা পরিষদের জনস্বাস্থ্য ও কারিগরী বিভাগের কর্মাধ্যক্ষ জুলফিকার আলী মোল্লার উদ্যোগে হাওড়া জেলা পরিষদ সাড়ে সতেরো লক্ষ টাকা বরাদ্দ করায় পাঁচিল তৈরী করা যাবে বলে জানিয়েছেন তাঁরা, এবং এর ফলে নষ্ট করার প্রবনতা কমে যাবে বলে জানিয়েছেন পঞ্চায়েতের প্রধান ও উপপ্রধান। পাশাপাশি কি কি বর্জ্য ফেলা যাবে -সে ক্ষেত্রে ও প্রচার চালানো হচ্ছে বলে জানিয়েছেন তাঁরা। উল্লেখ্য দিন দুয়েক আগে জেলার বিভিন্ন জায়গায় প্রজেক্টটি পরিদর্শনে এসেছিলেন ইউনিসেফের প্রতিনিধিরা।

উত্তর ২৪ পরগনায় শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ খেয়ে ডায়রিয়ায় আক্রান্ত শতাধিক, হাসপাতালে চিকিৎসাধীন

দুরন্ত বার্তা, স্বরূপনগর, ৯ সেপ্টেম্বর ঃ উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার স্বরূপনগরের শাড়াপুল নির্মাণ গ্রাম পঞ্চায়েতের কাটাবাগান এলাকায় এক শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রণ খেয়ে ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হয়েছেন শতাধিক মানুষ। রবিবার রাতে এলাকার সুব্রত মণ্ডলের বাড়িতে আয়োজিত শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠানে প্রায় তিন শতাধিক মানুষ খাওয়া-দাওয়া করেন। এরপর থেকেই অনেকে ডায়রিয়ার উপসর্গ নিযে.শা।।পুল গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি হন। এ পর্যন্ত হাসপাতালে প্রায় ৪০ জন চিকিসাধীন রয়েছেন, যাদের মধ্যে শিশুরা এবং মহিলারাও রয়েছেন। ডায়রিয়ার উপসর্গ নিয়ে আক্রান্তদের মধ্যে অনেকেই জানিয়েছেন, শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান থেকে খাওয়া-দাওয়া করে বাড়ি ফিরে আসার পরই পাতলা পায়খানা, বমি ভাব, গা ব্যথা এবং জ্বরে আক্রান্ত হন। তবে এখনও পর্যন্ত এলাকায় কোনও মেডিকেল ক্যাম্প স্থাপন করা হয়নি, যা নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। সোমবার শাড়াপুল গ্রামীণ হাসপাতালের চিকিৎসক রাশেদ আলী জানিয়েছেন, ডায়রিয়ায় আক্রান্তদের মধ্যে বেশিরভাগেরই অবস্থা স্থিতিশীল, তবে কিছুজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। তাদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। স্থানীয় স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে জানা গেছে, ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে এবং দ্রুত মেডিকেল ক্যাম্প স্থাপন করা হবে বলে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

গনেশ পুজোর জলসায় মাইক বন্ধ করতে বলায় এক মহিলাকে শ্লীলতাহানির অভিযোগ শ্রীরামপুরে

প্রীতম সাধুখাঁ, শ্রীরামপুর, ৯ সেপ্টেম্বর ঃ জানা গেছে, শ্রীরামপুর স্টেশন সংলগ্ন কুমিরজলা রোডে মাছের আরতে রোববার রাতে গনেশ পুজো উপলক্ষে জলসা হচ্ছিল। কুমিরজলারই বাসিন্দা ওই মহিলা। তাঁর অভিযোগ রোববার রাত সারে দশটা নাগাদ বৈদ্যবাটি থেকে মেয়েদের রাত দখল করে ফেরার সময় তিনি দেখেন শ্রীরামপুর স্টেশনের কাছে মাছের আরতের পাশে তারস্বরে মাইক বাজিয়ে অনুষ্ঠান চলছে। তিনি প্রথমে মাইক আস্তে করতে বলেন কেউ না শোনায় যে শিল্পী গান করছিলেন তার থেকে মাইক্রোফোন নিয়ে অনুষ্ঠান বন্ধ করার কথা বলতে গেলে তাকে ঘিরে ধরে কয়েকজন। গায়ে হাত দেওয়া হয়,ধাক্কা মারা হয় বলে অভিযোগ। আরো অভিযোগ মহিলাকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ ও শ্লীলতাহানি করা হয়। ঘটনার সময় শ্রীরামপুর-উত্তর পাড়া পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি ও শ্রীরামপুর মৎস্য আরতদার উন্নয়ন সমিতির

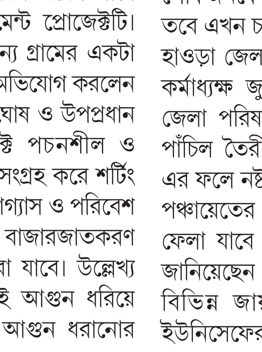

সম্পাদক ইন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ছিলেন। তার বিরুদ্ধেও অভিযোগ করেন মহিলা। রাতেই শ্রীরামপুর থানায় ফোন করে বিষয়টি জানান মহিলা। তিনি বলেন,আমি পেশায় একজন আইনজীবী। সোমবার শ্রীরামপুর থানার অভিযোগ দায়ের করলাম। ইন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর দাবী মিথ্যা অভিযোগ করছেন উনি। প্রতি বছর মাছের আরতে গনেশ পুজো হয়। পুলিশ অনুমতি নিয়ে নানা অনুষ্ঠান হয়। রোববার সন্ধ্যা থেকেই ফাংশন হচ্ছিল। শ্লীলতাহানির অভিযোগ ভিত্তিহীন। এরকম কোনো ঘটনা ঘটেনি। যিনি এই অভিযোগ করছেন সে আমার মেয়ের মত। আমরা আরতের সবাই ওকে বোন মনে করি।ওর হযতো মনে হয়েছে যে এখন একটা শোকের আবহ চলছে। আমরাও সেটা মনে করি তাই অনুষ্ঠান শুরুর আগে আমরা ঘোষণাও করেছি এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অনুষ্ঠান শেষও করেছি। কেন এই অভিযোগ করছে আমার জানা নেই। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমেছে শ্রীরামপুর থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর অভিযোগ পেয়ে এফআইআর করা হয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদ করে ঘটনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

আন্তর্জাতিক নদীপথ হিসাবে সুন্দরবনের নদী গুলোকে বেছে নেওয়ায় নদী বাঁধে ধস নামছে

দুরন্ত বার্তা, ৯ সেপ্টেম্বর ঃ আন্তর্জাতিক নদী পথ বেছে নেওয়ার কারণে সুন্দরবনে নদী বাঁধে ধস,আর এই চক্রান্ত কেন্দ্রীয় সরকারের বলে দাবি দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের উপাধ্যক্ষের। দক্ষিণ ২৪ পরগনার সু ন্দরবন বিশাল নদী মাতৃক এলাকা, নদীর ধারে সাধারণ মানুষের ঘর। কৃষি জমি, মাছ চাষ নিয়ে তাদের জীবিকা উপার্জন। এর ওপর নির্ভর করে জীবন যাপন সু ন্দরবনবাসীদের।সেই সুন্দরবন বাসীদের কপালে দিনের পর দিন নেমে আসছে দুর্ভিক্ষ। আর এর জন্য দায়ী কেন্দ্রীয় সরকার, এমনই ভাষায় কেন্দ্রীয় সরকারের সমালোচনা করে সোমবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের উপাধ্যক্ষ অনিমেষ মন্ডল বললেন, সু ন্দরবনের নদী গুলিকে আন্তর্জাতিক নদী পথ হিসেবে বেছে নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। এরফলে সু ন্দরবনের বুকে বড় বড় সিএসসি জাহাজ চলাচল করছে। যার কম্পনে নদী বাঁধ গুলিতে একের পর এক ধস নিচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকার যদি মনে করতো জাতীয় সড়ক বেছে নিয়ে আন্তর্জাতিক সড়ক হিসেবে মান্যতা দিতে পারতো। কিন্তু তা না করে শুধুমাত্র নদী গুলি বেছে নেওয়ার ফলে এমনই ঘটনা ঘটছে। আগে ১০০ দিনের কাজ বন্ধ আবার নদীর ধারে মানুষগুলি হাতেও পাতে মারা চক্রান্ত।আর এই কারনে সু ন্দরবনের গোসাবা ব্লকের রাঙাবেলিয়া পঞ্চায়েতের পাখিরালয় গ্রামে নদী বাঁধে ধস নেমেছে।বাঁধ মেরামতি কাজ শুরু করেছে গ্রাম বাসী ও প্রশাসনের লোকজন।আর আচমকা নদী বাঁধ ধসে পড়ায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে এলাকায়। তড়িঘড়ি জেলা পরিষদের উপাধ্যক্ষ অনিমেষ মন্ডলের উদ্যোগে জেসিবি দিয়ে নদীর বাঁধ মেরামতির কাজ চলছে।

কার্বন ফুটপ্রিন্ট কমাতে মেট্রো তৈরি করছে ছাদে সৌর শক্তি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ সেপ্টেম্বর ঃ মেট্রো রেলওয়ে সিস্টেমের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য পুনর্নবীকরণযোগ্য উৎস থেকে শক্তি উৎপাদন করে কার্বন ফুটপ্রিন্ট কমাতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। সরকার প্রধানমন্ত্রী সূর্য ঘর প্রকল্পের নীতি গ্রহণ করার পরে এবং ২০৩০ সালের মধ্যে ভারতীয় রেলকে নেট জিরো কার্বন ইমিটার হওয়ার লক্ষ্য নির্ধারণ করার পরে এই উদ্যোগটি সাম্প্রতিক সময়ে গতি পেয়েছে। বর্তমানে মেট্রো রেলের বিভিন্ন সার্ভিস বিল্ডিং এবং কারশেডে ৪১৯৭ KWp ক্ষমতার সোলার প্ল্যান্ট রয়েছে। যার মধ্যে ব্লু লাইনে ৭৬৩ Kwp সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে নোয়াপাড়া, দম দম, বেলগাছিয়া টানেল র‍্যাম্প, মহানায়ক উত্তম কুমার এবং কবি সুভাষ স্টেশনের পাশাপাশি তপন সিনহা মেমোরিয়াল হাসপাতালে। পূর্ব-

পশ্চিম করিডোরে ১৫১৯ Kwp সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলি সল্টলেক সেক্টর ৫, সেন্ট্রাল পার্ক স্টেশনগুলির পাশাপাশি সেন্ট্রাল পার্ক ডিপোতে স্থাপন করা হয়েছে। পার্পল লাইনে ১৪০০KWp ক্ষমতার প্ল্যান্ট জোকা কার্শেডে কাজ করছে। অরেঞ্জ লাইনে ৫০০KWp সৌরবিদ্যু কেঃদ্র কবি শুভাশের নিউ কারশেডে কাজ করছে। সম্প্রতি ১৫.০৮.২০২৪ তারিখে, মেট্রো রেলওয়ে. বেলগাছিয়া. এবং দম-দম (১২০০ বর্গ মিটার এলাকা) এর মধ্যে টানেল ফেসিযার র‍্যাম্পে ১০৬ KWp ক্ষমতার একটি সোলার প্ল্যান্ট চালু করেছে। তারপর থেকে, এই উদ্ভিদ প্রায় উৎপন্ন হয়েছে. গড়ে ৪০০ ইউনিটদিন। এই প্রকল্পগুলি পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ মোডের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়েছে। মেট্রো রেলওয়ে ছাদের জায়গাগুলি সরবরাহ করেছে যেখানে সৌর শক্তি বিকাশকারী সম্পূর্ণ ইঞ্জিনিয়ারিং, সংগ্রহ, ইনস্টলেশন, পরীক্ষা এবং কমিশনিং কাজ করেছে। সৌরবিদ্যুৎ বিকাশকারী ২৫ বছর ধরে এই প্ল্যান্ট গুলি পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ করবে। মেট্রো রেলের এই সৌরবিদ্যুৎ উপাদন ব্যবস্থা ক্লাউড-ভিত্তিক মনিটরিং সিস্টেমের মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। আরও, বেলগাছিয়া, টালিগঞ্জ এবং পরিষেবা ভবনের বিভিন্ন কোয়ার্টারের ছাদে ৩৬০KWp সোলার প্ল্যান্ট স্থাপনের কাজ চলছে। এই প্ল্যান্ট ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরের শেষ নাগাদ চালু হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এই ৩৬০KWp প্ল্যান্ট গুলি ইনস্টল করার পরে, বেলগাছিয়া কোয়ার্টারগুলি প্রায় ১০০ সৌর শক্তিতে চলবে এবং প্রায়। টালিগঞ্জ কোয়ার্টারগুলির ৭০ চাহিদাও সৌরশক্তি দিয়ে কমানো হবে। যশোর রোড এবং গীতাঞ্জলির কাছে খালি জমিতে ১৫০০KWp সোলার প্ল্যান্ট স্থাপনের জন্য দরপত্র ইতিমধ্যে ভাসানো হয়েছে এবং খুব শীঘ্রই খোলার জন্য নির্ধারিত রয়েছে। ৪০০KWp রুফটপ সোলারের কাজের জন্য শীঘ্রই দরপত্র আহ্বান করা হবে। মেট্রো কর্তৃপক্ষ সমস্ত নিরাপত্তা সতর্কতা অনুসরণ করে আরও সৌরবিদ্যুৎ উপাদনের সম্ভাব্যতা যাচাই করছে।

অভিষেকের আবেদন খারিজ ১ পাতার পর

''...আমরা পিএমএলএ এর ধারা ৫০ এর অধীনে আপীলকারীদের জারি করা সমনকে চ্যালেঞ্জের করার মতো কোন উপাদান খুঁজে পাই না। ধারা ৫০ এর উপ-ধারা (৩) এ বলা হয়েছে, যে তলব করা সমস্ত ব্যক্তি ব্যক্তিগতভাবে বা অনুমোদিত এজেন্টদের মাধ্যমে উপস্থিত থাকতে বাধ্য। তাঁরা অফিসার যেমন নির্দেশ দেবেন এবং যে কোনও বিষয়ে সত্য প্রকাশ করতে বলেন, সে ক্ষেত্রেও উত্তরে দিতে বাধ্য তাঁরা। যে কোনও পরীক্ষা বা বিবৃতি বা প্রয়োজনীয় নথিও উপস্থাপন করতে হতে পারে তাঁদের। আদালত উল্লেখ করেছে যে উপ-ধারা (৪) অনুসারে উপ-ধারা (২) এবং (৩) এর অধীনে প্রতিটি কার্যক্রমকে আইপিসির ধারা ১৯৩ এবং ধারা ২২৮ এর অর্থের মধ্যে একটি বিচারিক প্রক্রিয়া বলে গণ্য করা হয়। শীর্ষ আদালত মন্তব্য করে, ''ধারা ৬৩-এর উপ-ধারা (৪) অনুসারে, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে ধারা ৫০ এর অধীনে জারি করা কোনও নির্দেশ অমান্য করবে, তাঁর বিরুদ্ধে আইপিসি-এর বিরুদ্ধে ১৭৪ ধারার অধীনে বিচার করা হবে।'' আদালত বলেছে যে ইডির ডেপুটি ডিরেক্টর, রুজিরা ব্যানার্জির ২০২১ এর ৪ আগস্ট এবং ১৮ আগস্টের সুমনের উত্তরে জমা দেওয়া স্ট্যাটাস রিপোর্টে প্রয়োজনীয় নথিগুলি দেওয়া হয়নি। ইডি তাই তাঁদের বিরুদ্ধে ৬৩ পিএমএল এ ধারা ১৭৪ এইপিসি-এর অধীনে নয়াদিল্লির চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, পাতিয়ালা হাউস কোর্টের আদালতে অভিযোগ দায়ের করেছেন। শীর্ষ আদালত তাঁদের রায়ে বলেছে, ''এটা বলাই যথেষ্ট যে আমরা সংশ্লিষ্ট আদালত কর্তৃক প্রদত্ত আদেশে কোন বেআইনিতা খুঁজে পাই না এবং উল্লিখিত অভিযোগটি আইন অনুযায়ী উল্লিখিত আদালতের দ্বারা আরও এগিয়ে যাওয়া হবে।

সুপ্রিম কোর্ট হতাশ করেছে ১ পাতার পর

''পশ্চিমবঙ্গ সরকার হলফনামা দিয়ে জানিয়েছে যে হাসপাতালের নিরাপত্তা পরিকাঠামো বাড়াতে তহবিল অনুমোদন করা হয়েছে। আমরা চাইছি তা দিয়ে দ্রুত কাজ শুরু হোক।'' এরপরেই ক্ষোভ উগরে দেন জুনিয়র ডাক্তাররা। তাঁরা বলেন, ''আমাদের নিরাপত্তার কী হবে? কোথাও তো কোনও ব্যবস্থা দেখতে পাচ্ছি না। একটা বাড়তি সিসিটিভিও কোথাও লাগানো হয়নি। আমাদেরও তো একই পরিণতি হতে পারে। তখন তার দায় কে নেবে! আরজি করে সিআইএসএফ মোতায়েন হয়েছে। অন্য হাসপাতালে কী হবে।'' তাঁদের অভিযোগ, নির্যাতিতার বিচারে সুপ্রিমকোর্ট আলো দেখাবে এমনটাই আশা করেছিলেন তাঁরা। কিন্তু তেমন কোনও আলোর দিশাই এদিন দেখতে পাননি তাঁরা। তবে সুপ্রিমকোর্ট সময়সীমা বেঁধে দেওয়ার পর তাঁরা কবে কাজে ফিরছেন সেই ব্যাপারে এখনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি বলেও জানান।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৯ বর্ষ, দৈনিক ২৮২ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ২৪ ভাদ্র, ১৪৩১

গালওয়ানে চিনা রাস্তা

গালওয়ান উপত্যকায় চিন ভারতের ভুখণ্ড দখল করে সেখানে পাকা রাস্তা তৈরি করবে এই পরিকল্পনা বহু দিন আগে থেকেই করে রেখে দিয়েছিল চিন। চিনের চেয়ারম্যান লোক দেখানো ভারত প্রীতি করে গিয়েছেন। তিনি ভারত চিন ভাই ভাই স্লোগানকে স্বীকৃতি দিলেও আসলে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল যে কমিউনিস্ট পার্টিতে একক নেতৃত্বকে অটুট রাখা। এটা করতে গেলে ভারত বিরোধী আবহাওয়া গড়তে হবে চিন দেশে। চিন ভারত দ্বারা আক্রান্ত এটাও চিন দেশের জনগণের পাশে রাখতে হবে। হংকং নিয়ে যখন চিন নাস্তানুবাদ তখন গালওয়ান ছাড়া চিনের চেয়ারম্যানের গদি রাখার আর কোনও উপায় ছিল না। হংকং নিয়ে কড়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারছে না তার কারণ হচ্ছে সেখানে ব্রিটেনের উপস্থিতি। ফলে হংকং নীতি

সম্পাদকীয়

আপাতত স্থগিত রেখে এখন গালওয়ান নিয়ে পড়েছে চিন। ভারতের সার্বভৌমত্বকে দুর্বল করে দেওয়ার একটি পরিকল্পনা রয়েছে চিনের। সেটা এতদিন বাদে ধরা পড়ল। তার ফলে আজকে দুর্গম লাদাখ অঞ্চলে ভারতীয় সেনারা চিন সেনার মুখোমুখী দাঁড়িয়ে গিয়েছে। চিন সেনারা ভারতের সীমান্ত অতিক্রম করে স্থান দখল করে নিয়েছে এই সত্যটা প্রকাশ করতে পারছে না কেউই। বেশ কিছু দেশ চিনের আগ্রাসনের বিরোধিতা করতে শুরু করে দিয়েছে। চিন কতখানি লাদাখের অংশ দখল করে রয়েছে তা প্রকাশ করেনি ভারত সরকার। বলা হয়েছে ডিভিশনাল কম্যান্ডার স্তরে আলোচনা চলছে। সীমান্ত এলাকায় চিন সেনা বৃদ্ধি করা নিয়ে ভারত উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। হিমাচল প্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, সিকিম ও অরুণাচল প্রদেশে নিয়ন্ত্রণ রেখার কাছে চিন বাড়তি সেনা এবং অস্ত্র মোতায়েন করছে। সঙ্গে নিয়েছে নেপালকে। নেপালও এখন চিনের হয়ে কথা বলছে। আসলে ভারতকে চারদিক দিয়ে ঘিরে রাখার চেষ্টা করছে চিন। চিন চাইছে আর্থিক কড়িডর থেকে ভারত যেন তার দৃষ্টি সরিয়ে নেয়। আগামি দিনে পাক অধিকৃত কাশ্মীর দখল করা যে পরিকল্পনা ভারত নিয়েছে তার থেকে যেন সরে আসে। কিন্তু ভারত তা করতে রাজি নয়। চিনকে কাশ্মীর থেকে সরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছে ভারত সরকার। যার ফলে বেশ কিছুটা ক্ষুব্ধ চিন। চিনের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে ভারতের প্রধানমন্ত্রী সখ্যতা থাকলে চিন আর্থিক স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে ভারতের সঙ্গে বন্ধুত্ব চায় না সেটা পরিস্কার। যার ফলে চিন এখন নেপালকে সঙ্গে নিয়ে ভারত বিরোধিতায় অংশ গ্রহণ করেছে। ইউরোপের সঙ্গে চিনের ব্যবসা ক্রমশ খারাপ হতে শুরু করে দিয়েছিল। তার ওপরে করোনাভাইরাস সংক্রমণ সৃষ্টি করা নিয়ে চিনের ওপরে অতিরিক্ত আন্তর্জাতিক চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে চিনকে আর্থিক কড়িডর ছেড়ে দিতে বলেছে ভারত সরকার। এ ব্যাপারে বারবার চিনকে চিঠি দিয়েছে। কাশ্মীরের ওপরে চিনের কোনও অধিকার নেই। পাকিস্তান যে অংশটি চিনকে দিয়েছে সেই অংশটি পাকিস্তান জোর করে ভারতের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিল সেনা পাঠিয়ে। পাকিস্তানের কোনও অধিকার নেই কাশ্মীরের ওপরে। পাক বাহিনী ভারত আক্রমণ করে কাশ্মীরের কিছুটা অংশ দখল করে নেয়। পাকিস্তানকে হানাদার রাষ্ট্র হিসাবে চিহ্নিত করেছে ভারত। ফলে পাক অধিকৃত কাশ্মীর আগামি দিনে ভারত ছিনিয়ে নিতে পারে বসে একটি প্রচ্ছন্ন হুমকি পর্যন্ত দিয়ে রেখেছে পাকিস্তানকে। চিন চাইছে এই অবস্থায় আর্থিক কড়িডরকে রক্ষা করতে গেলে পাকিস্তানকে রক্ষা করতে হবে। না হলে ভারত যে কোনও সময়ে পাকিস্তান শব্দটিকে একেবারে মানচিত্র থেকে মুছে দিতে পারে। ভারতীয় সেনাদের সেইভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে বলা হয়েছে। চিন চাইছে আমেরিকা ছাড়া অন্য কোনও দেশ ভারত চিনের সীমান্ত দ্বন্ধের মীমাংসা করতে এগিয়ে আসুক।

তালিবানদের সাংবাদিক হত্যা

পাকিস্তান সেনারা তালিবানদের দলে ঢুকে রয়েছে সেই খবর পেয়েছিলেন চিত্র সাংবাদিক দানিশ সিদ্দিকি। দেশের সমস্ত সাংবাদিকেরা দেশ ত্যাগ করতে চাইছে অন্য দিকে চ্যানেল চালু রাখা একটি চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছে আফগান সাংবাদিকেরা। প্রকাশ্যে কোনও রকম ছবি তোলা সম্ভব হচ্ছে না বলেই গোপনে ছবি তোলার আয়োজন শুরু হয়ে গিয়েছে। তালিবানরা যদি টের পায় যে কোনও সাংবাদিক ছবি তুলছে তাহলে তাদের ক্যামেরার রিল নষ্ট করে দেওয়া হচ্ছে। ছবিও বাজেয়াপ্ত করা হচ্ছে। শুধু তাই নয় শারীরিক

সম্পাদকীয়

জোর দেখাতে গেলেই তাকে গুলি করে হত্যা করা হচ্ছে। গত ১৫ আগস্ট তালিবানরা কাবুল দখল করার পরেই সংবাদ মাধ্যমের ওপরে চড়াও হতে শুরু করে দিয়েছে। সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতার ওপরে হস্তক্ষেপ করতে শুরু করে দিয়েছে। অতীতে তালিবানদের চেয়ে বর্তমান তালিবানরা আরো বেশি নৃশংস। এটা প্রমাণ করা একেবারে অসম্ভব। কারণ প্রকাশ্যে ছবি তোলা নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। রাস্তা ঘাটের ছবি তোলা বারণ। দিনর বেলায় গোটা কাবুল একেবারে কার্ফু এর মতো অবস্থায় থাকে। লোকজন নেই। রাস্তাঘাটে বেশি গাড়ি নেই। ঘরবাড়িগুলো সব দরজা জানলা বন্ধ। মনে হচ্ছে কাবুল একটি ভূতুরে শহরে পরিণত হয়েছে। টোলো নিউজের সাংবাদিক এবং মহিলা সাংবাদিকদের ওপরে হামলা হতে শুরু করে দিয়েছে। তালিবানরা তাদের সরকারি সম্প্রচারে বলা হচ্ছে যে তালিবানরা সংবাদ মাধ্যমকে স্বাধীনতা দিয়েছে। আসলে মুখে যেটা বলছে কাজের বেলায় ঠিক তার উল্টোটা করছে। কথার সঙ্গে কাজের কোনও মিল নেই। আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেতেই তালিবানরা এখন শুধু মুখেই কথা বলে গোটা ব্যাপারটাকে ধামা চাপা দেওয়ার চেষ্টা করছে। কাশ্মীর ব্যাপারে তালিবানরা মাথা গলাবে না বললেও স্বস্তিতে নেই দিল্লি। কাশ্মীরে জঙ্গি হামলা হবে না বলে তালিবানরা বারবার আশ্বাস দিলেও দিল্লি কিন্তু তাদের কথায় বিশ্বাস করতে পারছে না। আইনজীবী থেকে শুরু করে বিচারকদের ধরে ধরে জেলে পুড়ে দেওয়া হচ্ছে। আবার কাউকে গুলি করে মেরে ফেলা হচ্ছে। যাদের ক্ষমতা রয়েছে তারা দেশ ছেড়ে পালিয়েছেন। আর যাদের আর্থিক ক্ষমতা নেই তারা সব কিছু ত্যাগ করে ঘরে বসে রয়েছে।

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী

মাই হচ্ছেন আসল শক্তির আধার। তিনি সবাইকে শক্তি দান করে থাকেন। মা ভবতারিনী হচ্ছেন শক্তি। মা সারদা হচ্ছেন শক্তি। সেই কারণে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব মা সারদা পুজো করে থাকেন। মায়ের প্রতি ভক্তি অবিচল হতে হবে। মায়ের আরাধনা করতে হবে।

ভগিনী নিবেদিতা ও তাঁর বাণী

তিনি নির্ভয়ে এগিয়ে যেতে পারেন সামনের দিকে। কাজ করলে তার শুভ ফল পাওয়া যায়। ভালো কাজে ভালো ফল আসবে। খারাপ কাজে খারাপ ফল পাওয়া যাবে। তাই জন্য খারাপ কাজ করলে চলবে না। চাই ভালো কাজ করার মানসিকতা। ভালো কাজের মানসিকতা লোকেরা জগতে বেশি উন্নতি করতে পারে। তিনি মহান হন। তাকে সবাই সম্মান করতে থাকে। তিনি সর্বজনের কাছে প্রিয় হয়ে ওঠেন।

আরজি কর কাণ্ড নিয়ে তুলকালাম

উই ওয়ান্ট জাস্টিস! কিন্তু সেই বিচার কার কাছে চাওয়া হবে?

বিশেষ প্রতিবেদক ঃ সাধারণ মানুষের গায়ে কোনও দলীয় রং থাকে না, তবু সাধারণ মানুষের প্রতিবাদের জোর যে কতটা সেটা আশা করি সাধারণ মানুষই বুঝতে পারছেন। এটাও বুঝতে পারছেন নিশ্চয়, যে এত দিন একটা ভ্রান্ত ধারণা নিয়ে বাঁচতাম যে আমরা একটা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে বাস করি। ইদানীং চারদিকে এত ধমক-চমক দেখে-শুনে সবাই বুঝতে পারছি, কত বড় ভুল ধারণা ছিল আমাদের।

সাম্প্রতিক আরজি কর কাণ্ডের পরে দেখা যাচ্ছে, সাধারণ মানুষের শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদই হোক বা স্কুল পড়ুয়াদের স্বতঃস্ফূর্ত সমবেত আবেগের বহিঃপ্রকাশ-- সবেতেই রাষ্ট্রশক্তির ভীষণ আপত্তি। তাই তাদের তরফ থেকে বিভিন্ন নোটিস, শোকজ জারি করে এই স্বতঃস্ফূর্ত আঃেদালন বন্ধ করার মরিয়া চেষ্টা চলছে। অব্যবস্থাটা এমনই, যে মহামান্য সর্বোচ্চ আদালতকে বলতে হচ্ছে, যে মানুষের শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের উপরে যেন কোনও বল প্রয়োগ না করে প্রশাসন। তবুও এই ধমক চমক থামছে কি?

আমি অবশ্য এই ঘটনার অনেক আগেই ব্যক্তিগতভাবে এই অভিজ্ঞতার সাক্ষী হয়েছি। আমার এক আত্মীয় সরকারী কর্মচারী এবং একটি বিশেষ সংস্থার সিনিয়র অফিসার। তাঁর অনেক শারীরিক অসুবিধে থাকা সত্ত্বেও বাড়ি থেকে অনেক দূরবর্তী জায়গায় ট্রান্সফার করা হয়েছে, কারণ তাঁর স্ত্রী খুব সঙ্গত কারণে একটি সামাজিক বিষয়ে প্রতিবাদ করেন। একটি বিশিষ্ট সংবাদমাধ্যমের এক বর্ষীয়ান সাংবাদিক সেই প্রতিবাদের ঘটনার উপর একটি প্রতিবেদনও লেখেন। এর পরে প্রতিবাদের সুরাহা করা তো দূরের কথা, তার পুরো দায় তার স্বামীর ওপর চাপিয়ে ওই সরকারি সংস্থার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ তার স্বামীকে শারীরিক সমস্যা সত্ত্বেও বাড়ি থেকে বহুদূরে বদলি করেন। যদিও তড়িঘড়ি সেই বদলির সরকারি নাম 'রুটিন বদলি', কিন্তু আসলে সবাই জানেন, 'রুটিন'-এর মারপ্যাঁচে এটা 'বদলি'র আড়ালে 'বদলা'। এটা ক্ষমতার অপব্যবহার ছাড়া আর কিছুই নয়। মানে মানুষের প্রতিবাদের কণ্ঠরোধ করা এখন সিস্টেমেরই অংশ। আমার সেই আত্মীয় কর্তৃপক্ষের কাছে একাধিক আবেদন করেন, অনুরোধ করেন তাঁর শারীরিক অসুবিধের কথা বিচার করে যেন তাঁর ট্রান্সফার অর্ডার পুনর্বিবেচনা করা হয়। কিন্তু কর্তৃপক্ষ কিছুই শুনতে নারাজ। অগত্যা উপায়ন্তর না দেখে মুখ্যমন্ত্রীর দফতরে আবেদন করেন সেই অসহায় পরিবার। এর জেরে ওই সংস্থার কর্তৃপক্ষ, সেই ব্যক্তির মেডিক্যাল টেস্টের দায়িত্ব দেন স্বাস্থ্যভবনকে, এটা দেখার জন্য যে ব্যক্তি সত্যিই চাকরি করতে সক্ষম কিনা এবং তাঁর এই ট্রান্সফার অর্ডার পুনর্বিবেচনা করার আবেদন ঠিক কতটা সঙ্গত। অনেক হয়রানির পরে স্বাস্থ্যভবনের ঠিক করে দেওয়া হাসপাতাল থেকে আমার সেই আত্মীয়ের মেডিকেল পরীক্ষা হয়। আর বিশিষ্ট ডাক্তারবাবুরা সেই ব্যক্তিকে পরীক্ষানিরীক্ষা করে পরিস্কার জানিয়ে দেন, যে তাঁর পক্ষে কিছুতেই অত দূরে যাতায়াত করা সম্ভব নয় এবং তার যথাযথ রিপোর্টও স্বাস্থ্যভবন জানিয়ে দেন সংশ্লিষ্ট দফতরকে। কিন্তু কোথায় কী! ওই সরকারি সংস্থা খুব উদাসীনভাবে এই রিপোর্টকে অগ্রাহ্য করে নিজেদের সিদ্ধান্তে অনড় থেকে শারীরিক অসুবিধে সত্ত্বেও ওই ব্যক্তিকে ওই দূরবর্তী স্থানেই বহাল রাখেন। তাঁর পরিবার অনুরোধ করলে তাদের জানানো হয়, তাঁরা পরে বিবেচনা করে দেখবেন এবং তাদের এটাও জানানো হয়, যে 'মিডিয়াবাজি' করলে তার পরিণতি এমনটাই হবে। ওই পরিবারটি এই নিয়ে সুবিচার চাইতে আর কোথাও যাননি, কারণ আর কোথাও অভিযোগ করে কি কোনও লাভ আছে? বিশেষত যখন এটাই এই সিস্টেমের স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর! গত কয়েকদিন ধরে একাধিক সংবাদমাধ্যমে আরজি করের প্রাক্তন সুপার, ডাক্তার আখতার আলির ইন্টারভিউ দেখতে দেখতে এই ধরনের বিষয়গুলো থেকে আস্তে আস্তে যেন পর্দা উঠে যাচ্ছিল। ওঁর দৃ। শিরদাঁড়া দেখে সত্যিই অবাক হলাম। এত হয়রানির পরেও উনি যে এই নিরন্তর লড়াই করে চলেছেন, তাতে ওঁকে কুর্নিশ জানাই। আশা করব, ওঁর এই লড়াই সুবিচার পাক। শুধুমাত্র হাসপাতালেই নয়, প্রায় সব ক্ষেত্রেই কর্তৃপক্ষের ক্ষমতার প্রদর্শন চলছে। যখনই কোনও দুর্ভাগা সিস্টেমের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন তুলেছে, তার কপালে জুটেছে হয়রানি। সে পড়েছে ক্ষমতাবানের রোষানলে। এসবের মধ্যে বাস করেও, যতই চোখ বন্ধ করে নিজের সংসার, নিজের কর্মক্ষেত্র- এগুলো নিয়ে ভাবার চেষ্টা করি না কেন, ৯ আগস্ট, ২০২৪ থেকে জীবনটা অদ্ভুত ভাবে বদলে গেছে। কী যেন একটা অজানা আশঙ্কা আর একটা অস্বস্তি কাজ করছে সর্বক্ষণ। কিছুতেই স্থির থাকতে পারছি না, সবসময় আরজি করের নির্যাতিতার মৃত্যু রহস্যের সমাধানের গতি প্রকৃতির দিকে নজর রাখার তাগিদ অনুভব করছি। জানি না আদৌ সিবিআই এই রহস্যের সমাধান করে এই নৃশংস হত্যার প্রকৃত দোষীদের শনাক্ত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে পারবে কিনা! কত তদন্তই তো তারা আগেও করেছে, কিন্তু দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির নজির মনে পড়ে না।

তবে আমাদের মতো সাধারণ মানুষের স্মৃতি বড়ই দুর্বল। সামনেই পুজো আসছে। আমরা আবার হয়তো মেতে উঠব উৎসবে, আনন্দে। মেতে উঠব অসুরদলনীর আরাধনায়। অসুরদের পায়ের তলায় প্রতি মুহূর্তে দলিত হতে হতেও ভাবব, এটাই তো স্বাভাবিক! এটাই তো গণ-উৎসবতান্ত্রিক সিস্টেমের স্বাভাবিক আচরণ। তাই এই জনজাগরণের আবহে রাষ্ট্রশক্তির দণ্ডমুণ্ডের কর্তাকর্ত্রী যাঁরা আছেন তাদের একটাই অনুরোধ করছি, ঘুম ভেঙে একটু চারপাশে তাকিয়ে দেখুন। ক্ষমতার অপব্যবহার বন্ধ করুন। ক্ষমতার এক মাদকতা আছে। তাই যে শাসকই আসুক না কেন তাকে ধীরে ধীরে স্বেচ্ছাচারী করে তোলে। আর এই উন্মত্ত স্বেচ্ছাচারের রক্তচক্ষু দেখে সাধারণ মানুষ হিসেবে সত্যিই আতঙ্কে ভুগছি! একটাই প্রশ্ন তাড়া করে বেড়াচ্ছে, সুবিচারের আশায় কার কাছে যাব?

হস্তলিপি শিল্পী কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ

(এশিয়াটিক সোসাইটিতে 'লিপি-শিল্পী রবীন্দ্রনাথের হাতের লেখা' নিয়ে মূল্যবান গবেষণামূলক নিবন্ধ পাঠ করলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক ডক্টর বিশ্বনাথ রায়। তাঁর বক্তৃতা থেকেই তথ্য সম্বলিত এই প্রবন্ধটি আলোচিত। আজকে রবীন্দ্রনাথ কতখানি সবার কাছে প্রাসঙ্গিক তার বার্তা পৌঁছে দেওয়ার জন্য এটি প্রকাশিত) রবীন্দ্রনাথের হস্তলিপি মানেই হল একটি ছবির জগতে প্রবেশ করা। শিল্পী রবীন্দ্রনাথের মানসিকতা ধরা পড়ে গিয়েছে তাঁর হস্তলেখা শিল্পের মধ্যে দিয়ে। হাতের লেখার মধ্যে দিয়ে কবি নিজের শিল্প চেতনাকে প্রকাশ করেছেন। তাঁর হতের লেখার মধ্যে দিয়ে শিল্প ভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়। অবাক হয়ে যেতে হয় যে একজন কবি কতখানি শান্ত এবং ধ্যানমগ্ন হয়ে সাহিত্য সংসারে বসবাস করছিলেন। তিনি বহু দুঃখের মধ্যে থেকেই মনকে একটু চঞ্চল হতে দেননি। তিনি সব সময়ে নিজেকে একটি ধ্যান জগতে বা আত্মমগ্ন জগতে ধরে রেখে দিয়েছিলেন। সেই কারণে বাহ্যিক কোনও আঘাত বা বেদনা তাঁকে প্রত্যাঘাত করতে পারেনি। আর করতে পারেনি বলেই আজকে বাংলা সাহিত্যে তাঁর মতো প্রতিভাবান সাহিত্যিক এবং কবিকে পেয়ে সমৃদ্ধ লাভ করতে পেরেছে। কবি রবীন্দ্রনাথের মনের গহনে প্রবেশ করতে গেলে তাঁর শিল্প হস্তলিপির দিকে অতি অবশ্য দিকপাত করতে হবে। না হলে তাঁর শিল্পরসকে উপলব্ধি করা একেবারে অসম্ভব। রবীন্দ্রনাথ যেসব লেখা লিখে গিয়েছেন তার মধ্যে শিল্পবোধ অতি অবশ্যই থেকে গিয়েছে। সেই কারণে তাঁর লেখা মানুষের কাছে চিরকালের হৃদয়গ্রাহী। মানুষ সময়েই কবির একই কবিতা, গান এবং উপন্যাস পড়ে থাকে। কিন্তু বারবার তা নতুন রূপে মানুষের কাছে ধরা দিতে প্রস্তুত। এখানেই রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য কীর্তির বা সৃষ্টির শিল্প মানসিকতা। হস্তলিপিতে বা ভাষাতে শিল্পবোধ না থাকলে তাকে হৃদয়গ্রাহী করে তোলা একেবারে অসম্ভব। চিত্রশিল্পী হিসাবে রবীন্দ্রনাথের জীবন শুরু হয়েছিল হস্তশিল্পের কাটাকুটির মধ্যে দিয়ে। তিনি তাঁর লেখার সংশোধন কালে কাটাকুটির মধ্যে দিয়ে শিল্পবোধের পরিচয় দিয়েছেন। হস্তলেখার সংশোধন করার মধ্যে দিয়ে একটি শিল্প মানসিকতা ধরা পড়ে। আসলে রবীন্দ্রনাথ চিরকালই শিল্পরসিক ছিলেন। তিনি প্রায় সব বিষয়েই শিল্পবোধের পরিচয় দিয়ে থাকতেন। শিল্পী রবীন্দ্রনাথের প্রাথমিক পরিচয় ঘটতে থাকে তাঁর লেখার খাতায় পাতায়। সেখান থেকেই শুরু হয়েছিল আগামি দিনে শিল্পী রবীন্দ্রনাথ হওয়ার বাসনা। '' রবীন্দ্রনাথের হস্তলিপির বিচার বিশ্লেষণ করে তাঁর মনে গহনে প্রবেশ -সূত্রে কবির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসমূহ নির্ধারণ করা, ইংরেজিতে যাকে বলে গ্রাফোলজি রবীন্দ্র হস্তাক্ষরের সে-দিকটা নিয়ে বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা করেছেন বিশেষজ্ঞজন। জটিল সেই ব্যাপার পরিহার করে আমরা দেখতে ও দেখাতে চাই কবির হস্তলিপি, সোজা কথায় তাঁর হাতের লেখার নান্দনিক মূল্যবান কীভাবে আমাদের আধুনিক জীবনেও সৌন্দর্য-চর্চার ক্ষেত্রে গভীর প্রভাব বিস্তার করে চলেছে প্রতিনিয়ত তাঁর অন্যান্য অমূল্য সৃষ্টিসম্ভারের মতোই'' (লিপি-শিল্পী রবীন্দ্রনাথের হাতের লেখা, বিশ্বনাথ রায়, বুলেটিন, এপ্রিল-২০২৩, এশিয়াটিক সোসাইটি) । রবীন্দ্রনাথের হস্তশিল্পের মধ্যে দিয়ে আনন্দ উপভোগ করা যায়। কবি রবীন্দ্রনাথ সৌন্দর্যের পুজারি ছিলেন বলে গ্রহণ করা যেতেই পারে। সেই কারণে তাঁর হস্তলিপির মধ্যে সৌন্দর্যের প্রকাশ ঘটেছে। তাঁর হস্তলেখার মধ্যে দিয়ে বিশুদ্ধ আর্টের প্রকাশ ঘটে গিয়েছে। কবি সময়ে চেষ্টা করতেন তাঁর কাছ থেকে সবাই যেন নতুন কিছু শিখতে পারে, জানতে পারে এবং স্বাদ গ্রহণ করতে পারে। সেই কারণে তিনি তাঁর লেখার মধ্যে ডুডলিংস অর্থাৎ লেখার সময় বর্জিত পাঠ, শব্দ, পঙক্তির হিজিবিজি কাটাকুটিকে এক একটা চিত্রে রূপ দিয়েছেন। এখানেও কবিগুরু নিজেকে শিল্পী হিসাবে উপস্থাপিত করতে পেরেছেন। দূর থেকে তাঁর বহু লেখার কাটাকুটি দেখলে মনে করে কোনও চিত্রশিল্পী নিপুন হাতে শিল্প রচনা করতে মগ্ন ছিলেন। প্রতিটি কাটাকুটি এক একটি শিল্পরসে সমৃদ্ধ। এই কাটাকুটি চিত্রশিল্পকে স্বীকৃতি দিতে কবি নিজেই তার পাশে স্বাক্ষর করে দিতেন যাতে করে হস্তচিত্র শিল্পী কে তাঁকে চেনানোর। আসলে রবীন্দ্র মহাসমুদ্রের মতো বিশাল। তার শেষ সীমা খালি চোখে কেন বাইনাকুলার দিয়েও শেষ দেখা একেবারে সম্ভব নয়। মহাকাশের মতো রবীন্দ্র সাহিত্য সীমাহীন। সেই সীমাহীন জগাতে একবার কেউ প্রবেশ করলে তাঁর জীবনটা একেবারে পবিত্রতায় সমৃদ্ধ হয়ে যেতে বাধ্য। রবীন্দ্র সাহিত্য শুধু নিয়ে চর্চা করলে শুধু মাত্র জ্ঞান অর্জন করা নয়, পাশাপাশি মনকে শুদ্ধতার পরিণত করে দিতে থাকে। মনের মধ্যে লুকিয়ে থাকা সব গ্লানিগুলি ক্রমশ দূরিভূত হয়ে শুদ্ধতায় পরিপূর্ণতা লাভ করে। প্রকৃত রবীন্দ্র প্রেমিক ব্যাক্তিরা কিন্তু মহামানবের সত্ত্বা বহন করতে সক্ষম হয়।

ভারতীয় ক্রীড়া জগতে মহিলাদের উত্থান শুরু হয়ে গিয়েছে

পুরুষদের চেয়ে আরও সঠিক পদ্ধতিতে মহিলারা কাজ করতে সক্ষম হচ্ছে

ভারতীয় ক্রীড়া জগতে মহিলাদের উত্থান শুরু হয়ে গিয়েছে। ভারতের ক্রিকেট জগতে পুরুষরা যখন সমানভাবে আন্তর্জাতিক মানের লড়াই করতে শুরু করে দিয়েছে তখন ভারতের মহিলা ক্রিকেট একেবারে থমকে একটি জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই। মহিলা টি-২০ চালু করা যায় কিনা তা নিয়ে ভাবনা চিন্তা চলছে বলে জানতে পারা গিয়েছে। আরও বেশি করে মহিলা ক্রিকেট যাতে জনপ্রিয়তা লাভ করে তার দিকে লক্ষ্য রাখতে শুরু করে দিয়েছে ভারতের ক্রিকেট বোর্ড। এদিকে মহিলা ফুটবল খেলার ওপরে জোর দিতে শুরু করেছে ফুটবল ফেডারেশন। যদিও ফিফা ফুবটল অনুর্ধ্ব যোল মহিলা ফুটবলে সে রকম কোনও দক্ষতা দেখাতে পারেনি মহিলারা। তবে ভারতের মহিলারা যে সাহস করে লড়াই করেছিল তা কিন্তু সত্যিকারের দেখার মতো। হারার আগে লড়াই করে হারতে হবে এই রকম মানসিকতা বহন করেছিল ভারতীয় মহিলা ফুটবল দলের সদস্যারা। ফুটবল খেলায় গতি নিয়ে আসতে ফুটবল ফেডারেশনএখন সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে শুরু করে দিয়েছে। ভারতের পুরুষ ক্রিকেট দলের মতো মহিলা ক্রিকেট খেলোয়াড়েরা সম বেতন পাচ্ছে। তার ফলে মহিলা ক্রিকেট আগের চেয়ে বেশি করে উন্নত হতে শুরু করেছে। মহিলা ক্রিকেট এবং ফুটবল খেলাকে কীভাবে জনপ্রিয় করে তোলা যেতে পারে তা নিয়ে ভাবনা চিন্তা করতে শুরু করে দিয়েছে ফুটবল ফেডারেশন। জিমন্যাস্টিকে মহিলা এগিয়ে যেতে শুরু করেছে। আগামি দিনে মহিলা হকিকে আরও বেশি করে উন্নত করার দিকে লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছে হকি অ্যাসোসিয়েশন। ভারতের মহিলারা দ্রুত সামনের দিকে এগিয়ে আসতে শুরু করে দিয়েছে। যেখানে বর্তমান তরুণরা হতাশ হয়ে পড়তে শুরু করেছে সেখানেই গিয়ে উপস্থিত হচ্ছে মহিলারা। তারা অতি দক্ষতার সঙ্গে প্রমাণ করে দিতে পারছে যে বর্তমান কালে মহিলারা পুরুষদের চেয়ে পিছিয়ে নেই। তারা আবার কোনও কোনও সময়ে পুরুষদের চেয়ে বেশি দক্ষতা দেখাতে শুরু করেছে। পড়াশুনায় মহিলারা এগিয়ে যেতে শুরু করেছে। আগে পুরুষেরা পড়াশুনার দিক দিয়ে এগিয়ে ছিল। কিন্তু বর্তমান কালে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে মহিলারা পড়াশুনার দিক দিয়ে পুরুষদের পিছনে ফেলে এগিয়ে যেতে শুরু করেছে। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে ধৈর্য। মহিলারা ধৈর্য ধরতে জানে এবং কীভাবে এগিয়ে যেতে হবে তার পরিকল্পনা মনে মনে রচিত করতে পারে। মহিলারা কাজ ফেলে রেখে আড্ডা দেয় না। আগে কাজ তারপরে আড্ডা দেওয়া। কিন্তু বর্তমান পুরুষ জগত আড্ডাকে বেশি করে প্রাধান্য দিতে শুরু করেছে। চন্দ্রযান উৎক্ষেপণে মহিলা বিজ্ঞানীদের অবদান করেছে। ইসরো থেকে চন্দ্রযান-৩ যে চাঁদের দিকে পাড়ি দিল সেখানেও মহিলা বিজ্ঞানীদের অবদান রয়েছে। এখন মহিলারা হাত বন্ধ করে ঘরে বসে থাকে না। তারাও কাজ করতে বের হয়ে পড়ে। কলকাতার প্রায় সরকারি এবং বেসরকারি অফিসে মহিলা কর্মীর সংখ্যা খুবই বেশি হতে শুরু করে দিয়েছে। আবার কোনও কোনও কোম্পানি মহিলাদের কাজে নিয়োগ করতে আগ্রহ প্রকাশ করে থাকে। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে আন্দোলন এবং অবরোধকে কোম্পানির মালিক পক্ষ ভয় পায়। মহিলাদের সমস্যার সমাধান করতে গেলে আলাপ আলোচনার মধ্যে দিয়ে তা সমাধান করা সম্ভব। সেখানে পুরুষদের নিয়োগ করলে তারা উল্টে অবরোধ, অবস্থান ধর্মঘট করে অফিস কাছারির অবস্থা একেবারে কাহিল করে দেবে। সেই কারণে মহিলাদের নিয়োগ করার দিকে বেশি করে ঝুঁকতে শুরু করে দিয়েছে বেসরকারি কোম্পানিগুলি। বাংলার সংস্কৃতির হালকে ধরে রেখে দিয়েছে মহিলারা। তাদের অবদানের কথা উল্লেখ করতেই হবে। মহিলা শিল্পীর সংখ্যা একন বলতে গেলে বেশি। মহিলা সঙ্গীত শিল্পী, নৃত্য শিল্পী এবং থিয়েটার শিল্পীর সংখ্যা ক্রমশ বাড়তে শুরু করে দিয়েছে। রাজনীতিতে মহিলারা এগিয়ে আসতে শুরু করেথে। মহিলারা এখন যে শক্তি অর্জন করে ফেলেছে তাতে আগামি দিনে তারাই দেশকে নেতৃত্ব দিতে থাকবে বলে পর্যবেক্ষকেরা মত দিয়েছেন। ভারতের রাষ্ট্রপতি মহিলা। তিনি জনজাতি সম্প্রদায় থেকে উঠে এসেছেন। সারা বিশ্বের করোনা পরিস্থিতির পর থেকেই নতুন করে সারা বিশ্ব জাগতে শুরু করে দিয়েছে। সেখানে মহিলা পুরুষদের মধ্যে কাজের কোনও ভেদাভেদ থাকছে না। মহিলারা এখন সব ধরনের কাজ করতে প্রস্তুত। যেসব কাজ শুধু মাত্র পুরুষরা করতো আজকে সেখানে মহিলাদের দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। তারা পুরুষদের চেয়ে আরও সঠিক পদ্ধতিতে কাজ করতে সক্ষম হচ্ছে। এরজন মহিলা কর্মীর কাছে আগে কাজটা প্রাধান্য লাব করে। তারপরে অন্য কিছু। সেটা কিন্তু বর্তমান পুরুষ সমাজ হারিয়ে ফেলতে শুরু করে দিয়েছে। তার ফলেই মহিলারা সামনের দিকে পা ফেলতে শুরু করে দিয়েছে। কলেজ রাজনীতি করতে গিয়ে বহু ছাত্ররা পড়াশুনা ফেলে রেখে দলীয় ঝান্ডা তুলে রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করে থাকে। কিন্তু কোনও ছাত্রী অতি সহজেই ক্লাস ফাঁকি দিয়ে রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করে না। তারা আগে ক্লাসকে প্রাধান্য দিয়ে থোকে। তারপরে রাজনীতি করে। নিজেদের মেধাকে তৈরি করতে শুরু করে দেয় যাতে আগামি দিনে এই মেধা শক্তি দিয়ে লড়াই করা সম্ভব হয়। ক্রিকেটে মহিলা বিশ্বকাপ এবং ফুটবলে মহিলা বিশ্বকাপকে জনপ্রিয় করে তুলতে আইসিএ এবং ফিফা প্রস্তুতি গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে। কীভাবে কোনও পথ ধরে চলতে মহিলা প্রতিযোগিতা আন্তর্জাতিক দিক দিয়ে জনপ্রিয়তা লাভ করতে পারবে তা নিয়ে চলছে রীতিমতো গবেষণা। মহিলা ফুটবল এবং ক্রিকেট খেলাকে পেশদারি করার ইচ্ছা প্রকাশ করতে শুরু করে দিয়েছে। এর জন্য বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থাকে স্পনসর করার কথা বলা হচ্ছে। মহিলাদের গতি যাতে থমকে না যেতে পারে তার দিকে লক্ষ্য রাখতে শুরু করে দিয়েছে ভারত সরকার। আমেরিকা, জার্মান, ফ্রান্সের মহিলারা খেলাধুলা থেকে শুরু করে বিজ্ঞান চর্চার খ্যাতি লাভ করতে শুরু করেছে। এমনকী ইজরায়েল মহিলারাও সেনা বিভাগের নাম লিখিয়ে শত্রু দেশের সঙ্গে দক্ষতার সঙ্গে লড়াই করতে সক্ষম। ভারতেও মহিলাদের বোমারু বিমান চালনা করার ক্ষমতা দিয়েছে। এখন ভারতীয় বায়ু সেনা বিভাগ থেকে শুরু করে স্থলপথ সেনায় মহিলারা অংশ গ্রহণ করছে। কম্যাণ্ডার হচ্ছে। কেউ কেউ আবার কর্নেল হচ্ছে। ফলে মহিলারা ক্রমশ সামনের দিকে এগিয়ে চলতে শুরু করেছে। দেশের উন্নতির দায়ভার তারা গ্রহণ করতে শুরু করেছে। পুরুষ এবং দক্ষ মহিলারা সমান তাতে পা ফেলে ভারতকে মহান করার ব্রত গ্রহণ করেছে।

ডেঙ্গু আক্রান্ত নাবালকের মৃত্যু, হাসপাতালের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ পরিবারের

দুরন্ত বার্তা, দমদম, ৯ সেপ্টেম্বরঃ জ্বর হয়েছিল। রক্ত পরীক্ষায় ডেঙ্গু ধরা পড়ে। নিয়ে যাওয়া হয়েছিল দক্ষিণ দমদম পৌর হাসপাতালে। সেখান থেকে আরও দুই হাসপাতালে। তারপর মৃত্যু হয় সৃজন সাহা নামে বছর এগারোর ওই নাবালকের। তার মৃত্যুতে দক্ষিণ দমদম পৌর হাসপাতালের বিরুদ্ধে পরিষেবা না দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। মৃতের পরিজনদের অভিযোগ, হাসপাতালে পরিষেবা দেওয়া হয়নি। মৃতের পরিবারের অভিযোগ খারিজ করে দক্ষিণ দমদম পৌরসভা জানিয়েছে, ভর্তি করা হলেও প্রয়োজনে অন্য হাসপাতালে রেফার করা হতে পারে, এ কথা শুনেই নাবালককে ভর্তি করেনি পরিবার। দক্ষিণ দমদম পৌরসভার ২৭ নম্বর ওয়ার্ডের শ্যামনগর দাস ভিলা এলাকায় বাড়ি সৃজনের। ক্লাস ফাইভে পড়ত সে। পরিবারের বক্তব্য, তাদের সন্তানের জ্বর হয়েছিল। বৃহস্পতিবার রক্তের নমুনা পরীক্ষায় ডেঙ্গু ধরা পড়ে। এরপর শুক্রবার সকালেই দক্ষিণ দমদম পৌর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় তাকে। পরিবারের অভিযোগ, শুক্রবার দক্ষিণ দমদম পৌর হাসপাতালে নিয়ে গেলেও সেখানে কোনওরকম চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া হয়নি। উল্টে পরিষেবা দিতে পারবেন না জানিয়ে সৃজনকে অন্যত্র ভর্তি করার পরামর্শ দেওয়া হয়। এরপরই ওইদিন সৃজনের পরিবার তাদের সন্তানকে নিয়ে বেলেঘাটা আইডি হাসপাতালে যায়। কিন্তু সেখানেও চিকিৎসা পরিষেবা ঠিকমতো দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। তাদের অভিযোগ, বেলেঘাটা আইডিতে সামান্য স্যালাইনটুকু দেওয়া হয়নি। আইডি-তে থাকাকালীন প্লেটলেট দেড় লক্ষ থেকে ৪০ হাজার নেমে যায়। ওইদিন ভোর রাতে নাবালকের অবস্থা আরও খারাপ হয়ে যায়। এরপরে শনিবার সকালে ইএম বাইপাসের ধারে একটি বেসরকারি হাসপাতালে সৃজনকে ভর্তি করা হয়। ওইদিন বিকেলে পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রের মৃত্যু হয়। সৃজনের মাসির অভিযোগ, ঠিকমতো পরিষেবা না পাওয়ায় সৃজনের মৃত্যু হয়েছে।

তিনি বলেন, ''চিকিৎসকদের আন্দোলনের জেরে ঠিকমতো পরিষেবা পাওয়া যায়নি।'' তাঁরাও চিকিৎসকদের অন্দোলনকে সমর্থন করেন। কিন্তু তাঁদের মত অসহায় মানুষের দিকে তাকানো উচিত। মুমূর্ষু রোগীদের পরিষেবা দেওয়া উচিত। মৃত ছাত্রের পরিবারের অভিযোগ, দক্ষিণ দমদম পৌর হাসপাতালে কোনওরকম পরিষেবা দেওয়া হয়নি। দু'বার করে তারা পৌর হাসপাতালে নিয়ে যায়। কিন্তু হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তাদের জানায়, তারা পরিষেবা দিতে পারবে না। তাদের পরিকাঠামো নেই। সৃজনের মায়ের দাবি, দক্ষিণ দমদম পৌরসভার পৌর হাসপাতালে পরিষেবা মেলেনি। তার সঙ্গে বেলেঘাটা আইডি-তে পরিষেবা না মেলায় তিনি সন্তানহারা হলেন। মৃতের পরিবারের অভিযোগ অস্বীকার করেন দক্ষিণ দমদম পৌরসভার চেয়ারম্যান ইন কাউন্সিল (স্বাস্থ্য) সঞ্জয় দাস। বলেন, ''ওই নাবালকের মৃত্যু দুঃখজনক। কিন্তু, অভিযোগ সত্যি নয়। ১ সেপ্টেম্বর নাবালকের জ্বর আসে। ২ তারিখ ডাক্তার দেখানো হয়। ৫ তারিখ রক্ত পরীক্ষা করানো হয়। আমাদের এখানে যখন আনা হয়েছিল, তখন তার গায়ে র‍্যাশ বেরিয়ে গিয়েছে। যেহেতু র‍্যাশ বেরিয়ে গিয়েছিল, সেজন্য ভর্তির সময় বলা হয়েছিল, যদি প্রয়োজন হয়, তখন রেফার করা হতে পারে। প্রেসক্রিপশন লেখা হয়ে গেছে। ভর্তির কথা লেখা হয়ে গেছে। তারপরও ওই নাবালকের পরিবার জানায়, তারা এখানে ভর্তি করাবে না। তখন বেলেঘাটা আইডি-তে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়। তারপর তারা বাচ্চাটিকে নিয়ে চলে যায়। ভর্তির সময় সব জায়গায় বলা হয়, প্রয়োজন পড়লে রেফার করা হতে পারে।''

সিপিএমের লালবাজার অভিযানে ধুন্ধুমার, ব্যারিকেডের উপরে লাল পতাকা, ধৃত ১৪

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ সেপ্টেম্বরঃ আরজিকর হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে। তারপরই এই হাসপাতালের দুর্নীতি সামনে এসেছে। এমনকী দুর্নীতির অভিযোগে প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষকে গ্রেফতার করেছে সিবিআই। এই আবহে আজ লালবাজার অভিযান করে সিপিএম। সেই অভিযান আটকে দেয় পুলিশ। ১৪ জন সিপিএম কর্মী-সমর্থককে গ্রেফতার করা হয়েছে। অবিলম্বে তাদের নিঃশর্ত মুক্তির দাবি জানিয়েছেন সিপিএম নেতা মহম্মদ সেলিম। মুক্তি না দিলে লালবাজারের সামনেই ধর্ণা কর্মসূচি শুরু হবে বলেও বার্তাও দিয়েছেন তিনি। এদিকে লালবাজার অভিযান নিয়ে তুমুল অশান্তি দেখা দেয়। পুলিশের সঙ্গে ধাক্কাধাক্কি। ব্যারিকেড টপকে ঢোকার চেষ্টা করে সিপিএমের কমরেডরা। এদিন পুলিশ কমিশনারের পদত্যাগ চেয়ে ধর্মতলায় লেলিন মূর্তি থেকে লালবাজার পর্যন্ত মিছিল করে সিপিএম। এই মিছিলে উপস্থিত ছিলেন সিপিএমের শীর্ষ নেতৃত্ব। মহম্মদ সেলিম, সূর্যকান্ত মিশ্র, সুজন চক্রবর্তী, দীপ্সিতা ধর এবং মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়। আরজি কর হাসপাতালে যে ঘটনা ঘটেছে তার পর একমাস কেটে গিয়েছে। জাস্টিস মেলেনি। ইতিমধ্যেই রাস্তায় উই ওয়ান্ট জাস্টিস স্লোগান তুলে প্রতিবাদ আন্দোলনে নেমে পড়েছেন জুনিয়র ডাক্তার থেকে শুরু করে নাগরিক সমাজ। এবার নামল সিপিএম। অন্যদিকে লালবাজারে ঢোকার আগেই ৯ ফুট উঁচু ব্যারিকেড লাগিয়ে দেয় পুলিশ। তখন সিপিএম কর্মীরা ব্যারিকেডের উপরে উঠে হাতে লাল পতাকা নিয়ে স্লোগান দেয়। ব্যারিকেডের উপরে প্ল্যাকার্ড লাগিয়ে চলতে থাকে স্লোগান। ব্যারিকেড ভাঙার চেষ্টা করা হয়। পুলিশের গার্ডরেল ভেঙে দিয়ে কড়া বার্তা দেওয়া হয়। পুলিশ জলকামান, কাঁদানে গ্যাস নিয়ে প্রস্তুত ছিল। ব্যারিকেডের সামনেই অবস্থানে বসেন মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়। তাঁর অভিযোগ, পুলিশ ১৪ জন কর্মীকে গ্রেফতার করেছে। তাঁদের যতক্ষণ না ছাড়া হবে, ততক্ষণ অবস্থান চলবে। যদিও কিছুক্ষণ পর পুলিশ তাদের ছেড়ে দেয়। কলকাতা পুলিশ লোহার বিশাল বড় ব্যারিকেড এনে রাস্তা আটকানো হয়। প্রচুর সংখ্যায় গার্ডরেল লাগানো হয় রাজপথে। আর কলকাতা পুলিশ মাথায় হেলমেট পরে, হাতে লাঠি নিয়ে তৈরি থাকে। সঙ্গে কাঁদানে গ্যাস, রাবার বুলেট ছিল। এই অভিযান যুদ্ধং দেহি হয়ে ওঠে। এরপর বড় ব্যারিকেড টপকে সিপিএম কর্মীরা যেতে চেষ্টা করেন। মিছিল বেন্টিংক স্ট্রিটে পুলিশ আটকে দেয়। কিন্তু লালবাজারেপৌঁছে যান সিপিএম নেতৃত্ব। পুলিশ কমিশনার অপসারণের দাবি-সহ পোস্টার লালবাজারের দেওয়ালে সেঁটে দেওয়া হয়। অন্যদিক থেকেই সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম বলেন, ''উনি অপরাধীদের দমন করার বদলে বাঁচানোর চেষ্টা করছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পুলিশ কমিশনারকে এই কারণেই রেখেছেন যাতে এখানে স্বর্গরাজ্য হয়।''

মহানন্দা নদীতে ডুবে মৃত্যু নবম শ্রেণীর ছাত্রের

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৯ সেপ্টেম্বর ঃ ষষ্ঠী পূজা দেখতে গিয়ে মর্মান্তিক পরিণতি। মহানন্দা নদীতে ডুবে মৃত্যু হল নবম শ্রেণীর এক ছাত্রের। মৃত ছাত্রের নাম পীযূষ দত্ত, বাড়ি পুরাতন মালদার মঙ্গলবাড়ী খইহাট্টা। জানা গেছে, সোমবার চাপরা ষষ্ঠী উপলক্ষ্যে বহু মানুষ পুরাতন মালদার মঙ্গলবাড়ী মহানন্দা ঘাটে পুজার জন্য সমবেত হয়েছিলেন। পুজার সময় মায়েদের সাথে ছিল পীযূষও। পীযূষ নবম শ্রেণীর ছাত্র, সঙ্গে ছিল তার দুই ভাইও। পুজার আচার-অনুষ্ঠান চলাকালীন তিন ভাই মিলে মহানন্দা নদীতে নামে। সেই সময় হঠাৎই পীযূষ তলিয়ে যায় নদীর গভীরে। এই দৃশ্য দেখে তার দুই ভাই চিৎকার শুরু করে। প্রায় ৩০ মিনিট পর খোঁজাখুঁজির পর পীযূষকে উদ্ধার করে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। তবে হাসপাতালে আনার পর চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় নেমে আসে শোকের ছায়া। পরিবারের লোকজন এবং স্থানীয়রা এই মর্মান্তিক ঘটনার পর ভেঙে পড়েছেন। পীযূষের আত্মীয় ছোটেন দাস জানিয়েছেন, পূজার আনন্দ মুহূর্তেই পরিণত হয়েছে বিষাদে। পরিবারের একমাত্র সন্তানকে এভাবে হারানোর যন্ত্রণা কোনভাবেই সহ্য করতে পারছেন না তারা। এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা গোটা এলাকাকে শোকে আচ্ছন্ন করে তুলেছে। প্রশাসনও ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখছে। এছাড়া এলাকার মানুষকে মহানন্দা নদীতে স্নানের সময় অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করার অনুরোধ জানানো হয়েছে।

NOTICE

My client "LAEB COLD STORAGE FACILITY LLP" (PAN NO. AAFFL4036B), having its office place at Vill-BIBIRAIT,P.O.-NARAYANPUR P.S. BHANGORE, DIST.-24 PARGANAS (S), Pin-743502 a LLP incorporated to Section 12 (1) of the Limited Liability Partnership Act, 2008, being LLP Identification No. AAO-2197, intend to purchase ALL THAT piece and parcel of the bastu land/property measuring more or less 12 (Twelve) Cottahs comprised in portion of C.S. Dag No. 240, under Mouza Topsia, Touzi No. 1298/2833, P.S. Tiljala, Kolkata 700 039, District 24 Parganas within the ambits of Kolkata Municipal Corporation, Ward No.66, adjacent to the Golam Jilani Khan Road (un-assessed) and ALL THAT piece and parcel of landed property measuring an area about 21 Cottahs more or less comprised in Premises No.4, Golam Jilani Khan Road, P.S. Tiljala, Kolkata-700039, South 24 Parganas, within the limits of the Kolkata Municipal Corporation, under Ward No.66, Being Assessee No. 21066070004, from NAJMA RAHAMAN, Wife of Motiur Rahaman, residing at - 65, Syed Amir Ali Avenue, First Floor, P.O. - Ballygunge, P.S. - Karaya, Kolkata - 700019, West Bengal, if anybody has/have any objection for the same please contact me in the undersigned e mail address within 15 days hereof.

Pranab Ray. Advocate
EMAIL:laebcsf@yahoo.com

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা আমার মক্কেল আনোয়ার মন্ডল, পিতা মৃত করিম মন্ডল, সাং- নন্দপাড়া, পোঃ- ত্রিমোহিনী, থানা- হিলি, জেলা- দক্ষিণ দিনাজপুর এর নির্দেশানুক্রমে সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, আমার উপরোক্ত নামীয় মক্কেল এর আধার কার্ডে (যাহার নং 8653 4883 5544) তাহার নাম যথাযথ ভাবে আনোয়ার মন্ডল, পিতা করিম মন্ডল উল্লেখিত রহিয়াছে [illegible] অপরদিকে তাহার নামীয় দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাধীন [illegible] মৌজার (জে.এল. ২১৩) ৩৪৭ নং এল.আর. খতিয়ানে তাহার নাম আনোয়ার হোসেন, পিতা আব্দুল করিম মন্ডল হিসাবে উল্লেখিত রহিয়াছে। উক্ত কারনে তিনি মাননীয় জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট (ফাস্ট ক্লাস), বালুরঘাট, দক্ষিণ দিনাজপুর এর নিকট হইতে উক্ত [illegible], তাং ১৯/০৬/২০২৪। [illegible] উপরোক্ত [illegible] নাম আনোয়ার মন্ডল, পিতা করিম মন্ডল হিসাবে [illegible] বিজ্ঞপ্তি জারি করা হইল। উক্ত বিষয়ে কাহারো কোনরূপ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৭ (সাত) দিনের মধ্যে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট যোগাযোগ করিবেন।

শ্রী যোগেশ পারখ, আইনজীবি,
দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা আদালত, বালুরঘাট
পোঃ ও থানা বালুরঘাট, জেলাঃ দক্ষিণ দিনাজপুর
পিন কোড ৭৩৩১০১
ফোন নং ৯০০২৫৬৭০৭৯

মধুচক্র বসানোর অভিযোগে ধৃত ১ মহিলা, উদ্ধার দুই নাবালিকা

দুরন্ত বার্তা, বহরমপুর, ৯ সেপ্টেম্বর ঃ গ্রাম থেকে নাবালিকাদের তুলে এনে মোটা টাকার লোভ দেখিয়ে তাদের দিয়ে মধুচক্র বসানোর অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে এক মহিলাকে। বলরামপুরে ওই মধুচক্রে আটক করা হয়েছে দুই নাবালিকাকেও। তাদের শারীরিক পরীক্ষার পর রবিবার রাতেই একটি হোমে পাঠানো হয় বলে জানিয়েছে পুলিশ। রবিবার সন্ধ্যায় গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে বলরামপুর এলাকায় অভিযান চালায় বহরমপুর থানার পুলিশ ও শিশু সুরক্ষা কমিটির সদস্যরা। সেখানে প্রধান অভিযুক্তের বাড়ি থেকেই তিন জনকে গ্রেফতার করা হয়। তবে অভিযুক্তের মদতে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায় এক যুবক। জানা গেছে, প্রধান অভিযুক্তের সহযোগী হিসেবে কাজ করতেন তিনি। তাঁর খোঁজে কাজ শুরু করেছে পুলিশ। এক পুলিসকর্তা বলেন, অভিযুক্ত মহিলাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এর আগেও বলরামপুরে অভিযান চালিয়ে মধুচক্র থেকে ৭ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। ওই এলাকার বেশ কয়েকটি চায়ের দোকান, কফি শপ, রেস্তোরাঁর আড়ালে অসামাজিক কারবার চলে। পুলিশ সেখানে বারবার অভিযান চালানোর কারণে এখন বাড়ির মধ্যেই বসছে মধুচক্রের আসর। ঘটনা জানাজানি হতেই এলাকায় উদ্বেগ ছড়িয়েছে।

আমরা আশা করছি ওনারা কাজে ফিরবেন। মুখ্যসচিব

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ সেপ্টেম্বর ঃ কর্মবিরতিতে থাকা চিকিৎসকদের কাজে যোগ দিতে বলেছে সুপ্রিম কোর্ট। মঙ্গলবার বিকাল ৫টার মধ্যে তাঁদের যোগ দিতে বলেছে প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ। সোমবার সাংবাদিক সম্মেলন করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও ডাক্তারদের কাজে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানান। এরপরই নবান্ন থেকে সাংবাদিক সম্মেলন করেন মুখ্যসচিব মনোজপন্থ, স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণস্বরূপ নিগম, ডিজি রাজীব কুমার, সিপি বিনীত গোয়েল, এডিজি সাউথ বেঙ্গল সুপ্রতীম সরকার ও আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ বলেন, ''সুপ্রিম কোর্ট যে কথা বলেছেন, মুখ্যমন্ত্রীও একই কথা বলেছেন। আমাদেরও একই অনুরোধ। সকলে কাজে যোগ দিন।'' মুখ্যসচিব জানান, হাসপাতালের পরিকাঠামোর উন্নয়নে ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। দ্রুততার সঙ্গে এই পরিষেবা মিলবে। তাঁদের লক্ষ্য, যাঁরা মানুষকে পরিষেবা দেন, সেই চিকিৎসকরা যেন প্রাপ্য পরিষেবা, নিরাপত্তা পান। হাসপাতালে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও বাড়ানো হচ্ছে বলেও জানান মনোজ পন্থ। প্রয়োজনে নিরাপত্তার দায়িত্বে যারা, তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। ডিজি রাজীব কুমারও নিরাপত্তার বিষয়টি নিয়ে বলেন। নিরাপত্তা প্রদানে তাঁদের দায়বদ্ধতার কথা মেনে নিয়েই রাজীব কুমার বলেন, ''পুলিশ বাহিনী প্রস্তুত চিকিৎসকদের নিরাপত্তা দিতে। নিরাপত্তার ব্যবস্থা জোরদার করার জন্য হাসপাতালের তরফ থেকে আমরা পরামর্শও নিচ্ছি। হাসপাতালের নিজস্ব সিকিউরিটির সঙ্গে কোঅর্ডিনেশন করে আমরা নিরাপত্তার ব্যবস্থা জোরদার করব।'' কিন্তু যদি মঙ্গলবার বিকাল ৫ টার মধ্যে জুনিয়র ডাক্তাররা কাজে না যোগ দেন, কী করবে নবান্ন? মনোজ পন্থের জবাব, ''এটা ধরে নিয়ে তো কোনও লাভ নেই। বরং আমরা বিশ্বাস করছি, ওনারাও আমাদেরই অংশ। আমরা চাই ওনারা কাজে ফিরে আসুন। আমরা আশা করছি ওনারা ফিরবেন।''

অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকাদের পক্ষ থেকে রাষ্ট্রীয় সু-পুষ্টি দিবস অনুষ্ঠিত

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৯ সেপ্টেম্বর ঃ বামনগোলা ব্লকের পাকুয়াহাট গ্রাম পঞ্চায়েত অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকাদের পক্ষ থেকে সোমবার রাষ্ট্রীয় সু-পুষ্টি দিবস অনুষ্ঠিত হলো। অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী অসহায় কাদের পক্ষ থেকে প্রথমে একটি শোভাযাত্রা শুরু হয়। গোটা পাকুয়াহাট পরিক্রমা করে। জায়তোন এলাকায় সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রে গিয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পালন করা হয় রাষ্ট্রীয় সু-পুষ্টি দিবস। বামনগোলা ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতে সু -পুষ্টি দিবস পালন করা হচ্ছে। এদিন এখানে ছোট ছোট শিশুদের বিভিন্ন নাচ- গান- আবৃত্তি সহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে গর্ভবতী মহিলাদের বিভিন্ন খাবার দিয়ে স্বাদ ছোট ছোট শিশুদের অন্নপ্রাশনের মধ্যে দিয়ে এই রাষ্ট্রীয় সু-পুষ্টি দিবস পালন করা হচ্ছে। এই অনুষ্ঠানের উপস্থিত ছিলেন বামনগোলার বিডিও মনোজিত রায়, সিডিপিও খোকন বৈদ্য, ব্লক করেছে বিভিন্ন আধিকারিক সহ সকল অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা। এই বিষয়ে বামনগোলা বিডিও মনোজিত রায় বলেন- আজ অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকাদের নিয়ে পাকুয়াহাট সহ বামনগোলা ব্লকে বিভিন্ন এলাকায় রাষ্ট্রীয় সু-পুষ্টি দিবস পালন করা হলো। এই পুষ্টি দিবস উপলক্ষ্যে সাধারণ মানুষকে বিভিন্ন ভাবে র‍্যালি ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষকে সচেতন পুষ্টি কি তা বোঝানো হলো।

BEFOUND MOVEMENT LIMITED
Formerly known as Regency Trust Limited
CIN: L27109WB1988PLC045119
Regd. Off.: Office: 39 RBC Road, Ground Floor,
Near Dum Dum Central Jail, Kolkata-700028, West Bengal
Website: www.regencytrust.co.in | **Tel. No.:** +91 8108892327

NOTICE TO MEMBERS

Notice is hereby given that, the 36th Annual General Meeting ("AGM") of the members of the company will be convened through Video Conferencing ("VC") / Other Audio- Visual Means ("OAVM") in compliance with applicable provisions of the Companies Act 2013 and the rules notified thereunder, read with General Circular No. 14/2020 dated 08.08.2020, Circular No.17/2020 dated 13.04.2020, Circular No. 20/2020 dated 05.05.2020, Circular No. 02/2021 dated 13.01.2021, Circular No. 2/2022 dated 05.05.2022, Circular No. 3/2022 dated 05.05.2022, Circular No. 10/2022 and Circular No. 11/2022 dated 28.12.2022, Circular No. 09/2023 dated 25.09.2023 and Pursuant to the Circular issued by Securities & Exchange Board of India ('SEBI Circular'), Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD/1/CIR/P/2020/79 dated 12.05.2020, Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated 13.05. 2022, Circular No. SEBI/HO/CFD/ PoD-2/CIR/2023/4 dated 05.01.2023 and Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated 07.10.2023 and all other relevant circulars issued from time to time.

The 36th AGM of the Company will be held on Monday, September 30, 2024 at 09.00 A.M. (IST), through VC/OAVM facility provided by Purva Sharegistry (India) Pvt. Ltd. ("Purva"), Register and Transfer Agent of the company, to transact the business as set out in the Notice convening the AGM. The member can attend and participate in the AGM only through VC/OAVM as no provision has been made to attend the AGM in person. The attendance through VC/OAVM will be counted for the purpose of reckoning the quorum for the AGM.

In compliance with the MCA and SEBI Circular(s), the notice setting out the business to be transacted at the AGM together with the Annual Report of the company for the year 2023-24 will be sent electronically to those members whose email address is registered with the company/ Depository participant(s). **No physical copies of the notice and the Annual Report would be sent to any member.**

The Notice of the AGM and the Annual Report will also be available on the Company's website at www.regencytrust.co.in and on the website of Stock Exchange i.e BSE Limited at www.bseindia.com

Manner of registering / updating email address for receiving the documents pertaining to 36th AGM

Members may send an e-email request addressed to rtltd2011@gmail.com and support@purvashare.com along with scanned copy of the request letter duly signed by the first shareholder, providing the email address, mobile number, self – attested copy of PAN and Client Master copy in case shares are held in electronic form or copy of the share certificate in case shares are held in physical form, to enable Purva to register their address and to provide them the Notice, Annual report and the e-voting instructions along with the user ID and Password.

Kindly note that in case the shares are held in electronic form, the above facility is only for temporary registration of email address for receipt of the Notice, Annual Report and the e-voting instructions along with the user ID and Password. Such members will have to register their email address with their Depository Participants permanently, so that all communications are received by them in electronic form.

Manner of casting vote(s) through e-voting

Members will have an opportunity to cast their vote(s) on the business as set out in the Notice of the AGM through remote e-voting facility ("remote e-voting"). The facility for e-voting will also be made available during the AGM to those members who could not cast their vote(s) by remote e-voting. The detailed procedure for e-voting before as well as during the AGM will be provided in the Notice of the AGM.

Members who do not receive email or whose email address is not registered with the Company/ Depository Participant(s), may generate login credentials by following instructions given in the Notice of AGM. The same login credentials can also be used for attending the AGM through VC/OAVM.

Members are requested to carefully read all the notes set out in the Notice of the AGM and in particular, instructions for joining the AGM and manner of casting votes through e-voting.

In compliance with provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 and the rules made there under, as amended, read with SEBI (LODR) Regulations, 2015. The details of e-voting are as under:

1. Date of Dispatch of Notice - September 6, 2024.
2. The e-voting period begins on Friday, September 27, 2024 at 10.00 a.m. and ends on Sunday, September 29, 2024 at 5.00 p.m. During this period, shareholders of the Company holding shares as on the cut-off date i.e. Monday, September 23, 2024, may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter.
3. Any person who becomes member of the company after the cut-off date may apply for e-voting login id password as per procedure given in the ballot form which is available on www.regencytrust.co.in and www.bseindia.com.
4. The result of the e-voting shall be declared by the director of the company on October 3, 2024.
5. Members who have cast their vote by e-voting may attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again.
6. Members who have not cast their vote through e-voting can vote in the meeting.
7. Members may contact Mr. Rajesh Kapoor, Managing Director and CFO, on 91 8108892327 emails at rtltd2011@gmail.com for any grievances relating to e-voting.
8. The Board of Directors appointed M/s. MNB & LLP, Practicing Company Secretaries as Scrutinizer to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner. The results will be declared on Thursday, October 3, 2024.

Notice is also hereby given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and SEBI (LODR) Regulation that the Register of Members of the Company will be closed September 24, 2024 to September 26, 2024 for the purpose of AGM.

For Befound Movement Limited
(Formerly known as Regency Trust Limited)
Sd/-
Rajesh Kapoor
Managing Director
DIN: 02757121

Place : Mumbai
Date : September 06, 2024

চোর সন্দেহে ২ যুবককে বেধড়ক মার সিআইএসএফের! মৃত ১

দুরন্ত বার্তা, আসানসোল, ৯ সেপ্টেম্বর ঃ চোর সন্দেহে বেধড়ক মারধর করল কেন্দ্রীয় বাহিনী। তার জেরেই মৃত্যু হল এক যুবকের। অন্যজন গুরুতর আহত। এমনই অভিযোগ উঠছে সিআইএসএফের বিরুদ্ধে। আসানসোলের কুলটির ঘটনা। অভিযোগ, ওই ২ যুবক-সহ আরও কয়েকজন চুরি করতে কুলটির সেল গ্রোথ কারখানায় ঢুকেছিল। আহত এক যুবকের এমনটাই দাবি। চুরি করতে ঢুকে তারা ধরা পড়ে যায় সিআইএসএফের হাতে। বাকিরা পালিয়ে যায়। এরপরই তাদের বেধড়ক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। শুধু তাই নয় রাতে তাদের মারধর করে কারখানার বাইরে ফেলে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। সোমবার সকালে ওই দুজনকে পড়ে থাকতে দেখে পুলিসে খবর দেয় স্থানীয় মানুষজন। পুলিস এসে ওই দুজনকে আসানসোল জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায়। হাসপাতালে একজনকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। দুজনের মধ্যে মৃত বিকি রবিদাসের পরিবারের দাবি, বিকি ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারিয়েছে। অন্যজন জেলা হাসপাতালে ভর্তি। ঘটনার প্রতিবাদে সেল গ্রোথ কারখানার গেটের সামনে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয় মানুষজন। তাদের দাবি, ওই দুজন যখন ধরাই পড়েছিল তখন তাদের পুলিসের হাতে তুলবে দেওয়া যেত তা না করে কেন এভাবে মারধর করা হল। বিক্ষোভের খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে ছুটে আসে কুলটি থানার বিশাল পুলিস বাহিনী।

উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৯ সেপ্টেম্বর ঃ কলেজ ও হাসপাতাল চত্বরকে জঞ্জাল মুক্ত করতে ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের মধ্য দিয়ে শুরু হল সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পের প্রথম ধাপের কাজ। সোমবার এই কাজের প্রকল্পের কাজের সূচনা করেন মেডিকেল কলেজের হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান তথা শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব ও মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ। গৌতম দেব জানান, মেডিকেল কলেজে ও হাসপাতাল চত্বরে আনাচে-কানাচে আবর্জনা স্তূপ জমা হয়ে থাকে। ক্লিনিক্যাল আবর্জনা গুলি একটি বেসরকারি কোম্পানি দ্বারা অপসারণ করা হলেও অন্যান্য আবর্জনা হাসপাতাল চত্বরে পড়ে থেকে পরিবেশকে দূষিত করে। সেই দিক বিবেচনা করে হাসপাতালের আবর্জনাকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল চত্বরে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট - এর প্রকল্পের মধ্য দিয়ে সেগুলোকে অন্য রূপ দেওয়া হবে। তিনি জানান এই প্রকল্পে প্রথম ধাপে ৪০ লক্ষ টাকা ও দ্বিতীয় ধাপে প্রায় ৪২ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হবে।

বন দফতরের খাঁচা ভেঙে পালালো চিতা, জখম চা বাগানের চৌকিদার

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৯ সেপ্টেম্বর ঃ বন দফতরের খাঁচা ভেঙে পালালো চিতা, জখম চা বাগানের চৌকিদার। সোমবার ঘটনাটি ঘটেছে জলপাইগুড়ির বানারহাট ব্লকের আমবাড়ি চা বাগানে। জানা গেছে, বেশ কিছুদিন ধরে আমবাড়ি চা বাগানে চিতাবাঘের উপদ্রব লক্ষ্য করা যাচ্ছিল। প্রায় এক সপ্তাহ আগে আমবাড়ি চা বাগানের ১৬ / ১৭ নম্বর সেকসনে খাঁচা পাতে বনদফতর। সেই খাঁচাতেই সোমবার সকালে ধরা পড়ে চিতাবাঘ। খবর চাউর হতেই চিতাবাঘ দেখতে প্রচুর উৎসাহী মানুষ খাঁচার সামনে জড়ো হয়। মানুষের ভিড় দেখে খাঁচার ভেতর ছোটাছুটি করতে থাকে চিতাবাঘটি। খাঁচাটি দুর্বল থাকায় আচমকা খাঁচার দরজা ভেঙে চিতাবাঘটি বাইরে বেড়িয়ে আসে। বেড়ানোর সময় সামনে দাঁড়িয়ে থাকা চা বাগানের এক চৌকিদারকে জখম করে। জখম চৌকিদারের নাম চঞ্চল দাস। তড়িঘড়ি তাকে উদ্ধার করে প্রথমে আমবাড়ি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয় । পরবর্তীতে তাকে বানারহাট হাসপাতাল থেকে বীরপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বন দফতরের কর্মীরা। ঘটনায় নতুন করে আতঙ্ক ছড়িয়েছে চা বাগানে।

E-TENDER NOTICE

Chairperson, Board of Councilors, Dankuni Municipality, invites Tender for Repairing of Road protecting wall with U.C. Bullah Pilling in Ward No-07, Construction of Cement Concrete Road & Surface Drain & Sidewall in Ward No-01, Construction of Surface Drain in Ward No-09, Road Side Protection wall in Ward No-20, Cement Concrete Road & Surface Drain & Sidewall in Ward No-21, Immersion Ghat in Ward No 03, Road side Protecting Wall U.C. Bullah Pilling & Repairing in Ward No-02 under Dankuni Municipality for **E-N.I.T No-WBMAD/ DKM/CP/e-NIT-69,70,71,72,73,74 & 75/2024-25**, Bid submission closing date (online)- **18/09/2024**. Details may be seen from **www.wbtenders.gov.in.** the official website of e-tender.

Sd/- Chairperson
Dankuni Municipality

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engr. (Electrical)/Ltg/Z-IV/Br-XII, KMC** invites e-tender online two part bid system for the following work:
NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/93/24-25
Name of work : **Temporary lighting arrangement at different Immersion Ghats for Durga Puja & Kali Puja under Borough-XII**. Estimated Amount: **Rs. 3,72,240.00**. Earnest Money: **Rs. 7,500.00**. Period of Completion: **06 Days**. Last date and time of completion of bid: **21.09.2024** up to **3 p.m**. The bid forms and other details are available on and from **10.09.2024 at 2 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Director General (S&D), KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works:
1. NIT No. : S_D/S-I/XV/140/42/24-25
Name of work : **Removal of silt, floating materials etc. from 4 No. Bundh Khal Nikashi Drain in Ward 140 under Br.-XV**. Estimated Cost (Including CESS): **Rs. 4,71,689.85**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **90 Days**.
2. NIT No. : S_D/S-I/XV/139/26/24-25
Name of work : **Removal of silt from Haziratan Nikashi Drain in Ward 139 under Br.-XV**. Estimated Cost (Including CESS): **Rs. 4,98,708.99**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **90 Days**.
3. NIT No. : S_D/S-I/XV/140/46/24-25
Name of work : **Chockage clearance from Hogla Para area sewer line in Ward 140 under Br.-XV**. Estimated Cost (Including CESS): **Rs. 4,06,039.83**. Earnest Money: **Rs. 8,500.00**. Period of Completion: **90 Days**. Bid submission start date (online) : **10.09.2024** at **2 p.m.** (for sl. no. 1 to 3). Last date and time of submission of bid (online): **18.09.2024** up to **2 p.m.** (for sl. no. 1 to 3). The bid documents and other details are available on and from **10.09.2024** at **2 p.m.** (for sl. no. 1 to 3) from the website **https://etender.wb.nic.in** (for sl. no. 1 to 3).

The **Dy. C.E(E) (S&D), KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:
1. NIT No. : KMC/GRBU/HJ-01/24-25 (1st call)
Name of the work : **Mfg. supply & installation of M.S chequered plates at VCB & Transformer room, repairing the gate shutter along with other allied works of Trenching Ground LS under GRBU/S&D**. Estimated Cost: **Rs. 1,92,223.00**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of Completion: **15 Days**. Last date and time of submission of bid: **23.09.2024** at **5 p.m**.
2. NIT No. : KMC/BDPS/CPT/P6/24-25 (1st call)
Name of the work : **Checking & cleaning of submersible pumps and lifting of floating foreign materials from sump and screen chamber periodically for six months at CPT Canal DPS under BDPS**. Estimated Cost: **Rs. 1,63,984.00**. Earnest Money: **Rs. 3,300.00**. Period of Completion: **184 Days**. Last date and time of submission of bid: **20.09.2024** up to **2 p.m**.
3. NIT No. : KMC/S_D/DLPS/J/1/24-25 (1st call)
Name of work : **Uprooting and removing the jangles, shrubs, plants etc. around labour staff quarter, office building, pump house and open yard with cleaning of water body within the premises of DLPS**. Estimated Amount: **Rs. 1,98,521.00**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of Completion: **90 Days**. Last date and time of submission of bid: **19.09.2024** at **5 p.m**. The bid forms and other details are available on and from **10.09.2024** at **5 p.m.** (for sl. no. 1 to 3) from the website **https://etender.wb.nic.in** (for sl. no. 1) & **https://wbtenders.gov.in** (for sl. no. 2) and **https:// etender.wb.nic.in**. For corrigendum etc, if any, the same website has to be seen (for sl. no. 3).

The **Executive Engineer (E)/LTG/Z-I, KMC** invites e-tender online percentage bid system for the following works:
1. NIT No. : LTG/158/MKT/Z-1/BR-III/24-25
Name of work : **Operation and maintenance of electrical installation like H.T. Breaker, A.C.B. diff. Electrical Panels, Water Supply Pump etc at Kankurgachi Municipal Market at P-187, C.I.T. Sch. VI-M, Kol-54, KMC**. Estimated Amount: **Rs. 4,89,324.00**. Earnest Money: **Rs. 9,800.00**. Period of Completion: **365 Days**. Last date & time of submission of bid: **24.09.2024** at **1 p.m**.
2. NIT No. : LTG/143/WD-10/BR-II/Z-I/24-25
Name of work : **Installation lighting system by decorative fittings in median strip at Bhupen Bose Avenue in Ward No.-10**. Estimated Amount: **Rs. 4,96,329.42**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **30 Days**. Last date of submission of bid: **20.09.2024** at **3 p.m**.
3. NIT No. : LTG/200/INST/BR-III/Z-I/24-25
Name of work : **Operation & maintenance of 40 KVA diesel generator set at Br-III, Narkeldanga Treasury Office under KMC**. Estimated Amount: **Rs. 1,49,024.49**. Earnest Money: **Rs. 3,000.00**. Period of Completion: **300 Days**. Last date & time of submission of bid: **20.09.2024** at **1 p.m**. The bid forms and other details are available on and from **10.09.2024** at **5 p.m.** (for sl. no. 1 to 3) from the website **https://etender.wb.nic.in** (for sl. no. 1 to 3).

The **Executive Engineer (Electrical)/LTG/Z-II, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works:
1. NIT No. : LTG/76/44/V/Z-II/24-25
Name of the work : **Temporary lighting arrangement for occasion of different festival purpose in Ward No.-44**. Estimate Amount: **Rs. 1,09,120.00**. Earnest Money: **Rs. 2,500.00**. Period of Completion: **04 Days**. Last date and time of submission of bid: **17.09.2024** up to **12 noon**.
2. NIT No. : KMC/LTG/43/WD27/IV/ZII/24-25
Name of the work : **Improvement of lighting arrangement at Raja Ram Mohan Roy Sarani and different other streets in WD-27, Br-IV**. Estimate Amount: **Rs. 4,98,782.00**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **30 Days**. Last date and time of submission of bid(online): **24.09.2024** up to **2 p.m**. The bid forms and other details are available on and from **10.09.2024** at **6 p.m.** (for sl. no. 1) / **11.09.2024** at **2 p.m.** (for sl. no. 2) from the website **https://etender.wb.nic.in** (for sl. no. 1 & 2).

The **Director General (Bustee), KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:
1. NIT No. : KMC/EEBS/HQ/VII/58/01/24-25/058
Name of work : **Repairing of sanitary latrine at different places of 25, 26 Pulin Khatik Road, D.C. Dey Road Bustee and its surrounding area in Ward 58**. Estimate Amount (Incl. GST & LWC): **Rs. 3,97,857.03**. Earnest Money: **Rs. 8,000.00**. Period of Completion: **30 Days**.
2. NIT No. : KMC/EEBS/HQ/VII/56/06/24-25/056
Name of work : **Development of bustee passage at different places of Bhagaban Das Colony and its surrounding area in Ward 56**. Estimate Amount (Incl. GST & LWC): **Rs. 3,93,087.64**. Earnest Money: **Rs. 8,000.00**. Period of Completion: **180 Days**.
3. NIT No. : KMC/EEBS/HQ/VII/56/03/24-25/054
Name of work : **Repairing of sanitary latrine at different places of Kamardanga Bustee, Bibibagan Bustee and its surrounding area in Ward 56**. Estimate Amount (Incl. GST & LWC): **Rs. 3,85,585.67**. Earnest Money: **Rs. 8,000.00**. Period of Completion: **180 Days**.
4. NIT No. : KMC/EEBS/HQ/VII/57/02/24-25/057
Name of work : **Repairing of bathing platfrom at different places of Mathurbabu Lane, South Sealdah Bustee and its surrounding area in Ward 57**. Estimate Amount (Incl. GST & LWC): **Rs. 4,35,931.77**. Earnest Money: **Rs. 9,000.00**. Period of Completion: **180 Days**.
5. NIT No. : KMC/EEBS/HQ/VIII/69/01/2024-25/BUSTEE/65 (1st call)
Name of work : **Construction of sanitary latrine at Deodar Street, Beltala Road and Beckbagan Row in Ward No. 69 under Br-VIII**. Estimate Amount (Incl. GST & LWC): **Rs. 3,40,750.99**. Earnest Money: **Rs. 7,000.00**. Period of Completion: **180 Days**. Last date and time of submission of bid: **19.09.2024** up to **11 a.m.** (for sl. no. 1 to 5). Bid opening date and time for technical proposals: **21.09.2024** at **11 a.m.** (for sl. no. 1 to 5). The bid forms and other details are available on and from **10.09.2024** at **11 a.m.** (for sl. no. 1 to 4) & **11.09.2024** at **11 a.m.** (for sl. no. 5) from the website **http://wbtenders.gov.in / https:// www.kmc.gov.in** (for sl. no. 1 to 5).

555/24-25

বিজ্ঞান - পরিবেশ

মঙ্গল গ্রহে খনিজ পদার্থ আছে কী নেই, জানতে বিজ্ঞানীদের সহায়তা করছে এআই

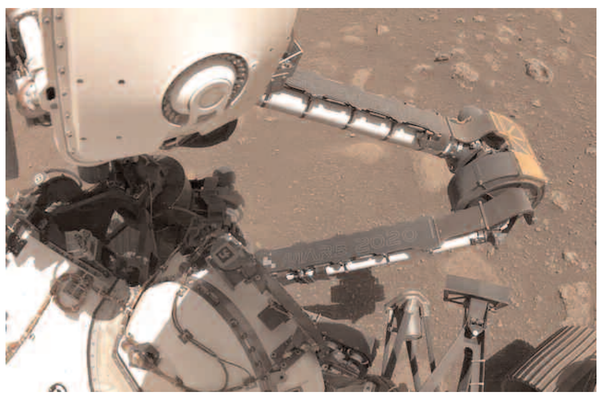

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্রযুক্তি বর্তমানে প্রায় সব ক্ষেত্রেই ভূমিকা রাখতে শুরু করেছে। এবার পৃথিবীর গণ্ডি পেরিয়ে মঙ্গল গ্রহের শিলাতে খনিজ পদার্থ আছে কী নেই, তা জানতে বিজ্ঞানীদের সহায়তা করছে এআই প্রযুক্তি। মঙ্গল বুকে গবেষণার জন্য ব্যবহৃত 'পারসিভারেন্স রোভার' এর সংগ্রহ করা পাথর পর্যালোচনা করে সেখানে খনিজের তথ্য সংগ্রহ করছে এআই।

শিলা গঠনের তথ্য তাৎক্ষণিকভাবে বিশ্লেষণের জন্য মঙ্গল বুকে প্রথমবারের মতো এআই ব্যবহার করছে পার্সিভিয়ারেন্স রোভার। মানুষের সহায়তা ছাড়াই এআই তাৎক্ষণিকভাবে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নিতে বেশ দক্ষও হয়ে উঠেছে। যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসার গবেষক আবিগেইল অলউডেল বলেন, আমরা এআই ব্যবহার করছি। এআইয়ের মাধ্যমে রোভার স্বয়ংক্রিয়ভাবে খনিজ শনাক্ত করতে পারছে। ফলে মানুষের সহায়তার প্রয়োজন নেই। মঙ্গল গ্রহে এআইয়ের আরও ব্যবহারের কথা জানিয়েছে নাসা। মঙ্গল গ্রহে পার্সিভিয়ারেন্স রোভার থেকে প্রায় ২ হাজার ৩০০ মাইল দূরে আরেকটি রোভার ঘুরছে। কিউরিওসিটি রোভারেও এআই ব্যবহার করা হচ্ছে। এআই কিউরিওসিটি রোভারকে শিলার আকৃতি ও রঙের ওপর ভিত্তি লেজারের সাহায্যে বিশ্লেষণ করে শিলার রাসায়নিক গঠন সংগ্রহণ করছে। নাসার তথ্যমতে, 'এআই ব্যবহার করে পৃথিবী থেকে নির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা ছাড়াই চলতে পারছে দুটি রোভার। রোভার দুটিকে এখনো শত শত আলাদা কমান্ড কয়েক ডজন প্রকৌশলী ও বিজ্ঞানী পৃথিবী থেকে প্রেরণ করে। ভবিষ্যতে এআইয়ের আরও বেশি ব্যবহার রোভার মিশন পরিচালনায় কম সময়ে বেশি কাজের সুযোগ তৈরি করবে। এ বিষয়ে গবেষক পিটার লসন বলেন, এআই ব্যবহার করে বিজ্ঞানীরা তথ্যের খড়ের স্তুপের মধ্যে সুই খুঁজে পাচ্ছেন। এআই আমাদের আরও দ্রুত তথ্য সংগ্রহ করতে সহায়তা করছে।'মঙ্গল গ্রহে খনিজ পদার্থের সন্ধানে এআই প্রযুক্তি ব্যবহারের বিষয়ে বিজ্ঞানী ডেভিড থম্পসন বলেন, 'মঙ্গল গ্রহে এআই পরীক্ষা করার জন্য একটি দুর্দান্ত জায়গা। সেখানে আমাদের প্রতিদিন নিয়মিত যোগাযোগ হচ্ছে।' এআইনির্ভর বিভিন্ন প্রযুক্তি ভবিষ্যতে মঙ্গল গ্রহসহ অন্য গ্রহের তথ্য সংগ্রহে আরও সুবিধাজনক উপায় বের করবে বলে আশা করছেন বিজ্ঞানীরা।

চাঁদের সি অব ট্রাঙ্কুয়ালিটি নামক স্থানে গুহার সন্ধান পাওয়া গেছে

'দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া', কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতাই সত্য হলো আবার। পৃথিবী থেকে বহু দূরে থাকা গ্রহ-নক্ষত্রের খুঁটিনাটি তথ্য দীর্ঘদিন ধরেই জানার চেষ্টা করছেন বিজ্ঞানীরা। সেখানে পৃথিবীর খুব কাছে থাকা চাঁদের অনেক রহস্যই এখনো আমাদের অজানা রয়ে গেছে। সম্প্রতি ইতালির একদল বিজ্ঞানী চাঁদে একটি গুহার খোঁজ পেয়েছেন। এই গুহা ভবিষ্যতে মহাকাশচারীদের হোটেল হিসেবে ব্যবহার করা যাবে বলেও ধারণা করছেন তাঁরা। ৫৫ বছর আগে চাঁদে যাওয়া অ্যাপোলো ১১ নভোযানের অবতরণ স্থলের ৪০০ কিলোমিটার দূরে সি অব ট্রাঙ্কুয়ালিটি নামক স্থানে গুহাটির সন্ধান পাওয়া গেছে। আকারে বেশ বড় হওয়ায় মহাকাশচারীরা সহজেই সেখানে থাকতে পারবেন। চাঁদে বড় গুহার খোঁজ পাওয়ার বিষয়ে ইতালির ট্রেন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী লিওনার্দো কেরার ও লরেঞ্জো ব্রুজজোন জানিয়েছেন, চাঁদের বুকে থাকা গুহার তথ্য ৫০ বছরের বেশি সময় ধরে অজানা রয়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত এর অস্তিত্ব প্রমাণ করতে পারা বেশ উত্তেজনাপূর্ণ। নেচার অ্যাস্ট্রোনমি জার্নালে চাঁদে থাকা গুহা সম্পর্কে একটি গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, নাসার লুনার রিকনেসেন্স অরবিটারের রাডার ব্যবহার করে এই গুহার খোঁজ মিলেছে। বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, রাডার থেকে পাওয়া ভূগর্ভস্থ গহ্বরের প্রাথমিক অংশের তথ্য জানা যাচ্ছে। এটি ৪০ থেকে ১০ হাজার মিটার পর্যন্ত লম্বা হতে পারে।

বিজ্ঞানীদের দাবি, চাঁদে শত শত গর্ত ও হাজার হাজার লাভা টিউব থাকতে পারে। আগ্নেয়গিরি থেকে লাভা উদ্‌গিরণের পরে যে পথে লাভার স্রোত এগিয়ে যায়, সেখানে টিউব বা গুহার মতো পথ তৈরি হয়। এ ধরনের গুহা ও গর্ত মহাকাশ চারীদের জন্য প্রাকৃতিক আশ্রয় হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। এর ফলে নভোচারীরা সহজেই মহাজাগতিক রশ্মি, সৌর বিকিরণ ও মাইক্রোমেটিওরাইট স্ট্রাইক বা গ্রহাণুর আক্রমণের হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারবেন।

সবজি বাজারে উবে যাচ্ছে আলু, চিন্তায় বিক্রেতারা

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ২২ জানুয়ারিঃ সিঙ্গুরে মিললেও ডানকুনির সবজি বাজারে উবে যাচ্ছে আলু, চিন্তায় বিক্রেতারা। দোকান বন্ধ করে দেওয়ার মত অবস্থা বলে দাবি ডানকুনির সবজি বিক্রেতাদের। সোমবার থেকে কর্মবিরতির ডাক দিয়েছে প্রগতিশীল আলু ব্যাবসায়ী, সারা রাজ্যে প্রায় ৮০ হাজার ব্যবসায়ী এই কর্মবিরতি তে সামিল হয়েছেন। পাশপাশি প্রগতিশীল আলু ব্যবসায়ী সমিতির পাশে দাঁড়িয়েছে রাজ্যের ৫০০ টি হিমঘর। মূলত কোনো নির্দেশিকা ছাড়াই ভিন রাজ্যে আলু যেতে পরোক্ষ ভাবে বাঁধা দিচ্ছে রাজ্য এই অভিযোগে কর্মবিরতি ডাক দিয়েছে প্রগতিশীল আলু ব্যবসায়ী সমিতি। মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা। অন্যদিকে রাজ্যের বিভিন্ন বাজারে কমতে শুরু করেছে আলুর যোগান সেখানে ডানকুনির সবজি বাজারেও উধাও হয়ে গেছে আলু। অন্যদিকে সিঙ্গুর রতন পুরে আলুর আরোত গুলি থেকে বিভিন্ন বাজারে পাঠানো হচ্ছে আলু। সিঙ্গুর ও হরিপালের বেশ কয়েকটি হিমঘর খোলা রাখা হয়েছে এবং আলু বের করা হচ্ছে বলে জানা গেছে। সিঙ্গুর রতনপুর আলু ব্যবসায়ী সমিতির সহ সম্পাদক প্রহ্লাদ মন্ডল জানিয়েছেন, প্রগতিশীল আলু ব্যবসায়ী সমিতি যে ইস্যুতে কর্মবিরতি ডেকেছে আমরা তাকে সমর্থন করি। কিন্তু সাধারণ মানুষের কথা ভেবে আমরা বাজার খোলা রেখেছি না হলে আলুর দাম আগুন হয়ে যাবে। সরকারের উচিত বিষয়টিতে হস্তক্ষেপ করে সমস্যার সমাধান করা এবং যে ট্রাকগুলি আটকে আছে তাদের ছেড়ে দেয়ার ব্যবস্থা করা ।

আলু ব্যবসায়ীদের ডাকা কর্মবিরতির জের সোমবার সকাল থেকে হিমঘর খোলা থাকলেও আলু বের হচ্ছে না হিমঘর থেকে। হিমঘর থেকে আলু বের না হলে বাজারে ব্যাপক হারে যোগান কমেছে সোমবার থেকে। হিমঘর থেকে শনিবার যে আলু বের করা হয়েছিল তা বাজারে প্রায় শেষের দিকে। অর্থাৎ সোমবার থেকে বেশির ভাগ বাজারে দেখা মিলছে না আলু , যেটুকু মজুদ আছে তার দাম হবে আকাশ ছোঁয়া।

রাজ্যে গড়ে প্রতিদিন প্রায় ১৫ থেকে ২০ হাজার মেট্রিক টন আলুর প্রয়োজন পড়ে খাওয়ার জন্য। সোমবার থেকে হিম ঘর থেকে আলু বের না হওয়ার কারণে বাজারে আলু যে অকাল বাড়বে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

রাস্তার বেহাল অবস্থা

দুরন্ত বার্তা, কালনা, ২২ জুলাইঃ কালনা ২ নম্বর ব্লকের পিন্ডিরা পঞ্চায়েতের পাথরঘাটা থেকে পাহারপুর পর্যন্ত ঢালাই রাস্তার বেহাল অবস্থা। সোমবার দুপুর সাড়ে তিনটা থেকে সাড়ে চারটে পর্যন্ত ঢালাই রাস্তার দাবিতে পঞ্চায়েতের সামনে পথ অবরোধ করে টায়ার জ্বালিয়ে গ্রামবাসীদের বিক্ষোভ। কালনার দুনম্বর ব্লকের পিন্ডিরা পঞ্চায়েতের সামনে ঘটা ঘটনার পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনার স্থলে কালনা থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। এর পরবর্তী সময়ে এলাকাবাসীরা পঞ্চায়েতে ডেপুটেশন দেন। দীর্ঘ ১৫ বছর ধরে রাস্তার কোনো রকম উন্নতি নেই চলাচলের অযোগ্য। ওই রাস্তায় দিয়ে প্রসূতিদের নিয়ে যেতে কোনো যানবাহন যেতে চায় না হেল্‌থ সেন্টারে। বিয়ে হলে নিমন্ত্রিতরা খেতে আসতে পারে না রাস্তা খারাপের জন্য। আর বর্ষা পড়তেই সেই রাস্তার অবস্থা আরো বেহাল হয়েছে।

বাধাহীন রেল সংযোগ ব্যবস্থার দিকে অগ্রসর হচ্ছে মিজোরাম, ভৈরবী-সাইরাং নতুন রেলওয়ে লাইন প্রকল্পের অগ্রগতি ৯৩ শতাংশ

মালিগাঁও, ২২ জুলাই ঃ বিভিন্ন নতুন রেলওয়ে লাইন প্রকল্পের কাজ সম্পাদনের দ্বারা উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির রূপান্তরের ক্ষেত্রে ভারতীয় রেলওয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে আসসে। রেলমন্ত্রকের রাজধানী সংযুক্তিকরণ প্রকল্পের অধীনে উত্তর- পূর্বাঞ্চলের সবগুলি রাজ্যের রাজধানীকে সংযুক্ত করার জন্য নতুন রেলওয়ে লাইনের নির্মাণ কাজ চলছে। এই ধরনের একটি প্রকল্প হলো উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য মিজোরামকে দেশের অন্যান্য অংশের সাথে সংযুক্ত করার জন্য ভৈরবী- সাইরাং নতুন রেল লাইন প্রকল্প, যা সম্পূর্ণ হওয়ার শেষ পর্যায়ে। এই প্রকল্পটি সম্পূর্ণ হলে মিজোরামের মানুষের জন্য যোগাযোগ ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে একটি গেম চেঞ্জার প্রকল্প হবে। সাশ্রয়ী এবং পরিবেশ অনুকূল এই রেলওয়ে পরিষেবাটি রাজ্যের প্রায় সমস্ত উন্নয়নমূলক কাজে এক ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। ভৈরবী ও সাইরাঙের মধ্যে ৫১.৩৮ কিমি নতুন রেলওয়ে লাইনটি চারটি সেকশনে বিভক্ত করা হয়েছে, এগুলি হলো যথাক্রমে ভৈরবী-হর্তকি, হর্তকি-কাওনপুই, কাওনপুই-মুয়ালখং এবং মুয়ালখং-সাইরাং। প্রকল্পটির অধীনে কাজের অগ্রগতি ইতিমধ্যে ৯৩ শতাংশ অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। কঠিন ভূখণ্ডে নির্মীয়মাণ ভৈরবী-সাইরাং রেলওয়ে প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে একাধিক টানেল এবং ব্রিজ। এই প্রকল্পে টানেলের মোট দৈর্ঘ হলো ১২৮৫৩ মিটার, যার মধ্যে ইতিমধ্যে ১২৮০৭ মিটার টানেলের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। প্রকল্পটিতে মোট ৫৫টি মেজর ব্রিজ এবং ৮৯টি মাইনোর ব্রিজ রয়েছে, এখনও পর্যন্ত ৪৭টি মেজর ব্রিজ এবং ৮৭টি মাইনোর ব্রিজের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। প্রকল্পটির সবচেয়ে উঁচু পিয়ার অর্থাৎ সাইরাং স্টেশনে প্রবেশের সময় ১৯৬নং. ব্রিজের পিয়ার পি-৪ নির্মাণের কাজও সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। এই পিয়ারের উচ্চতা ১০৪ মিটার, যা কুতুব মিনারের তুলনায় ৪২ মিটার উঁচু। এছাড়াও প্রকল্পটিতে ৫টি রোড ওভার ব্রিজ এবং ৬টি রোড আন্ডার ব্রিজ রয়েছে। এর প্রকল্পের অধীনে রয়েছে চারটি স্টেশন যথাক্রমে হর্তকি, কাওনপুই, মুয়ালখং এবং সাইরাং। এই প্রকল্পটির কাজ সম্পাদনের ক্ষেত্রে প্রচণ্ড বৃষ্টিপাত ও দীর্ঘকালীন বর্ষার জন্য খুব কম কাজের সময়, জঙ্গলের মধ্য দিয়ে খুব কঠিন ও পাহাড়ি ভূ-খণ্ড, নিম্নমানের প্রবেশযোগ্যতা, মিজোরামে নির্মাণ উপকরণ ও দক্ষ শ্রমিকের অভাবের মতো একাধিক প্রত্যাহ্বান সত্ত্বেও উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে এই প্রকল্পটি দ্রুত চালু করার প্রতিশ্রুতি পূরণে সমস্ত প্রচেষ্টা করেছে।

নতুন এই রেল প্রকল্পটি মিজোরামের জনগণকে উন্নত সংযোগ ব্যবস্থা প্রদান করার পাশাপাশি অঞ্চলটিতে ক্ষুদ্র মাপের শিল্প বিকাশে সাহায্য করবে এবং রাজ্যের পর্যটন শিল্পকেও উৎসাহিত করবে। এই প্রকল্পটি স্থানীয় জনগণের প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য পাহাড়ি রাজ্যটিতে যাত্রী ও বিভিন্ন উপকরণ তথা সামগ্রী পরিবহণের ক্ষেত্রে ব্যয়ের হার যথেষ্ট হ্রাস করাটা নিশ্চিত করবে। মিজোরামের রাজধানী এবং অসমের নিকটবর্তী স্থানগুলির মধ্যে ভ্রমণের সময় উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস হবে। এই অঞ্চলের সাধারণ মানুষ দেশের দূর দূরান্ত অঞ্চলে যাওয়ার সুবিধা লাভ করবেন এবং অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রীর বাধাহীন সরবরাহ লাভ করবেন।

ট্রেনে মহিলা যাত্রীদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের

মালিগাঁও, ০৯ সেপ্টেম্বরঃ দূরপাল্লার ট্রেনগুলিতে ভ্রমণকারীদের বিশেষত যে সমস্ত মহিলা একা ভ্রমণ করেন যাত্রীদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েতে মহিলা রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্স(আরপিএফ)-এর ''মেরি সহেলি নামে উৎসর্গকৃত টিমও রয়েছে। সমগ্র রেল নেটওয়ার্কে মহিলা ভ্রমণকারীদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা প্রদানের জন্য মহিলা আরপিএফ কর্মীরা নিয়োজিত রয়েছেন, মেরি সহেলি পদক্ষেপের অধীনে ট্রেন এসকর্টিং, যাত্রী ও স্টেশন সুরক্ষার মতো দায়িত্ব তাঁরা পালন করেন। বর্তমানে সমগ্র জোনের মধ্যে বিভিন্ন রেলওয়ে স্টেশনে মহিলা আরপিএফ কর্মীদের দিয়ে গঠিত ১৫টি উৎসর্গকৃত ''মেরি সহেলিস্কোয়াড কর্মরত। এই স্কোয়াডগুলি মহিলা আরপিএফ অফিসারস্টাফদের দ্বারা গঠন করা হয়েছে, যাঁরা ট্রেনে একা ভ্রমণ করা মহিলা যাত্রীর যত্ন নিয়ে থাকেন। এছাড়া সম্ভাব্য মানব পাচারকারীদের কবল থেকে মহিলা যাত্রীদের সুরক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে সমগ্র উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে জুড়ে ৫৩টি এএইচটিইউ (অ্যান্টি হিউম্যান ট্র্যাফিকিং ইউনিট) কর্মরত রয়েছে। চলতি বছরে মানব পাচারকারীদের কবল থেকে ০৪ জন মহিলা যাত্রীকে উদ্ধার করা হয়েছে এবং ০৩ জন মানব পাচারকারীকে গ্রেপ্তারও করা হয়েছে। চলতি বছরের আগস্ট,২০২৪ পর্যন্ত মহিলা সুরক্ষা সম্বন্ধীয় অপরাধের জন্য ছয়টি ঘটনা শনাক্ত করা হয়েছে এবং ০৬ জন অপরাধীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এছাড়াও, প্রায় ১০টি ট্রেনে পুরুষ আরপিএফ কর্মীদের পাশাপাশি মহিলা কর্মীদের নিয়ে গঠিত মিক্সড- এসকর্ট পার্টি প্রদান করা হয়েছে, যাতে তাঁরা প্রয়োজনে যে কোনও মহিলা যাত্রীর প্রতি তাৎক্ষণিকভাবে সাহায্যের হাত এগিয়ে দিতে পারেন। মহিলাদের সুরক্ষা শক্তিশালী করতে সমগ্র উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে জুড়ে ৪৬টি স্টেশনে সিসিটিভি নজরদারির ব্যবস্থা করা হয়েছে, যাতে রেলওয়ের মাধ্যমে যাত্রা করা মহিলাদের জন্য উন্নতমানের নিরাপত্তা ও সুরক্ষামূলক পরিবেশ নিশ্চিত করা যায়। পাশাপাশি রেলওয়ে চত্বরের মধ্যে যাতে খালি কোচগুলিতে মহিলা সুরক্ষা সম্বন্ধীয় কোনও ধরনের অপরাধ সংঘটিত করার জন্য ব্যবহার করা না যায় তারজন্য স্থির কোচগুলির দরজা বন্ধ রাখাটা নিশ্চিত করা হয়েছে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের আরপিএফ রেলওয়েতে যাত্রা করা মহিলাদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষার জন্য সক্রিয়ভাবে কাজ করে আসছে। মহিলাদের ক্ষমতায়ন প্রচার করা এবং কর্তব্য পালনের সময় মহিলাদের প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

সড়ক অবরোধ করলেন গ্রাহকরা

ধর্মনগর , ৯ সেপ্টেম্বরঃ বিদ্যুতের সুষ্ঠ পরিষেবার দাবীতে সড়ক অবরোধ করলেন গ্রাহকরা। ঘটনা উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগর মহকুমার ৫৭ যুবরাজনগর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত এক নং ওয়ার্ডের যুবরাজ নগর স্কুল সংলগ্ন এলাকায়। অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে সন্ধ্যা সাতটার পর থেকে যুবরাজনগর বিধানসভা এলাকায় লো ভোল্টিজ হয়ে যায়। ঘন্টার পর ঘন্টা বিদ্যুৎ থাকে না। বিষয়টি বহুবার বিদ্যুৎ নিগমের অফিসে জানানোর পরও কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। বাধ্য হয়ে এদিন রাস্তা অবরোধে সামিল হয় গ্রাহকরা। এদিকে রাস্তা অবরোধের ফলে দুপাশে যান চলাচল স্তব্ধ হয়ে যায়। পরে খবর পেয়ে অবরোধস্থলে পৌঁছায় ধর্মনগর থানার পুলিশ। পরবর্তী সময় ধর্মনগর থানার পুলিশের হস্তক্ষেপে আপাতত অবরোধকারী অবরোধ মুক্ত করেন। তবে তাদের স্থায়ী সমাধান না হলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলন সংগঠিত করবেন বলে হুঁশিয়ারি দেন।

নাম পরিবর্তন

আমি, Maqsood Alam (পুরাতন নাম) পিতা Late Md Elyas, ঠিকানা-J2/9, Fatehpur Village Road, P.O.- Garden Reach, Kolkata- 700024, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 18.08.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Mohammad Maqsood Alam (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Mohammad Maqsood Alam (নতুন নাম) এবং Maqsood Alam (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি, Richa Kumari (পুরাতন নাম) স্বামী Aman Kumar Jha, ঠিকানা- Plot No.51, Dream Land 1426, Nayabad, Panchasayar, Kolkata- 700094, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 09.09.2024 এর Affidavit (No. 42) দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Richa Jha (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম । Richa Jha (নতুন নাম) এবং Richa Kumari (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি, Sarna Begum (পুরাতন নাম) স্বামী Mohammad Sawkat Ali, ঠিকানা- Vill.- Uttardebipur, P.O.- Champapukur, P.S.- Matia, Dist.- North 24 Pgs, Pin- 743291, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 20.08.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Sarina Khatun Bibi (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Sarina Khatun Bibi (নতুন নাম) এবং Sarna Begum (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change

I, (Old Name) JAMIROL SARKAR S/o- LATE GHATU MOULLA, Residing at, Vill- Moyna Haldibari, Post- Moyna, Ps- Gazole, Dist- Malda, Pin- 732124, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from JAMIROL SARKAR To JAMIRUL SARKAR (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) JAMIRUL SARKAR in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 09 Sept 2024, JAMIRUL SARKAR and JAMIROL SARKAR both are Same and one identical person.

Name Change

I, (Old Name) SAMSUJJOHA SEKH S/o- MASIULLA SEKH, Residing at, Vill- Ronha Lohapur, Post- Lohapur, Ps- Nalhati, Dist- Birbhum, Pin- 731237, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from SAMSUJJOHA SEKH To MD SAMSUZZOHA (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) MD SAMSUZZOHA in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 23 Aug 2024, MD SAMSUZZOHA and SAMSUJJOHA SEKH both are Same and one identical person.

Name Change

I, (Old Name) BHADU SHAIKH S/o- KARIM BAX SEKH, Residing at, Vill- Berramchandrapur Dakshinpara, Post- Pipulberia, Ps- Murutia, Dist- Nadia, Pin- 741152, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from BHADU SHAIKH To BHADU ALI SEKH (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) BHADU ALI SEKH in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 23 Aug 2024, BHADU ALI SEKH and BHADU SHAIKH both are Same and one identical person.

Name Change

I, (Old Name) RUPALI BIBI W/o- KOLIMUDDIN SK, Residing at, Vill- Rejinagar Uttarpara , Post- Rejinagar, Ps- Beldanga, Dist- Murshidabad, Pin- 742149, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from RUPALI BIBI To RUPA BIBI (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) RUPA BIBI in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 09 Sept 2024, RUPA BIBI and RUPALI BIBI both are Same and one identical person.

Name Change

I, (Old Name) JABIYA BIBI W/o- HASEM SEKH, Residing at, Vill- Rejinagar Uttarpara , Post- Rejinagar, Ps- Beldanga, Dist- Murshidabad, Pin- 742149, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from JABIYA BIBI To JARIYA BIBI (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) JARIYA BIBI in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 09 Sept 2024, JARIYA BIBI and JABIYA BIBI both are Same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Arpan Biswas on behalf of my father, Asim Kumar Biswas, R/o 58, Agapur, P.O.& P.S.- New Barrackpore, District-North 24 Parganas, Kolkata-700131 previously known as Asim Kumar Santosh Kumar Biswas sworn before 1st Class Judicial Magistrate, Barrackpore vide affidavit Dated 06.09.2024. Asim Kumar Biswas & Asim Kumar Santosh Kumar Biswas is same & identical person.

Name Change

I, Manirul Mondal (old name) S/O Hanif Mondal, residing at Mahadebpur, Subuddipur, P.S.- Haringhata, Dist.- Nadia, Pin- 741257, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Manirul Hoque Mondal (new name) as declared before the Notary public at Kolkata dated 09/09/2024. Manirul Hoque Mondal (new name) and Manirul Mondal (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Monmohan Debnath (old name) S/O Late Raimohan Debnath, residing at 288D, K.B.M. Chakdaha, Nadia, Pin- 741222, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Manmohan Debnath (new name) as declared before the 1st Class Judicial Magistrate at Kolkata dated 05/09/2024. Manmohan Debnath (new name) and Monmohan Debnath (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Monjur Alam Mondal (old name) S/O Manirul Hoque Mondal, residing at Mahadebpur, Subuddipur, P.S.- Haringhata, Dist.- Nadia, Pin- 741257, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Manjur Alam Mondal (new name) as declared before the Notary public at Kolkata dated 09/09/2024. Manjur Alam Mondal (new name) and Monjur Alam Mondal (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Sushil Sethia (old name) S/O Late Bhanwar Lal Sethia, residing at 16A, Dover Road, Kolkata-700019, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Sushil Kumar Sethia (new name) as declared before the 1st Class Judicial Magistrate at Kolkata dated 05/09/2024. Sushil Kumar Sethia (new name) and Sushil Sethia (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Shib Sankar Chowdhury (old name) S/O Mukunda Chowdhury, residing at Shyam Sundarpur, P.O.- Dharampur, P.S.- Daspur, Dist.- Paschim Medinipur, Pin- 721211, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Sibsankar Chowdhury (new name) as declared before the Notary public at Kolkata dated 09/09/2024. Sibsankar Chowdhury (new name) and Shib Sankar Chowdhury (old name) both are same and identical person.

Name Change

I ANSUR ALI, S/O FAIM MONDAL,R/O MOHAMMADPUR, KADAMPUKUR, NORTH 24 PARGANAS, 700135,WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ANSAR ALI MONDAL,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 06/09/2024,THAT ANSUR ALI AND ANSAR ALI MONDAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I MOHAMMAD RIYAJ ALI,S/O MD EKRAM ANSARI,R/O PURBA FAKIR PARA BANKRA,PO- BARHTALA,PS- DOMJUR,HOWRAH,711403,WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD RIYAJ ALI ANSARI,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 09/09/2024,THAT MOHAMMAD RIYAJ ALI AND MD RIYAJ ALI ANSARI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I DEBASIS GHOSH(OLD NAME) S/O LATE DHIRENDRA NATH GHOSH, R/O 50/W, HRIDAYPUR STATION ROAD, PO HRIDAYPUR, PS BARASAT, DIST NORTH 24 PARGANAS, PIN-700127, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS DEBASHIS GHOSH(NEW NAME), VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 09/09/2024, THAT DEBASIS GHOSH AND DEBASHIS GHOSH ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I MOHAMMAD IKRAM ALI, S/O GHOTAN ANSARI, R/O PURBA FAKIR PARA BANKRA, PO- BARHTALA, PS-DOMJUR, HOWRAH, 711403,WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD EKRAM ANSARI,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 09/09/2024,THAT MOHAMMAD IKRAM ALI AND MD EKRAM ANSARI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, Poli Das (old name) D/O Nalini Ranjan Mondal, residing at 1, Santoshpur West Road, P.O.- Santoshpur, P.S.- Survey Park, Kolkata- 700075, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Poli Das Mondal (new name) as declared before the Notary public at Kolkata dated 06/09/2024. Poli Das Mondal (new name) and Poli Das (old name) both are same and identical person

Name Change

I, Barun Kumar Halder @ Barun Kumar Haldar S/O- Ajit Haldar resident of Vill- Baharampur, P.O.- Shyamsundar, P.S.- Raina, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN -713424, have changed my name and shall henceforth be known as 'BARUN HALDAR' vide an affidavit before the Notary Public at Purba Bardhaman on 09/09/2024. That Barun Kumar Halder , Barun Kumar Haldar and Barun Haldar all are same and one identical person.

Name Change

I, Susmita Santra,wife of Pranay Mitra,residing at Eden Petals, Flat-1A, Block-2, 988 Madurdaha, P.O.- EKTP, P.S.- Anandapur, Kolkata- 700107, West Bengal, INDIA changed our son's name from Srijan to Srijan Mitra and henceforth he shall be known as Srijan Mitra (new name) in all purpose, vide affidavit no 50, sworn before the Notary public at Kolkata dated 09/09/2024. Srijan Mitra (new name) and Srijan (old name) both are same and one identical person

Name Change

I, SWAYAM KUMAR SINGH(DOB- 25/08/1998) S/o ANAND KUMAR SINGH resident of 7/H/5, Rustomjee Parsee Road, Cossipore, Kolkata- 700002 WEST BENGAL, India do hereby solemnly affirm & declaring my name SWAYAM KUMAR SINGH instead of SATYAM KUMAR SINGH which is wrongly recorded in my LIC Policy(No. 496139905), vide an affidavit sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Kolkata on 03/09/2024. SWAYAM KUMAR SINGH and SATYAM KUMAR SINGH both are same and one

Name Change

I, Sudhansu Biswas, hereby declare that my father said name Ruhini Biswas Biswas (old name) residing at Vill.- Greenbelt Colony, P.O.- Saguna, P.S.- Kalyani, Ranaghat, Pin- 741245, West Bengal, INDIA, have changed my father name to (shall henceforth be known as) Rohini Biswas (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 09/09/2024. Rohini Biswas (new name) and Ruhini Biswas Biswas (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Tapan Sadhu S/O- Gopal Sadhu resident of Kalna Road, P.O.- Burdwan, P.S.- Burdwan, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN - 713101, have changed my name and shall henceforth be known as 'TAPAN KUMAR SADHU' vide an affidavit before the Notary Public at Purba Bardhaman on 06/09/2024. That Tapan Sadhu and Tapan Kumar Sadhu both are same and one identical person.

Name Change

I, (Old Name) SHYAMAL KUMAR SARKA S/o- SURENDRA NATH SARKAR, Residi at, Vill- North Singatala, Post- Malda, P Englishbazar, Dist- Malda, Pin- 73210 West Bengal. Do hearby declare that I ha Changed my name from SHYAMAL KUMA SARKAR To SHYAMAL SARKAR (Ne name) and hence forth I Shall be Known (New name) SHYAMAL SARKAR in all pu pose Vide an affidavit Sworn before the n tary public at Berhampore Murshidabad 23 Aug 2024, SHYAMAL SARKAR a SHYAMAL KUMAR SARKAR both are Sa and one identical person.

Name Change

I, S M Noorur Rahaman Barkati S/o. Syed Md Salman Barkati R/o. 06,Nil Madhab Sen Lane, P.S.- Jorasanko, Kolkata -700073 shall henceforth be known as Syed Md Noorur Rahaman Barkati. I declare that Syed Md Noorur Rahaman Barkati and S M Noorur Rahaman Barkati is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 09-09-2024.

Name Change

I, (Old Name) BALARAM SAHA S SACHINDRA NATH SAHA, Residing at, V Numagar Babupara, Post- Alinagar, Ps- Ka achak, Dist- Malda, Pin- 732201, West Be gal. Do hearby declare that I have Chang my name from BALARAM SAHA BALARAM CHANDRA SAHA (New nam and hence forth I Shall be Known as (Ne name) BALARAM CHANDRA SAHA in purpose Vide an affidavit Sworn before t notary public at Berhampore Murshidab On 23 Aug 2024, BALARAM CHAND SAHA and BALARAM SAHA both are Sa and one identical person.

Name Change

I, Syed Mohammed Khalid S/o. Syed Md Noorur Rahman Barkati R/o. 06,Nil Madhab Sen Lane, P.S.- Jorasanko, Kolkata -700073 shall henceforth be known as Syed Md Khalid. I declare that Syed Md Khalid and Syed Mohammed Khalid is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 09-09-2024.

Name Change

I, (Old Name) SUDARSAN SENGUPTA S/o- LATE AMIYA NANDAN SENGUPTA, Residing at, Vill- Subhash Pally, Post- Jhaljhalia, Ps- Englishbazar, Dist- Malda, Pin- 732102, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from SUDARSAN SENGUPTA To SUDARSAN NANDAN SENGUPTA (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) SUDARSAN NANDAN SENGUPTA in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 23 Aug 2024, SUDARSAN NANDAN SENGUPTA and SUDARSAN SENGUPTA both are Same and one identical person.

Name Change

I, Safikul Islam S/o. Churot Mandal R/o. Vill.- Rajapur, P.O.- Mandra, P.S.- Baduria, Dist.- 24 Pgs. (N), Pin-743438 shall henceforth be known as Safikul Mondal. I declare that Safikul Mondal and Safikul Islam is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 09-09-2024.

Name Change

I, (Old Name) MANNABN SK S/o- KAIFAT SK, Residing at, Vill- Ashbini mandaler para, Post- Debaipur, Ps- Ranitala, Dist- Murshidabad, Pin- 742135, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from MANNABN SK To MANNAN SK (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) MANNAN SK in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 23 Aug 2024, MANNAN SK and MANNABN SK both are Same and one identical person.

Name Change

I, ABUL KHAYER (Old Name) S/O YAKUB ALI MONDAL, Residing at N0001, Tegharia, PO-Kashinathpur, PS_Techno City, North 24 Parganas, Pin-700135, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as ABUL KHAYER MONDAL (New Name) as declared before the Notary Public Govt. of India vide affidavit Dated 09-09-2024 ABUL KHAYER (Old Name) and ABUL KHAYER MONDAL (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, (Old Name) MOHAMMAD NURHASSAN SEIKH S/o- AMIR HAMJA, Residing at, Vill- Dangapara, Post- Mahalandi, Ps- Kandi, Dist- Murshidabad, Pin- 742180, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from MOHAMMAD NURHASSAN SEIKH To MD NUR HASAN SK (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) MD NUR HASAN SK in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 23 Aug 2024, MD NUR HASAN SK and MOHAMMAD NURHASSAN SEIKH both are Same and one identical person.

উচ্ছেদের পর পুনর্বাসনের কাজ শুরু প্রশাসনের তরফে

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ৯ সেপ্টেম্বর ঃ মুখ্যমন্ত্রীর কড়া বার্তার পরই জুন মাস থেকে হকার উচ্ছেদ শুরু হয় জেলা জুড়ে। বীরভূমের রামপুরহাট ও বোলপুরে উচ্ছেদ শুরু করে জেলা প্রশাসন। এবার পোর্টালে নাম নথিভুক্তকরনের কাজ শুরু করলো প্রশাসন। আর তাতেই আশায় বুক বেঁধেছে ফুটপাত ব্যবসায়ীরা। অন্যদিকে, রেলওয়ে রামপুরহাট পুরসভার বারো নম্বর ওয়ার্ডে পুনর্বাসন ছাড়াই জেসিবি দিয়ে ভাঙচুর উৎখাত অব্যাহত রেখেছে। যথারীতি প্রশাসনের আধিকারিকরা নাম নথিভুক্তকরণের কাজ চালাচ্ছেন। সোমবারও সেই কাজ জারি থাকবে বলে জানিয়েছেন প্রশাসনিক আধিকারিকরা। পাশাপাশি, বোলপুরেও পুনর্বাসনের কাজ শুরু হয়েছে। ফুটপাত ব্যবসায়ী উচ্ছেদ বিরোধী যৌথ মঞ্চের তরফে শাহজাদা হোসেন (কিনু) জানান, শনিবার থেকে রামপুরহাট পৌরসভা উচ্ছেদ হওয়া ফুটপাত ব্যবসায়ীদের নাম নথিভুক্তের কাজ শুরু করেছে। এদিন পাঁচমাথা মোড় থেকে বিদ্যাভবন স্কুলের গেট পর্যন্ত ২৬ টি দোকানদারের নাম নথিভুক্ত করা হয়েছে। আমাদের বক্তব্য পরিষ্কার। ব্যবসার জায়গায় থেকে পৌর প্রশাসনকে সবরকম সহযোগিতা করতে প্রস্তুত। আগামী দুদিনের মধ্যে আমাদের দোকানে বিদ্যুৎ সংযোগ দিলে ভালো হয়। তৃণমূল কংগ্রেস সূত্রে জানা গেছে, বিরোধীরা এই উচ্ছেদ নিয়ে ঘোলা জলে মাছ ধরতে চেয়েছিল। কিন্তু পারে নি। তৃণমূল সরকার যা বলে তা করে। হকারদের পাশে রাজ্য সরকার। কিন্তু রেলওয়ে পুনর্বাসন ছাড়াই অমানবিকভাবে উচ্ছেদ চালিয়ে যাচ্ছে। উল্লেখ্য, জুন মাস থেকে রামপুরহাট ডাকবাংলো মোড় থেকে কামারপট্টি পর্যন্ত উচ্ছেদ অভিযান চলবে। সেই মতো আগেই অধিকাংশ দোকানদার তাদের সামগ্রী বের করে অস্থায়ী দোকান সরিয়ে নিয়ে যায়। তবে কিছু দোকান এখনও তাদের দোকান সরিয়ে নেননি। উল্টে তারা আন্দোলনের পথে হাঁটার সিদ্ধান্ত নেন। সেই মতো এদিন সকাল ৬ টা থেকে রামপুরহাট ডাকবাংলা মোড়ে জমায়েত হন ফুটপাত ব্যবসায়ী এবং তাদের পরিবারের সদস্যরা। হাতে জাতীয় পতাকা নিয়ে সব দল রাস্তায় নামে।

'ভরসা' নামক নতুন অ্যাপ চালু করল পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব বর্ধমান, ৯ সেপ্টেম্বর ঃ আইন শৃঙ্খলা সংক্রান্ত কোন অভিযোগ থাকলে এখন থেকে তা সরাসরি পুলিশ সুপারের অফিসে জানাতে পারবেন সাধারণ মানুষ। জেলার মানুষের হয়রানি রুখতে সোমবার পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশের উদ্যোগে 'ভরসা' নামক একটি অ্যাপের উদ্বোধন করা হয়। এই অ্যাপের মাধ্যমে যে কোন ধরণের অভিযোগ সরাসরি এসপির কাছে জানাতে পারবেন জেলার সাধারণ মানুষ। এদিন এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই ভরসা অ্যাপের বিস্তারিত জানালেন পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশ সুপার আমনদীপ। পুলিশ সুপার ছাড়াও ওই সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অর্ক ব্যানার্জী এবং এসডিপিও অভিষেক মন্ডল। পুলিশ সুপার এদিন জানিয়েছেন, আগে এই জেলার কাটোয়া, কালনা সহ দূর দূরান্ত এলাকা থেকে মানুষকে এসপি অফিসে এসে অভিযোগ জানাতে হত, এবং তাদের ফের তাদের অভিযোগের বর্তমান স্ট্যাটাস জানতেও বর্ধমানে আসতে হত। কিন্তু ভরসা অ্যাপের মাধ্যমে এখন মানুষ ঘরে বসেই পুলিশ সুপারের কাছে বিভিন্ন রকম অভিযোগ জানাতে পারবেন মোবাইলের এই

অ্যাপের মাধ্যমে। সেই অভিযোগের স্টাটাস রিপোর্টও এখন ঘরে বসেই জানতে পারবেন। জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে এই অ্যাপটির লিংক সংবাদ মাধ্যমে, সোশ্যাল মিডিয়ায় কিম্বা জেলা পুলিশের ওয়েব সাইটে দেওয়া হয়েছে। ওই অ্যাপটিতে প্রবেশ করে অভিযোগকারী নিজের মোবাইলে ওটিপির মাধ্যমে অ্যাপটিতে প্রবেশ করে অভিযোগ করতে পারবেন। পুলিশ সুপারের নেতৃত্বে অভিযোগগুলি মনিটরিং করা হবে। অভিযোগের ৭ দিনের মধ্যে তা নিষ্পত্তির বিষয়ে জোর দেওয়া হবে, তবে জটিল ক্ষেত্রে কতদিনের মধ্যে তা সমাধান করা যাবে সে বিষয়ে অভিযোগকারীকে ফোনে জানিয়ে দেওয়া হবে। পুলিশের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকলেও তা ওই অ্যাপের মাধ্যমে অভিযোগ জানানো যাবে। যদি কোন লোকাল থানা কারর অভিযোগ না নেয় তখন ওই অ্যাপের মাধ্যমে পুলিশ সুপারের দপ্তরে জানানোর সুবিধা রয়েছে। পুলিশ সুপারের অফিস থেকে ওই থানায় অভিযোগ নেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হবে। তবে লিখিত কোন এফআইআর করতে হলে স্থানীয় থানায় অভিযোগ জানাতে হবে। এই অ্যাপের মাধ্যমে জেলার সাধারণ মানুষ উপকৃত হবে সে কথা বলা বাহুল্য। যদি কোন অভিযোগের নিষ্পত্তিতে অভিযোগকারী সন্তুষ্ট না হন সেক্ষেত্রে রিভিউ এর সুযোগ রয়েছে। ইংরাজী ও বাংলা এই দুই ভাষাতেই ভরসা অ্যাপে অভিযোগ জানানো যাবে। এক কথায় পুলিশে অভিযোগ করার ক্ষেত্রে ডিজিটালাইজেশনের সূচনা হল বলেই মনে করছে অভিজ্ঞমহল।

রাস্তা সংস্কারের নামে টাকা দুর্নীতির অভিযোগ তৃণমূল পরিচালিত গ্রাম পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৯ সেপ্টেম্বর ঃ কাজ না করেই টাকা তুলে নেওয়ার অভিযোগ বেশ কয়েকটি সরকারি প্রকল্পে। এমনকি একই রাস্তা দেখিয়ে পাঁচবার টাকা তোলার অভিযোগ। প্রায় কয়েক লক্ষ টাকা দুর্নীতির এই

অভিযোগ উঠেছে চাঁচলের তৃণমূল পরিচালিত খরবা গ্রাম পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে। বিরোধী দলনেত্রী সহ কংগ্রেসের সদস্যরা এই নিয়ে চাঁচল ১ নং ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে খরবার নিচলামাড়ি এলাকায় পথশ্রী প্রকল্পে জেজিবি ইটভাটা থেকে নিচলামারী প্রাইমারি স্কুল পর্যন্ত এক কোটি চোদ্দ লক্ষ টাকা বরাদ্দকৃত অর্থে আড়াই কিলোমিটার ঢালাই রাস্তার কাজ শুরু হয় মার্চ মাসে। সেই কাজে প্রায় দুই কিলোমিটার রাস্তার কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। তবে যেটুকু রাস্তা বাকি রয়েছে পথশ্রী প্রকল্পের আওতায় থাকা সেই রাস্তায় আবার স্থানীয় পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে সংস্কারের নাম করে পাঁচবারে প্রায় চার লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা তুলে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু ওই রাস্তায় শুধুমাত্র মাটি পড়েছে। এছাড়া আর কোন কাজ হয়নি। তাদের অভিযোগ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রাহেনা পারভীন এই সম্পূর্ণ টাকা আত্মসাৎ করেছেন। তারা রাস্তার কথা বলতে গেলে তাদের হুমকি দেওয়া হচ্ছে। গ্রাম পঞ্চায়েতের বিরোধী দলনেত্রী হুশনেরা খাতুন সহ কংগ্রেসের অন্যান্য পঞ্চায়েত সদস্যরা এই নিয়েই লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। কংগ্রেসের আরো অভিযোগ শুধু এই প্রকল্প নয় খরবার বিভিন্ন এলাকায় হাই মাস্ট লাইট সাবমার্সিবল পাম্প সহ মোট ছয়টি সরকারি প্রকল্পে প্রায় আট লক্ষ টাকা দুর্নীতি হযেছে কাজ না করে। যদিও পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে এই দুর্নীতির কথা অস্বীকার করা হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দা মোঃ হাসান আলীর অভিযোগ, পথশ্রী প্রকল্পের কাজ পুরোটা শেষ হয়নি। যেটুকু বাকি আছে সেখানে সংস্কারের নাম করে পাঁচবার টাকা তুলে নিয়েছে। আর এইভাবে শুধু মাটি ফেলে রেখেছে। আমরা বলতে গেলে প্রধানের স্বামী হুমকি দিচ্ছে। আরেক স্থানীয় মোজাম্মেল হক বলেন, রাস্তার কাজ না করে দুর্নীতি হয়েছে। আমরা প্রচন্ড সমস্যায় পড়ছি। আমরা রাস্তা চাই এবং দুর্নীতির বিচার চাই। কংগ্রেসের পঞ্চায়েত সদস্য তথা অন্যতম অভিযোগকারী সুজিত কুমার দাস জানান, এই রাস্তা সহ মোট ছয়টি প্রকল্পে প্রায় আট লক্ষ টাকা দুর্নীতি হয়েছে কাজ না করে। প্রধান উপপ্রধান ছাড়াও পঞ্চায়েতের আধিকারিকরা যুক্ত রয়েছেন। পঞ্চায়েতের উপপ্রধান মলয় বসাকের দাবি, ওই রাস্তা তে শুধু মাটি ফেলার জন্যই কাছে ধরা হয়েছিল। প্রত্যেকটি প্রকল্পের কাজ মানুষ দেখেছে। আমাদের বদনাম করার জন্য বিরোধীদের এই মিথ্যা অভিযোগ। স্থানীয় জেলা পরিষদ সদস্য তথা মালদা জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি এটিএম রফিকুল হোসেনের বক্তব্য, এলাকাবাসীর অভিযোগ আমি শুনতে পেয়েছি। আমি প্রশাসনকে জানিয়েছি। যদি এই ধরনের দুর্নীতি হয় তবে কেউ ছাড় পাবে না।

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নং ১৭৮_২০২৪-২৫, তারিখ ০৬.০৯.২০২৪। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক **সিনি. ডিইএন/৩/ হাওড়া**-র অধীনে সমতুল কাজে অভিজ্ঞ এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিপন্ন টেন্ডারদাতাগণ যাঁরা সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস অথবা কোনো রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে নথিভুক্ত রয়েছেন তাঁদের নিকট থেকে অনলাইনে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **কাজের বিবরণ ঃ** হাওড়া ডিভিসনের মেন লাইন শাখায় গাঙপুর এবং বর্ধমান স্টেশনের মধ্যে ডাউন/এইচবিসি এবং ডাউন/মেন-এ ব্রীজ নং ২০৯-এর গার্ডারের প্রতিস্থাপন। **আনুমানিক মূল্য ঃ** ১০,৯০,৪৬,৩৭৬.৫৪ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ৬,৯৫,২০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদঃ** স্বীকৃতিপত্র পাওয়ার তারিখ থেকে ১২ (বারো) মাস। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত তারিখটিতে যদি কোনো কারণে ছুটি/বন্ধ/ধর্মঘট ঘোষিত হয় তাহলে অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখটির কোনো পরিবর্তন হবে না, কারণ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের প্রায়োগিক পদ্ধতি টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনো প্রস্তাব দাখিলের অনুমোদন দেবে না। যদিও, অনলাইনে টেন্ডার খোলার কাজটি পরবর্তী কাজের দিনে করা হবে। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২৭.০৯.২০২৪ তারিখ দুপুর ২টো। **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে বিশদ টেন্ডার পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাগণকে উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের প্রস্তাব দাখিল করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। **প্রদেয় বায়না অর্থ এবং টেন্ডার নথির মূল্য প্রদানঃ** ই-টেন্ডারিং-এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রদেয় বায়না অর্থ (ইএমডি) এবং টেন্ডার নথির মূল্য (টিডিসি) কেবলমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং অথবা পেমেন্ট গেটওয়ে পদ্ধতিতে গ্রহণ করা হবে। **দ্রষ্টব্য ঃ** আইআরইপিএস (ই-টেন্ডার পোর্টালে)-এ আহ্বান করা টেন্ডারের ক্ষেত্রে প্রদেয় বায়না অর্থ রূপে ফিক্সড ডিপোজিট রিসিপ্ট (এফডিআর) গৃহীত হবে না। হাতেহাতে দাখিল করা প্রস্তাব গ্রাহ্য হবে না।

HWH-273/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Office of the Bagnan-I Gram Panchayat
Bagnan-I Panchayat Samity
Bagnan * Howrah
NIT No:WB/HOW/BAGI GP/ NIET-09/2/2024-25

For and on behalf of the Bagnan I Gram Panchayat, The Pradhan , Bagnan-I gram Panchayat Invites Percentage Rate tenders through e-tendering for the work of Purchase of Incinerator. Documents Download /Sale Start Date : **09/09/2024 10.00Am up to 16/09/2024 06.00PM.** Last Date of submission of Bid **16/09/2024 at 06.00 PM.** Bid Opening Date (Technical) **19/09/2024 at 11.00AM.** For details visit website: **https://wbtenders.gov.in**

Sd/-Prodhan
Bagnan-I Gram Panchayat

মানসিক ভারসাম্যহীন মহিলার উপরে যৌন নির্যাতন, গ্রেফতার ১

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৯ সেপ্টেম্বর ঃ আরজি করের ঘটনা নিয়ে গোটা রাজ্য ও দেশ জুড়েই চলছে প্রতিবাদ। ঠিক সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে শিলিগুড়ি মহকুমার ফাঁসিদেওয়া ব্লকের বিধাননগর এলাকায় এক মানসিক ভারসাম্যহীন মহিলাকে অপহরণ করে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল। এই ঘটনায় একজনকে গ্রেফতার করল বিধাননগর ফাঁড়ির পুলিস। ধৃতের নাম এমডি জাহিরুল (২৭)। সে দার্জিলিং জেলার সুরিগছ এলাকার বাসিন্দা। অভিযোগ, চলতি মাসের ৬ তারিখ ওই মানসিক ভারসাম্যহীন মহিলা বাড়ি ফিরছিলেন। সেই সময় একটি বাইকে থাকা তিনজন ওই মহিলাকে মুখ চেপে অপহরণ করে পাশে এক জঙ্গলে নিয়ে যায় এবং সেখানে তাকে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। তা দেখে স্থানীয় এক মহিলা তড়িঘড়ি ওই মহিলার পরিবারের সদস্যদের খবর দেয়। ঘটনা শুনে তড়িঘড়ি ছুটে যায় পরিবারের সদস্যরা। এরপর ওই মহিলাকে সেখান থেকে নগ্ন অবস্থায় উদ্ধার করে নিয়ে আসেন। রবিবার রাতে বিধাননগর ফাঁড়িতে গোটা ঘটনা লিখিত অভিযোগ দায়ের করে পরিবার। পুলিশ লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত নেমে আট ঘন্টার মধ্যে এক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে। বাকি দুজনের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিস। বিধাননগর পুলিস সূত্রে জানা গেছে, অপহরণ করে ধর্ষণ ও প্রাণে মারার লিখিত অভিযোগে দায়ের হয়। এরপরেই আমরা তদন্ত নেমে একজনকে গ্রেফতার করি। সোমবার ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হবে। তদন্তের স্বার্থে ধৃতকে পুলিস হেফাজত নেওয়ার আবেদন জানাবে পুলিস। গোটা ঘটনার তদন্তে নেমেছে বিধান পুলিস।

Notice inviting e-Tender for NIT No-282/SBM/2024-25/ Jangipara for 03nos. works & NIT No – 283/15 th /2024-25/ Jangipara for 01 no. work by the undersigned through online mode (https://wbtenders.gov.in). Last date of submission of online bid on 14/9/24 upto 15:00 Hrs. & 14/9/24 upto 15:00 Hrs.

Sd/- Block Development Officer
Jangipara Development Block

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নোটিস নং এসজি.টেন্ডার/ডিএসটিই/এসডিএইচ/৫০১ তারিখ ০৭.০৯.২০২৪। সিনি. ডিএসটিই, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **টেন্ডার নং ঃ এসডিএসটিই/এসআইজি/টি/২৫/২৪-২৫/এসএফ। স্থান সহ কাজের নাম ঃ** শিয়ালদহ ডিভিসনে ইন্টারলকড এলসি গেট-এ সিগন্যাল ব্ল্যাংকিং এড়াতে ইনভার্টারের ব্যবস্থা। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৩৬,০২,৬০৯.৭০ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ৭২,১০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** শূন্য। **কাজ সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** ০৪ মাস। **টেন্ডার দাখিল শুরুর তারিখ ঃ** ২০.০৯.২০২৪। **টেন্ডার দাখিল বন্ধের তারিখ ঃ** ০৪.১০.২০২৪ তারিখ দুপুর ২টো। **টেন্ডার দরপ্রস্তাব খোলার তারিখ ঃ** ০৪.১০.২০২৪ দুপুর ২টো ৩০ মিনিটে। **টেন্ডারের বিশদ পাওয়া যাবে ঃ www.ireps.gov.in**-এ। **যেসব নথিসমূহ দাখিল করতে হবে ঃ** টেন্ডার নথি অনুযায়ী।

SDAH-180/0024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Office of the Pradhan
KHALGRAM GRAM PANCHAYAT
Beldangra, Bhalukbasa, Bankura
Notice Inviting E-Tender
Khalgram GP, Taldangra, Bankura
NIeT 07 Memo 348/khal/2024

Pradhan, Khalagram GP, Taldangra invites e-Tender of different schemes which are available in www.wb.etenders.gov.in website and Last date of submission **13/09/2024 (5.00 PM).**

Sd/- Pradhan
Khalagram Gram Panchayat

ডেঙ্গু প্রতিরোধ সপ্তাহ শুরু হলো ফালাকাটা ব্লকে

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ৯ সেপ্টেম্বর ঃ ডেঙ্গু প্রতিরোধ সপ্তাহ শুরু হলো ফালাকাটা ব্লকে। দিনের পর দিন ডেঙ্গির গ্রাফ ঊর্ধ্বমুখী। পুজোর আগে ডেঙ্গির সংক্রমণ কমাতে আয়োজিত হল বিশেষ সচেতনতামূলক শিবির। ফালাকাটা ব্লকের ময়রারডাঙা গ্রামপঞ্চায়েত এলাকার করা হলো সচেতনতামূলক শিবির। ফালাকাটার বিডিও অনীক রায়, ফালাকাটা পঞ্চয়েত সমিতির সভাপতি সুভাষ রায়, থানার আইসি সমিত তালুকদার সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের সুপার শুভাশিস সি প্রমুখ। সচেতনতামূলক শিবিরটি আগামী এক সপ্তাহ ধরে চলবে। বিডিও বলেন, বিশেষ করে সচেতন করতেই এই শিবির। তাঁদের ডেঙ্গু সম্পর্কে সচেতন করতে বিভিন্ন নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

Office Of The Para Gram Panchayet
PO: Para PS: Para Dist: Purulia
NOTICE INVITING e-TENDER No. 04/2024-25/5 Th SFC

e-tenders are hereby invited from the experienced and resourceful bidders for execution of various schemes under different development fund. i) Date of Sale of tender document : From **10/09/2024 from 10 AM** ii) Last date of submission of e- tender with documents: **18/09/2024 upto 4 PM** For further details please contact with the Office of the Para Gram Panchayet.

Sd/-
Pradhan
Para Gram Panchayet

Office of the Onda-II Gram Panchayat
Patrahati, Makarkole, Onda, Bankura

Notice inviting e-Tender No-1) **NIeT-06/2024-25 (Tender ID-2024_ZPHD_746438)** Pradhan, Onda-II invites percentage rate e-Tender for similar 8 (Eight) Nos. works. Last date of documents download & bid submission is **14 th September 2024 at 6:30 p.m.** For details please visit website: **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Onda-II Gram Panchayat

ইটিপি -এর সার্বিক পরিচালনা এবং এএমসি

বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ১২-এএমসি-ইটিপি-এনজেপি-২৪; তারিখ ঃ ০৪-০৯-২০২৪; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** ০২ (দুই) বছরের জন্য আরওএইচ/নিউ জলপাইগুড়িতে ধারণক্ষমতা ৫০ কেএলডি -এর সঙ্গে ইটিপি -এর সার্বিক পরিচালনা এবং এএমসি। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১০,৪৫,৫৬০.৬৬/- টাকা; **বায়না মূল্য ঃ** ২০,৯০০/- টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় **১৫:০০** ঘন্টায় এবং **খোলা ২৭-০৯-২০২৪** তারিখে **১৫:৩০** ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্যের জন্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট দেখুন।

সিনিয়র ডিএমই, কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

ওএইচই য়্যারেঞ্জমেন্টের নবীকরণ

ই-টেণ্ডার নোটিস সংখ্যা. টিআরডি-এলএমজি-১০ অফ ২০২৪-২৫ তারিখঃ ০৫-০৯-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **টেণ্ডার সংখ্যা. ইএল-টিআরডি-এলএমজি-ওএইচই-এমওডি-২৩আর। কাজের নামঃ** লামডিং মণ্ডলের অন্তর্গত নারেঙ্গি-পানীখাইটির (আপ/ডাউন লাইন) মধ্যের সীএইচ. ২২/৫-৬ কিলোমিটারে স্থিত (এসটি-২০) একটি (০১) ১২ মিটার প্রস্থের স্টীল গার্ডার আরওবির প্রস্তাবিত প্রারম্ভের জন্যে উপযোগী হওয়া সুরক্ষামূলক স্ক্রীণ, আর্থিং এবং বণ্ডিং, সুরক্ষা সামগ্রী/বোর্ড আদির ব্যবস্থা করা এবং বিদ্যমান ওএইচই য়্যারেঞ্জমেন্টের নবীকরণ। **টেণ্ডার রাশিঃ** ১৬,০৭,২৭৫.৩১/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ৩২,২০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ ৩০-০৯-২০২৪** তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেণ্ডারের টেণ্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিইই/টিআরডি এণ্ড জিএস/লামডিং

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

DHULASIMA GRAM PANCHYAT
NOTICE INVITING E-TENDER

Office of the Dhulasimla Gram **Panchayat Nit no.-27 to 38** Bid Submission End date: **17/09/2024 at 5.00 PM.** Opening Date: **19/09/2024 at 5.30 PM. https://www.wbtenders.gov.in**

আমমোক্তারনামা

সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, নদিয়া জেলার নাকাশীপাড়া ব্লকের অন্তর্গত ৪৮ নং ক্ষিদিরপুর মৌজার অধীন ১৭০৩ এল.আর. খতিয়ানভুক্ত আর.এস. ৫১১ এবং এল.আর. ১১৮০ দাগের ১৬৫ শতক জমির মধ্যে মাত্র ৬০ শতক জমি মহ: সফিউল্লা সেখ, পিতা- মৃত মহ: দিদার আলী সেখ, সাং- চেঙ্গা মধ্যপাড়া, পোষ্ট:- পাটিকাবাড়ী, থানা - নাকাশীপাড়া, নদীয়া-র নিকট হতে বেথুয়াডহরী এ.ডি.এস.আর. অফিসে I-৮৫৩৪/(২৬/০৯/২০২২) নং আমমোক্তারনামা বলে ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়ে অমিত কুমার বাড়ৈ, পিতা- মৃত অনিল কুমার বাড়ৈ, সাং- বেথুয়াডহরী নিচুবাজার, পোষ্ট- বেথুয়াডহরী, থানা - নাকাশীপাড়া, জেলা- নদীয়া উক্ত সম্পত্তির মাত্র ১০ শতক পুষ্পরাণী চৌধুরী, স্বামী- বিরল চৌধুরি, সাং - লালবাজার মাঠপাড়া, পোষ্ট:- লালবাজার, থানা- তেহট্ট, জেলা-নদীয়া-কে বেথুয়াডহরী এ.ডি.এস.আর অফিসে বিক্রয় করেন, যার দলিল নং- I-২০৪৮/ (০৭/০৩/২০২৪)। সেইমত নাকাশীপাড়া বি.এল. এন্ড এল.আর.ও অফিসে উক্ত পুষ্পরাণী চৌধুরী নাম পত্তনের জন্য আবেদন করেছেন। এ বিষয়ে কোনও ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের কোন প্রকার আপত্তি বা অভিযোগ থাকলে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে নাকাশীপাড়া বি.এল.এন্ড এল.আর.ও. অফিসে যোগাযোগ করুন। অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্যাদি সম্পন্ন করা হবে।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা আমার মক্কেল নাছিমা বিবি খাতুন, স্বামী আনোয়ার মন্ডল, সাং- ধলপাড়া, পোঃ- ত্রিমোহিনী, থানা হিলি, জেলা- দক্ষিন দিনাজপুর এর নির্দেষানুক্রমে সর্বসাধারানকে জানানো যাইতেছে যে, আমার উপরোক্ত নামীয় মক্কেল এর আধার কার্ডে (যাহার নং- 3315 4138 0960) তাহার নাম যথাযথ ভাবে নাছিমা বিবি খাতুন, স্বামী আনোয়ার হোসেন মন্ডল উল্লেখিত রহিয়াছে এবং তাহার ভোটার কার্ডে (যাহার নং- CTB1910264) তাহার নাম নাছিমা বিবি খাতুনা, স্বামী আনোয়ার হোসেন মন্ডল হিসাবে উল্লেখিত রহিয়াছে অপরদিকে তাহার নামীয় দক্ষিন দিনাজপুর জেলাধীন বালুরঘাট থানার অন্তর্গত বেলপুকুরিয়া মৌজার (জে.এল. ২১৩) ৩৪৬ নং এল.আর. খতিয়ানে তাহার নাম নাছিমা বিবি, স্বামী আনোয়ার হোসেন মন্ডল হিসাবে উল্লেখিত রহিয়াছে উক্ত কারনে তিনি মাননীয় জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট (ফাস্ট ক্লাস), বালুরঘাট, দক্ষিন দিনাজপুর এর নিকট হইতে উক্ত বিষয়ে এভিডেভিট করেন যাহার নং ৭১৮৫, তাং- ১৯।০৬।২০২৪। এক্ষনে তিনি তাহার নামীয় উপরোক্ত ৩৪৬ নং এল.আর, খতিয়ানে উল্লেখিত নাম নাছিমা বিবি খাতুন, স্বামী আনোয়ার মন্ডল হিসাবে সংশোধন করিতে ইচ্ছুক। উক্ত মর্মে অত্র বিজ্ঞপ্তি জারি করা হইল। উক্ত বিষয়ে কাহারো কোনরূপ আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৭ (সাত) দিনের মধ্যে নিম্ন সাক্ষরকারীর নিকট যোগাযোগ করিবেন।

শ্রী যোগেশ পারখ, আইনজীবি,
দক্ষিন দিনাজপুর জেলা আদালত,
বালুরঘাট পোঃ ও থানাঃ বালুরঘাট,
জেলাঃ দক্ষিন দিনাজপুর
পিন কোড- ৭৩৩১০১,
ফোন নং- ৯০০২৫৮০৭০৯

GOVT OF WEST BENGAL
OFFICE OF THE BLOCK DEVELOPMENT OFFICER
SHYAMPUR–II DEVELOPMENT BLOCK
SASATI,HOWRAH,711312

Tender Ref No-WB/HOW/SHY-II/NIT-05/2024-25 Vide Memo No-2204/ Shy-II Dated-09.09.2024 On line e-Tender are Invited from Bona fide Contractor for this work. The details of Tender and Tender document will be made available on website https://wbtenders.gov.in. The last date of tender submission-25.09.2024 at 10.00 AM.

SD/- BLOCK DEVELOPMENT OFFICER
SHYAMPUR –II DEVELOPMENT BLOCK
SASATI,HOWRAH,711312

Chakpara Anandanagar Gram Panchayat
Bhattanagar, Liluah, Howrah

NOTICE INVITING e-TENDER

e-Tender are hereby invited from the experienced, bonafied and re-sourceful bidders for 10 Nos. development works vide **NIT NO-(1) WB/HWH/BJPS/CAGP/NIT10/24-25, (2)WB/HWH/BJPS/CAGP/NIT11/24-25, (3) WB/HWH/BJPS/CAGP/NIT12/24-25,(4)WB/HWH/BJPS/CAGP/NIT13/24-25, (5)WB/HWH/BJPS/CAGP/NIT14/24-25, (6)WB/HWH/BJPS/CAGP/NIT15/24-25, (7)WB/HWH/BJPS/CAGP/NIT16/24-25, (8)WB/HWH/BJPS/CAGP/NIT17/24-25, (9)WB/HWH/BJPS/CAGP/NIT18/24-25, (10)WB/HWH/BJPS/CAGP/NIT19/24-25, Date: 07/09/2024**. Bid submission start date: **07/09/2024 from 06:00 PM**. Bid submission end date: **12/09/2024 up to 06:00 PM**. Bid opening date: **17/09/2024 at 10:30 AM**. Details are available in **https://wbtenders.gov.in & https://etender.wb.nic.in** and Office Notice Board.

Sd/-
Pradhan
Chakpara Anandanagar Gram Panchayat

e – Tender Notice

e-Quotation is invited for works as follows :

1. Name of work:- Annual comprehensive maintainance of Air-conditioning machines installed at different officer's room of HRBC, during the period from 1st october 2024 to 30th september 2025 i.e. 12 months.
   Tender ID -2024_HRBC_747403_1
2. Name of work:- Annual Maintenance of Telephone line (intercom) at Q.C. Building and new Building under HRBC for the period of 01.10.2024 to 30.09.2025.
   Tender ID -2024_HRBC_747403_2

e-NIQ No. HRBC/JPM (E)/NIQ/14/24-25

Last date of submission of bid (online) is **20.09.2024 up to 10.00 AM.**

Other details may be seen from the website: https://wbtenders.gov.in.

Joint Project Manager (Electrical)
HRBC

TARAKESWAR MUNICIPALITY

e-Tender Notice

The Chairman, Tarakeswar Municipality invites of e-tender for following Development work within Tarakeswar Municipality:

Sl. No.	Tender for	e-Bid submission start date	e-Bid submission end date	Technical Bid Opening date
1	2024_MAD_747217_1	10.09.2024	20.10.2024	23.10.2024

Details information will be available from the website- http://wbetenders.gov.in

Chairman
Tarakeswar Municipality

ABRIDGED TENDER NOTICE

The Ex-officio Manager, GPW/WBFDCL & DCF, URF invites Tender Notice for various works:-

NIT No.	Name of Projects	Bid submission Start Date	Last Date of Bid Submission
81 to 90/GPW/ WBFDC/2024-25	Yearwise maintenance of different type of plantation at ECL land.	10.09.2024	19.09.2024

Further details can be seen at https://wbtenders.gov.in

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Water Supply), GRWW, KMC invites e-tender for the following works:

(1) NIT No. : EE/WS/GRWW/RWPS/24-25/eT-31
Name of the work: **Refurbishment of HT VCB Switch Gear against Incomer Feeder No. 1 & Motor Feeder No. 3 at RWPS Ph-II of GRWW.** Estimated amount: ₹ **2,93,091.00.** Earnest money: ₹ **5,862.00.** Period of completion: **10 days.**

(2) NIT No. : EE/WS/GRWW/RWPS/24-25/eT-32
Name of the work: **Supply, fitting fixing of new components for replacing damaged ones of rotating assembly of pump no. 4 at RWPS Ph-III under GRWW.** Estimated amount: ₹ **2,96,051.00.** Earnest money: ₹ **5,922.00.** Period of completion: **10 days.**

(3) NIT No. : EE/WS/GRWW/RWPS/24-25/eT-33
Name of the work: **Maintenance for pump and pumping accessories at RWPS Ph-II, GRWW.** Estimated amount: ₹ **2,69,325.00.** Earnest money: ₹ **5,387.00.** Period of completion: **180 days.**

(4) NIT No. : EE/WS/GRWW/RWPS/24-25/eT-34
Name of the work: **Supply, fitting fixing of new components for replacing damaged ones of rotating assembly of pump no. 4 of RWPS PH-II under GRWW.** Estimated amount: ₹ **4,55,587.00.** Earnest money: ₹ **9,112.00.** Period of completion: **12 days.**

(5) NIT No. : EE/WS/GRWW/RWPS/24-25/eT-35
Name of the work: **Painting of M.S. fabricated jetty at RWPS Ph-I of GRWW.** Estimated amount: ₹ **2,91,247.00.** Earnest money: ₹ **5,825.00.** Period of completion: **22 days.**

(6) NIT No. : EE/WS/GRWW/RWPS/24-25/eT-36
Name of the work: **Replacement of the damaged components of impeller of pump no. 2 to revive the same as ready standby at RWPS Ph-I under GRWW.** Estimated amount: ₹ **2,81,016.00.** Earnest money: ₹ **5,621.00.** Period of completion: **10 days.**

(7) NIT No. : EE/WS/GRWW/RWPS/24-25/eT-37
Name of the work: **Improvement of illumination system of RWPS Ph-I pump house and campus under GRWW.** Estimated amount: ₹ **2,93,062.00.** Earnest money: ₹ **5,862.00.** Period of completion: **10 days.**

(8) NIT No. : EE/WS/GRWW/RWPS/24-25/eT-38
Name of the work: **Operation of sump pumps and drinking water pumps at Raw Water Pumping Station Phase-I under GRWW.** Estimated amount: ₹ **2,51,496.00.** Earnest money: ₹ **5,030.00.** Period of completion: **92 days.**

(9) NIT No. : EE/WS/GRWW/RWPS/24-25/eT-39
Name of the work: **Servicing & refilling of existing fire extinguishers of various capacity at RWPS Ph-I, Ph-II & Ph-III under GRWW.** Estimated amount: ₹ **1,75,791.00.** Earnest money: ₹ **3,516.00.** Period of completion: **07 days.**

(10) NIT No. : EE/WS/GRWW/RWPS/24-25/eT-40
Name of the work: **Manufacturing, supply & fitting fixing of M.S fabricated guard wall against 1800 mm dia. suction main 2 to protect it from land sliding of River bank at the jetty of RWPS-III, GRWW.** Estimated amount: ₹ **2,68,897.00.** Earnest money: ₹ **5,378.00.** Period of completion: **07 days.** Last date and time of receipt/opening of tender (online): **21.09.2024 at 2 pm/23.09.2024 at 2.30 pm (For Sl. No. 1 to 10).** The bid forms and other details will be available shortly from the website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 10).**

The Executive Engineer (Water Supply), BR-XVI, KMC invited e-tender for the following works:

(1) NIT No. : KMC/WS/JOKA/14/2024-25
Name of the work: **Improvement of existing W/S network by laying of new 100 mm dia. D.I. pipe at Talpukur Road from Pr. No. 80/27 to 80/30, Bagpota Road from T21 to T/26/1, D. Behala Road from 644 to 416 and C-29/16D to C-25/14/6 in Ward No.-126, BR-XVI.** Estimated cost of the work: ₹ **2,55,061.08.** Earnest money: ₹ **5,200.00.** Period of completion: **15 days.**

(2) NIT No. : KMC/WS/JOKA/13/2024-25
Name of the work: **Development of water supply network by leakage repairing work of existing 300 mm dia. reservement pipe and 200 mm service pipe and its related work at different location in Ward No.-126 under BR-XVI.** Estimated cost of the work: ₹ **2,50,035.12.** Earnest money: ₹ **5,100.00.** Period of completion: **18 days.**

(3) NIT No. : KMC/WS/JOKA/15/2024-25
Name of the work: **Development of existing water supply service network by repairing of damaged service pipe of different dia., G.I. pipe and its allied work at Bidhan Pally, 22 Bigha, Nabapally Road Indra Park etc. in Ward No.-143, BR-XVI.** Estimated cost of the work: ₹ **2,51,603.01.** Earnest money: ₹ **5,100.00.** Period of completion: **24 days.** Last date of submission of bid: **25.09.2024 - 5 pm (For Sl. No. 1 to 3).** Tender will be opened on: **30.09.2024 - 1 pm (For Sl. No. 1 to 3).** The bid forms and other details are available on and from **13.09.2024 at 5 pm (For Sl. No. 1 to 3).** The website: **https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 1 to 3).**

The Controlling Officer (I.T.), KMC is inviting e-tender for the following work:

NIT No. : KMC/IT/07/2024-2025
Name of the work: **Comprehensive annual maintenance contract of 4 (Four) numbers of online UPS for KMC-Net Project under Kolkata Municipal Corporation.** Earnest money: ₹ **5,000.00.** Cost of tender: **NIL.** Project period: **1 year.** Last date & time for submitting bids: **21.09.2024 upto 2 pm.** Tender document will be available on and from **10.09.2024 from 11.30 am** from the websites **https://www.kmcgov.in** and **https://wbtenders.gov.in**. e-Tenders are to be submitted at **https://wbtenders.gov.in**

The Executive Engineer (Roads), KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/ROADS/2024-2025/340 (1st Call)
Name of the work: **Repairing of road at different places of P. A. Shah Connector, P. Majumder Road under BR-XII.** Estimated amount (including GST & CESS): ₹ **4,95,468.67 (excluding contingency amount).** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **180 days.**

(2) NIT No. : KMC/ROADS/2024-2025/338 (1st Call)
Name of the work: **Repairing of road at different places of Golf Club Road, P.G.M. Shah Road, Ram Thakur Sarani under BR-X.** Estimated amount (including GST & CESS): ₹ **4,95,138.64 (excluding contingency amount).** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **180 days.**

(3) NIT No. : KMC/ROADS/2024-2025/461 (1st Call)
Name of the work: **Painting of kerb & railing at N.S.C. Bose Road near Garia More, Malancha Cinema and Tollygunge Tram Depo under BR-X.** Estimated amount (including GST & CESS): ₹ **2,42,018.22 (excluding contingency amount).** Earnest money: ₹ **4,900.00.** Period of completion: **15 days.**

(4) NIT No. : KMC/ROADS/2024-2025/454 (1st Call)
Name of the work: **Painting of kerb & railing at N. R. Avenue in Ward No.-81, BR-X.** Estimated amount (including GST & CESS): ₹ **2,27,796.31 (excluding contingency amount).** Earnest money: ₹ **4,600.00.** Period of completion: **15 days.**

(5) NIT No. : KMC/ROADS/2024-2025/342 (1st Call)
Name of the work: **Repairing of road at different places of Ballygunge Park Road, Atal Sur Road, Gobinda Khatick Road, Bondel Road under BR-VII.** Estimated amount (including GST & CESS): ₹ **4,95,297.30 (excluding contingency amount).** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **180 days.**

(6) NIT No. : KMC/ROADS/2024-2025/349 (1st Call)
Name of the work: **Painting of kerb at B. P. Connector (both flank), from I-161 to K-231 and C1/1 to B-236, B. P. Township under BR-XII.** Estimated amount (including GST & CESS): ₹ **1,81,864.08 (excluding contingency amount).** Earnest money: ₹ **3,700.00.** Period of completion: **30 days.**

(7) NIT No. : KMC/ROADS/2024-2025/362 (1st Call)
Name of the work: **Painting of kerb & railing at R. B. Connector from K. N. Sen Road to Dhanwantari Medical Shop under BR-XII.** Estimated amount (including GST & CESS): ₹ **4,99,381.25 (excluding contingency amount).** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **30 days.**

(8) NIT No. : KMC/ROADS/2024-2025/284 (2nd Call)
Name of the work: **Repairing of road at different places of Atul Sur Road, G. K. Road and Christopher Road under BR-VII.** Estimated amount (including GST & CESS): ₹ **4,92,707.16 (excluding contingency amount).** Earnest money: ₹ **9,900.00.** Period of completion: **60 days.** Last date and time of submission of bid(s): **21.09.2024 - 12 noon (For Sl. No. 1 to 8).** The bid forms and other details are available on and from **10.09.2024 (12 noon) (For Sl. No. 1 to 8).** The website: **https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 1 to 8).**

(557/24-25)

মাঠে নামতে মুখিয়ে রয়েছেন ম্যাকলারেন, খেলবেন কত নম্বর জার্সিতে?

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ সেপ্টেম্বরঃ নয়া ফুটবল সিজনের কথা মাথায় রেখে এবার জেমি ম্যাকলারেনকে সই করিয়েছে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। যা নিঃসন্দেহে বড়সড় চমক। গত কয়েক মরসুমে অস্ট্রেলিয়ান লিগেই খেলেছেন এই তারকা। যার মধ্যে অধিকাংশ সময় তিনি কাটিয়েছেন মেলবোর্ন সিটিতে। সেখানে টানা পাঁচবার সোনার বুট জয় করেছিলেন তিনি। এমনকি লিগের ইতিহাসে সর্বোচ্চ গোলদাতা হিসেবে ও নির্বাচিত হয়েছিলেন এই তারকা ফুটবলার। সবদিক মাথায় রেখেই তাঁকে দলে টানে সবুজ-মেরুন। সেইমতো গত জুলাই মাসের শেষের দিকেই শহরে এসে গিয়েছেন জেমি। পরবর্তীতে বাগান অনুশীলনে যোগদান ও করতে দেখা গিয়েছিল

তাঁকে। কিন্তু সেখানে ফিজিক্যাল ট্রেনিংয়ের পাশাপাশি অন্যান্য বেশকিছু ক্ষেত্রে সক্রিয়তা দেখান এই অজি তারকা। কিন্তু চোটের কারণে বল পায়ে নামতে অনেকটাই দেরী হয়ে যায় এই তারকার। পূর্বে শহরের এক বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা করানো হয়েছিল জেমি ম্যাকলারেনকে। কিন্তু পরবর্তী ক্ষেত্রে চোটের পরিস্থিতি বুঝতে সপ্তাহ কয়েক আগেই মুম্বই পাঠানো হয়েছিল তাঁকে। তবে বর্তমানে বল পায়ে অনুশীলনে নেমে পড়েছেন এই অজি তারকা। পাশাপাশি ফিজিক্যাল ট্রেনিং এবং রিহ্যাবের দিকে ও জোর দেন জেমি ম্যাকলারেন। তিনি যে মাঠে নামতে মুখিয়ে রয়েছেন তা বলাই চলে। এসবের মাঝেই রবিবার রাতে নিজের সোশ্যাল সাইটে সবুজ-মেরুনের অনুশীলনের জার্সির ছবি শেয়ার করেন এই অজি গোলমেশিন। সেই অনুযায়ী আগত আইএসএল মরসুমে ২৯ নম্বর জার্সি পড়ে মাঠে নামতে চলেছেন বাগানের এই অজি বিশ্বকাপার। ডুরান্ড কাপে নামা সম্ভব না হলেও আইএসএল থেকেই নিজের সেরাটা দিতে চান জেমি ম্যাকলারেন।

প্যারিসের পর এবার চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি

হকিতে জাপানকে গুঁড়িয়ে দাপট ভারতের

হুলুনবার, ৯ সেপ্টেম্বরঃ প্যারিস অলিম্পিকের পর থেকেই সাফল্য যেন পিছু ছাড়ছে না ভারতীয় হকি দলের। প্যারিস অলিম্পিকে ব্রোঞ্জ জিতে দেশের নাম উজ্জ্বল করেছিলেন শ্রীজেশ-সুখজিৎ-উত্তমরা। অলিম্পিকের হিরো শ্রীজেশ দেশকে পদক জেতানোর পরই অবসর নিয়েছেন। তবে শ্রীজেশ অবসর নিলেও পারফরম্যান্সের ধারা অব্যাহত ভারতীয় হকি দলের। চলতি এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে খেলতে নেমেই ৫-১ গোলে জাপানকে হারালো ভারত। এদিন জাপানকে হারানোর সৌজন্যে পর পর দুটি ম্যাচ জিতে পয়েন্ট টেবিলে নিজেদের শীর্ষস্থান ধরে রাখলো ভারত। চিনের মোকি ট্রেনিং বেসে জাপানের বিরুদ্ধে খেলতে নেমে ধ্বংসাত্মক মেজাজেই শুরু করে টিম ইন্ডিয়া। ম্যাচের মাত্র দু মিনিটেই গোল করেন ভারতের তারকা খেলোয়াড় সুখজিৎ সিং। মুহূর্তের মধ্যেই ফের আক্রমনে যায় হরমনপ্রীত সিংয়ের দল। এবার গোল করেন অভিষেক নয়ন। অভিষেকের গোলের ফলে প্রথমার্ধে জাপানের থেকে ২-০ গোলে এগিয়ে থাকে ভারত। প্রথমার্ধে ২৭ মিনিটের মাথায় আরও একটি সুযোগ মিস না হলে হয়তো স্কোরলাইন হতো ৩-০। দ্বিতীয়ার্ধে ভারতের হয়ে তৃতীয় গোলটি করেন সঞ্জয় রানা। তবে এদিন ম্যাচের তৃতীয়ার্ধ ছাড়া সেভাবে খেলতে পারেনি ফুশিয়ামা রাইকার দল। তৃতীয়ার্ধে জাপানের মুশতোমো গোল করে দলকে কিছুটা ম্যাচে ফেরান। ভারতীয় ডিফেন্ডার যোগরাজ সিংকে পরাস্ত করে এদিন মুশতোমোর গোলটা ম্যাচের অন্যতম হাইলাইটস থাকবে। তবে সেটি করেও লাভ হয়নি জাপানের। ভারতের হয়ে চতুর্থ গোলটি করেন

স্ট্রাইকার উত্তম সিং। এরপরই চতুর্থার্ধে শেষের দিকে ভারতের হয়ে পঞ্চম গোলটি করে জাপানের কফিনে শেষ পেরেকটি পোতেন ভারতের সুখজিৎ সিং। এদিন ম্যাচে ভারতের হয়ে জোড়া গোল করে বেশ আত্মবিশ্বাসী সুখজিৎ বলেন, ''ভারতের হয়ে গোল করাটা সবসময়ই খুব সুখকর। নিজের সেরাটা দিয়েই সাফল্য পেয়েছি। জোড়া গোল করে নিজেকে বেশ ফুরফুরে লাগছে।'' প্রসঙ্গত চলতি এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের শুরুতে আয়োজক দেশ চিনকে ৩-০ গোলে হারিয়েছিল গতবারের বিজয়ী ভারত। এবার জাপানের বিরুদ্ধে জিতে নিজের শীর্ষস্থান ধরে রাখল টিম ইন্ডিয়া। তবে জাপানের বিরুদ্ধে এই জয় যে আগামী দিনে ভারতীয় হকি দলকে এককদম এগিয়ে রাখবে সে বিষয়ে কোনো দ্বিমত নেই।

গম্ভীরের পরিবর্ত খুঁজতে প্রাক্তন নাইটদের ওপরেই ভরসা করতে পারে কেকেআর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ সেপ্টেম্বরঃ শেষ হয়েছে আইপিএল ২০২৪। আসতে চলেছে আইপিএল ২০২৫-এর জন্য মেগা অকশন। তার আগে সব দলই তাদের কোচিং লাইনআপকে গুছিয়ে নিতে চাইছে। কারণ অকশনে কোন খেলোয়াড়কে নেওয়া হবে তা অনেকটাই নির্ভর করে দলের কোচের উপর। কলকাতা নাইট রাইডার্স ২০২৪ ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের চ্যাম্পিয়ন। ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন হিসেবে খেলতে নামবে ২০২৫ আইপিএল। ইতিমধ্যেই কলকাতার মেন্টর গৌতম গম্ভীর জাতীয় দলের কোচ হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন, সেই জায়গায় কে বসবে তার খোঁজ শুরু করেছে ম্যানেজমেন্ট। প্রাথমিকভাবে কিছু নাম ঘোরাফেরা করছে। শোনা যাচ্ছে এক অস্ট্রেলিয় কোচকেও পছন্দ হয়েছে ম্যানেজমেন্টের, যার আগে আইপিএল চ্যাম্পিয়ন হওয়ার অভিজ্ঞতা আছে। প্রাক্তন কেকেআর অলরাউন্ডার জ্যাক কালিসও অন্যতম যিনি মেন্টর হওয়ার দৌড়ে এগিয়ে রয়েছেন। কলকাতার হয়ে খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে এই প্রাক্তন প্রোটিয়া অলরাউন্ডারের। অন্যদিকে, আরও একজন হলেন প্রাক্তন কিংবদন্তি অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটার রিকি পন্টিং। সম্প্রতি দিল্লি ক্যাপিটালসের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলেন তিনি। এবার তাঁর উপর নজর কেকেআর-এর।

৯ ম্যাচে ১৭ গোল! ব্যালন ডি'অর তালিকায় বাদ পরেই সরব ব্রাজিলিয়ান এই তারকা

সাও পাওলো, ৯ সেপ্টেম্বরঃ ব্রাজিলের হয়ে নেইমারের অনুপস্থিতিতে কোপা খেলতে নেমে নিজের পারফরম্যান্সের দরুন চমকে দিয়েছেলেন সমগ্র ফুটবল বিশ্বকে। এছাড়াও চ্যাম্পিয়ন্স লীগের সফলতম ক্লাব রিয়্যাল মাদ্রিদের নিয়মিত সদস্য তিনি। তবে গত মরসুমে চ্যাম্পিয়নস লিগ, লা লিগা ও স্প্যানিশ সুপার কাপ জিতেও মোটেই সন্তুষ্ট নন মাদ্রিদের বিখ্যাত ১১ নং জার্সি গায়ে চাপানো ফরোয়ার্ড রদ্রিগো। গত বুধবার রাতে এ বছর ব্যালন ডি'অর পুরস্কারের জন্য মনোনীত ৩০ জনের তালিকা প্রকাশ করা হয়ে গেছে। আর এই মনোনয়নে সতীর্থ ভিনিসিয়াস জুনিয়রের নাম থাকলেও নিজের নাম না দেখতে পেয়ে ক্ষুব্ধ হয়েছেন তিনি। গতকাল এক সংবাদমাধ্যমকে রদ্রিগো জানান 'এটা আমার প্রাপ্য ছিল'। রিয়ালের হয়ে গত মরশুমে ৩টি শিরোপা জেতাতে অন্য সতীর্থদের মতো রদ্রিগোরও অবদান কম ছিল না। 'লস ব্লাঙ্কোস' দের হয়ে ২৩ বছর বয়সী এই ফুটবলার ২০২৩-২৪ মরশুমে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে রিয়ালের হয়ে করেছেন ১৭ গোল। এছাড়াও আসিস্ট রয়েছে ৯ টি। কিন্তু তাঁর এই দারুণ পারফরম্যান্সও ব্যালন ডি'অরে মনোনীত হওয়ার জন্য যথেষ্ট হয়নি। যা দেখে স্বভাবতই হতাশ হয়েছেন তরুণ ব্রাজিলিয়ান স্ট্রাইকার। এদিন এক সংবাদমধ্যমকে তিনি বলেন, ''আমার মন খারাপ হয়েছিল। আমি মনে করি, এটা আমার প্রাপ্য ছিল। ৩০ জনের তালিকায় থাকা খেলোয়াড়দের আমি ছোট করতে চাই না। কিন্তু সেখানে আমার জায়গা হতে পারত। এটা আমার জন্য বিস্ময়কর ব্যাপার ছিল। কিন্তু এটা নিয়ে আমার তেমন কিছু করার নেই, এসব ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আমি কেউ নই।'' তবে রদ্রিগোকে ব্যালন ডি'অরের শীর্ষ ৩০ জনের তালিকায় না দেখে ব্রাজিলের নেইমার

জানিয়েছেন তিনি তাঁর জাতীয় দলের সতীর্থকে শীর্ষ পাঁচে দেখেন। ব্যালন ডি'অরে মনোনীত ৩০ জনের তালিকায় জায়গা না হলেও কার্লো আনচেলত্তির দলে নিজেকে একরকম অপরিহার্য সদস্য হিসেবে গড়ে তুলেছেন রদ্রিগো। কোচের চাওয়ামতো যেকোনো পজিশনে খেলতে পারেন বলেই ফরাসি সুপারস্টার কিলিয়ান এমবাপে রিয়ালে আসার পরও একাদশে নিয়মিত জায়গা করে নিচ্ছেন। এছাড়াও সেন্টার ফরোয়ার্ড কিংবা রাইট উইং দুই ভূমিকাতেই সাফল্য পেয়েছেন তিনি । গতি, পাসিং, ড্রিবলিং, ফিনিশিংয়েও বেশ দক্ষ এই 'সেলসাও' স্ট্রাইকার। প্রসঙ্গত বিশ্বকাপ কোয়ালিফায়ার ম্যাচে শনিবার ইকুয়েডরের বিপক্ষে ব্রাজিলকে জিতিয়ে ম্যাচসেরার স্বীকৃতি পেয়েছেন তিনি। তাই ব্যালন ডি অরের তালিকায় নাম না দেখে ক্ষুব্ধ হওয়াটাই বেশি স্বাভাবিক তাঁর কাছে। তবে এসব এখন মাথায় রাখছেন না রিয়্যাল মাদ্রিদ তারকা। আগামী বুধবার সকালে বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ম্যাচে প্যারাগুয়ের মাঠে খেলবে ব্রাজিল। সেটিকেই এখন পাখির চোখ করছেন রদ্রিগো।

বাংলাদেশ টেস্টে শিঁকে ছেড়েনি মুকেশ কুমারের, হতবাক সৌরভ

'টেস্টে সর্বকালের সেরাও হতে পারবে ঋষভ পন্থ'

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ সেপ্টেম্বরঃ অপেক্ষার পালা শেষ। রবি-রাতে ভারত-বাংলাদেশ প্রথম টেস্ট ম্যাচের স্কোয়াড ঘোষণা করেছে বিসিসিআই। সেপ্টেম্বরের ১৯ তারিখ থেকে চেন্নাইয়ে শুরু ভারত-বাংলাদেশ টেস্ট সিরিজ। পাকিস্তানকে রাওয়ালপিন্ডিতে জোড়া টেস্টে হারিয়ে ভারত সফরে আসবেন সাকিব আল হাসানরা। টাইগার্সদের হারিয়ে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে সুবিধাজনক জায়গায় যেতে চায় রোহিত শর্মার ভারত। ১৫ সদস্যের যে ভারতীয় স্কোয়াড ঘোষণা হয়েছে, তাতে বাংলার আকাশ দীপ সুযোগ পেয়েছেন। কিন্তু শিঁকে ছেড়েনি মুকেশ কুমারের। যা দেখে হতাশই হয়েছেন দেশের প্রাক্তন ক্যাপ্টেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। আকাশ দীপ বাংলাদেশের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে সুযোগ পাওয়ায় খুশি সৌরভ। কিন্তু একইসঙ্গে মুকেশের নাম এই স্কোয়াডে না দেখে খানিকটা হতাশ হয়েছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ''আকাশ দীপ তরুণ বোলার। বাংলার দুর্দান্ত জোরে বোলার। ও সিরাজ এবং সামির মতোই দ্রুত। তবে মুকেশ কুমারের নাম না দেখে অবাক হয়েছি। ওকে ইংল্যান্ডে দেখতে চাই।'' ২০২৫ সালে রয়েছে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনাল। তা হবে লর্ডসে। সেখানে মুকেশকে দেখতে চান সৌরভ। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে মুকেশের নাম না দেখে অবাক হওয়া সৌরভ এও বলেন, ''মুকেশ কুমার বাংলায় যখন এসেছিল সাধারণ বোলার ছিল। হয়তো ওদের নামের পাশে বাঙালি পদবি নেই। মুম্বইতেও তো অনেকে খেলে, যারা মহারাষ্ট্রের নয়। আমি চাইব ভারতীয় টিমে আরও বাঙালি আসুক। শেষে খেলেছে ঋদ্ধিমান সাহা। বাংলার হয়ে খেলা সামি, মুকেশরা আজ এই জায়গাতে পৌঁছেছে। সাধারণ ক্রিকেটার ছিল।

সিএবি কোচদের অধীনে আরও ভালো হয়েছে ওদের পারফর্ম্যান্স। খেলায় উন্নতি করেছে ওরা। মুকেশ বাংলার বোলার। ওকে জাতীয় দলে দেখতে চাই।'' ভারতের বোলিং বিভাগ যে শক্তিশালী, সে কথাও উল্লেখ করতে ভোলেননি সৌরভ। তিনি বলেন, ''জসপ্রীত বুমরা, আকাশ দীপ, যশ দয়াল, মহম্মদ সিরাজ খুব ভালো বোলিং আক্রমণ হবে। ভারতের স্পিন বিভাগ শক্তিশালী। চেন্নাইয়ে ৪ সেরা স্পিনার একসঙ্গে খেললে ভালো হবে। ভারতে স্পিনারদের গুরুত্ব রয়েছে। তবে আসল টেস্ট তো অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে হবে। আর আগামী বছরের জুলাই মাসে ইংল্যান্ডের মাটিতে হবে।'' ঋষভ পন্থের টেস্ট প্রত্যাবর্তনে উচ্ছ্বসিত মহারাজ। দীর্ঘদিন পর লাল বলের ক্রিকেটে ফিরেছেন তরুণ উইকেটকিপার ব্যাটার। দলীপ ট্রফিতে ইন্ডিয়া-বি টিমের হয়ে প্রথম রাউন্ডে খেলেছেন পন্থ। ক্রিকেট মহলে শোনা যাচ্ছিল, দলীপের প্রথম রাউন্ডের ম্যাচ শেষ হলেই ভারত-বাংলাদেশ টেস্ট সিরিজের জন্য টিম ইন্ডিয়ার স্কোয়াড ঘোষণা হবে। হলও তাই। রবি-রাতে ভারত-বাংলাদেশের প্রথম টেস্ট ম্যাচের জন্য ভারতীয় স্কোয়াড ঘোষণা হয়েছে। তাতে প্রত্যাশা মতো ফিরেছেন ঋষভ পন্থ। সোমবার শহরে এক অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে সৌরভ ঋষভ পন্থের টেস্টে খেলা নিয়ে এক ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। টেস্ট ক্রিকেটে ঋষভ পন্থ সেরা। ভবিষ্যতে তাঁর মধ্যে সর্বকালের সেরা টেস্ট ব্যাটার হওয়ার লক্ষণও দেখছেন মহারাজ। তাঁর কথায়, ''ভারতের অন্যতম সেরা টেস্ট ব্যাটার ঋষভ পন্থ। টেস্টে পরবর্তীতে ও সর্বকালের সেরাও হতে পারবে। ক্ষুদ্রতম ফর্ম্যাটে ওকে আরও ভালো পারফর্ম করতে হবে।'' পন্থকে নিয়ে সৌরভের যে ভবিষ্যদ্বাণী তা কি পূরণ হবে? পুরোটাই নির্ভর করছে রুরকির ক্রিকেটারের টেস্ট টিমে প্রত্যাবর্তন এবং আগামীতে তাঁর পারফরম্যান্স কেমন হয়, তার উপর। সামনেই বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ভারতের টেস্ট সিরিজ। সেখানে এ বার খেলবেন পন্থ। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ভারতের টেস্ট সিরিজ ভালোই হবে, আশাবাদী সৌরভ। তিনি বলেন, ''পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ অত্যন্ত ভালো খেলেছে। এক স্মরণীয় জয়। রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি, ঋষভ পন্থ, শুভমন গিল, অক্ষর প্যাটেলরা টিমে রয়েছে। একটা শক্তিশালী স্কোয়াড। ভালো ক্রিকেট দেখা যাবে। লড়াইটাও ভালো হবে।'' এই মুহূর্তে পাক ক্রিকেট টিমের অবস্থা ও পারফরম্যান্স নিয়ে দেশ-বিদেশের একাধিক প্রাক্তন ও বর্তমান ক্রিকেটার তাঁজের মতামত জানিয়েছেন। এ বার সৌরভও তা নিয়ে বললেন। তাঁর কথায়, ''বাংলাদেশের বিরুদ্ধে পাকিস্তান টিম ভালো পারফর্ম করতে পারেনি। সত্যিকার অর্থেই পাক ক্রিকেট টিমে যেন প্রতিভার অভাব। পাকিস্তানে অনেক ভালো ভালো ক্রিকেটার ছিল।''

দলীপ ট্রফির দ্বিতীয় ম্যাচে অভিমন্যু ঈশ্বরনের দলে রিঙ্কু সিং

চেন্নাই, ৯ সেপ্টেম্বরঃ দলীপ ট্রফির প্রথম রাউন্ডের চারটি স্কোয়াডের কোনওটিতেই জায়গা হয়নি রিঙ্কু সিংয়ের। রুতুরাজ-শ্রেয়সরা যখন দলীপ ট্রফিতে ব্যস্ত, রিঙ্কু উত্তরপ্রদেশ টি-২০ লিগে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন মীরাট মাভেরিকসকে। এবার বাংলাদেশ সিরিজের জন্য প্রথম সারির তারকারা ভারতের টেস্ট স্কোয়াডে যোগ দিচ্ছেন। ফলে দলীপের স্কোয়াডগুলিতে বেশ কিছু রদবদল করতে হবে জাতীয় নির্বাচকদের। এমন পরিস্থিতিতে রিঙ্কু সিংকে দলীপের দ্বিতীয় রাউন্ডে মাঠে নামতে দেখা যাবে বলে খবর। রিঙ্কু সিংকে ইন্ডিয়া-বি টিমে জায়গা করে দেওয়া হচ্ছে বলে শোনা যাচ্ছে। যার অর্থ, অভিমন্যু ঈশ্বরনের নেতৃত্বে দলীপের দ্বিতীয় ম্যাচে মাঠে নামবেন রিঙ্কু। ইন্ডিয়া-বি টিম থেকে ভারতের টেস্ট স্কোয়াডে সুযোগ পেয়েছেন যশস্বী জসওয়াল, সরফরাজ খান, ঋষভ পন্ত ও যশ দয়াল। রিঙ্কু ছাড়াও দলীপের দ্বিতীয় রাউন্ডের জন্য বি-দলে ঢুকছেন হিমাংশু মন্ত্রী ও সুয়াশ প্রভুদেশাই, এমনটাই খবর।

ইউএস ওপেন জিতে ইতিহাস গড়লেন ইয়ানিক সিনার

নিউ ইয়র্ক, ৯ সেপ্টেম্বরঃ দেড় দশক পর ইউএস ওপেনের ফাইনালে উঠলেন যুক্তরাষ্ট্রের কেউ-টেলর ফ্রিটজের এমন সাফল্য নিয়ে বেশ উচ্ছ্বসিত ছিল উত্তর আমেরিকার দেশটি। তবে ফাইনালে ওঠা পর্যন্তই। ফাইনালে ফ্রিটজকে ৬-৩ ৬-৪ ও ৭-৫ গেমে হারিয়ে ইউএস ওপেন জিতেছেন ইতালির ইয়ানিক সিনার। ২৩ বছর বয়সী সিনারই প্রথম ইতালিয়ান, যিনি ইউএস ওপেন এককে শিরোপা জিতলেন। এ বছর এটি তাঁর দ্বিতীয় গ্র্যান্ড স্লাম জয়। এর আগে অস্ট্রেলিয়ান ওপেন জিতে শুরু হয়েছিল সিনারের। ১৯৭৭ সালে আর্জেন্টাইন টেনিস তারকা গিলের্মো ভিলাসের পর প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে একই মরসুমে নিজের প্রথম দুটি গ্র্যান্ড স্লাম জিতলেন এই ইতালিয়ান। ইতিহাস গড়া ইউএস ওপেন জয়ের পর আবেগাপ্লুত সিনার সাফল্য উৎসর্গ করেছেন তাঁর অসুস্থ আত্মীয়কে, ''আমার আন্টির শরীর ভালো নেই। আমি জানি না, তিনি কত দিন বাঁচবেন। আমার জীবনে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। আমার যদি একটিই চাওয়া থাকে, সেটি হচ্ছে তাঁর সুস্থ হয়ে ওঠা। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে সেটি সম্ভব নয়।'' সিনারের সাফল্য-মেশানো আবেগাপ্লুত হওয়ার দিনটি ফ্রিটজের জন্য ছিল বিপরীত। ২৬ বছর বয়সী এই তরুণের সামনে ছিল ২১ বছর পর প্রথম আমেরিকান হিসেবে গ্র্যান্ড স্লাম জয়ের সুযোগ। তাঁর খেলা দেখতে গ্যালারিতে উপস্থিত ছিলেন ২০০৩ সালে ট্রফি জেতা অ্যান্ডি রডিকও। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রকে আরেকটি ট্রফি এনে দিতে না পারায় ব্যথিত ১২তম বাছাই হিসেবে নামা ফ্রিটজ, ''আমি জানি, আমাদের দেশের মানুষ অনেক দিন ধরে একজন চ্যাম্পিয়নের অপেক্ষা করছে। আমি দুঃখিত যে এ বেলায় আমি সেটা পারলাম না।'' সিনার বছরের শুরুতে নিজের প্রথম গ্র্যান্ড স্লাম জিতেছিলেন ঘুরে দাঁড়ানোর দুর্দান্ত গল্প লিখে। সেবার ফাইনালে দানিল মেদমেদেভের কাছে প্রথম দুই সেটে হেরে যাওয়ার পর জিতেছিলেন পরের তিন সেটে। এবার ইউএস ওপেনের ফাইনালে সে অর্থে তেমন কোনো পরীক্ষাতেই প।তে হয়নি টেনিসের নম্বর ওয়ানকে। জিতেছেন সরাসরি তিন সেটেই।

রোনাল্ডো এবার সুপারসাব, রইল বাকি ৯৯

অসংখ্য সুযোগ হারিয়ে ড্র করতে বসেছিল পর্তুগাল। স্কটল্যান্ড গোলরক্ষক এঙ্গাস গানের নৈপুণ্যে ক্রমেই বাড়ছিল হতাশা। তবে শেষ সময়ে ব্যবধান গড়ে দিলেন ক্রিস্তিয়ানো রোনাল্ডো। টানা দুই জয়ে দলকে নিয়ে গেলেন লিগ ওয়ানের ১ নম্বর গ্রুপের চূড়ায়।

লিসবন, ৯ সেপ্টেম্বরঃ ঘরের মাঠে রবিবার রাতে নেশন্স লিগের ম্যাচে ২-১ গোলে জিতেছে পর্তুগাল। প্রথমার্ধে স্কট ম্যাকটোমিনের গোলে স্কটল্যান্ড এগিয়ে যায়। দ্বিতীয়ার্ধে ব্রুনো ফার্নান্দেজ সমতা ফেরানোর পর দলকে ৩ পয়েন্ট এনে দেন রোনাল্ডো। টানা দুই ম্যাচে গোল করেন পর্তুগিজ মহাতারকা। প্রথম ভালো সুযোগে এগিয়ে যায় স্কটল্যান্ড! সপ্তম মিনিটে কর্নার থেকে বল পেয়ে কেনি ম্যাকলেইন চমৎকার ক্রস বাড়ান ডি বক্সে। ছুটে গিয়ে দারুণ হেডে জাল খুঁজে নেন ম্যাকটোমিনে। প্রথমার্ধে কেবল এই একটি শটই লক্ষ্যে রাখতে পারে সফরকারীরা। শুরু থেকে আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলা পর্তুগাল এরপর ভীষণভাবে চেপে ধরে স্কটিশদের। একের পর এক সুযোগ এলেও সেগুলো কাজে লাগাতে পারেননি রাফায়েল লেয়াও, দিয়োগো জটারা। ত্রয়োদশ মিনিটে লেয়াওয়ের শট বেরিয়ে যায় কাছের পোস্ট ঘেঁষে। গতি ও পায়ের কারিকুরিতে প্রতিপক্ষের দারুণ পরীক্ষা নেওয়া এসি মিলান উইঙ্গার সাত মিনিট পর গোল প্রায় পেয়েই যাচ্ছিলেন। অসাধারণ রিফ্লেক্সে ঝাঁপিয়ে কর্নারের বিনিময়ে রক্ষা করেন স্কটল্যান্ড গোলরক্ষক গান। ২০তম মিনিটে লেয়াওয়ের শট ঝাপিয়ে কর্নারের বিনিময়ে ঠেকান গোলরক্ষক। তিন মিনিট পর লেয়াওয়ের কাছ থেকে বল পেয়ে ক্রসবারের উপর দিয়ে মারেন জটা। ৩১তম মিনিটে আবার সুযোগ আসে লিভারপুল ফরোয়ার্ডের সামনে। ফার্নান্দেজের ক্রসে জটার হেড ফেরান গান। ছয় মিনিট পর দূর পাল্লার শট লক্ষ্যে রাখতে পারেননি নুনো মেন্দেস। ৪৪তম মিনিটে লেয়াওয়ের শট বেরিয়ে যায় পোস্ট ঘেঁষে। পর্তগালের

আক্রমণের অসংখ্য ঢেউ সামলে এগিয়ে থেকে বিরতিতে যায় স্কটল্যান্ড। প্রথমার্ধে প্রায় ৬৮ শতাংশ সময় বল দখলে রেখে গোলের জন্য ১৬টি শট নেয় পর্তুগাল। এর কেবল তিনটি ছিল লক্ষ্যে। বিরতির পর মাঠে নামেন পর্তুগালের অধিনায়ক ও আন্তর্জাতিক ফুটবলের রেকর্ড গোলদাতা রোনাল্ডো। আক্রমণে ধার বাড়ে আয়োজকদের। গোলের জন্য এবার বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়নি। ৫৪তম মিনিটে দলকে সমতায় ফেরান ফার্নান্দেজ। লেয়াওয়ের কাছ থেকে ডি বক্সের বাইরে বল পেয়ে জাল খুঁজে নেন ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড মিডফিল্ডার। ৬৬তম মিনিটে বল ক্লিয়ার করতে রোনাল্ডোর দ্বিধার সুযোগ নিয়ে বিপজ্জনক জায়গায় বল পেয়ে যান ম্যাকটোমিনে। তার বুলেট গতির শট ঠেকিয়ে দেন পর্তুগাল গোলরক্ষক। সপ্তম মিনিটের গোলের পর এটাই গোলের জন্য সফরকারীদের প্রথম শট ছিল। ১০ মিনিট পর এগিয়ে যেতে পারত পর্তুগাল। রোনাল্ডোর দুর্দান্ত ব্যাকহিলে বিপজ্জনক জায়গায় বল পেয়ে যান জোয়াও ফেলিক্স। তার শট বাম পা বাড়িয়ে ঠেকিয়ে দেন গান। ৮২তম মিনিটে পাগলাটে একটা সময়ে চারবার গোলের দুয়ার থেকে ঘুরে আসে পর্তুগাল! ফেলিক্সের ডাইভিং হেড ঠেকিয়ে দেন গান। ফিরতি বলে রোনাল্ডোর শট ফেরে ডান দিকের পোস্টের লেগে। আক্রমণ তখনও শেষ হয়নি। সতীর্থের পা ঘুরে বল পান ফার্নান্দেজ। তার ক্রসে রোনাল্ডোর হেড ব্যর্থ হয় বাম দিকের পোস্টে লেগে। ফিরতি বলে ছুটে গিয়ে হেড করতে চেয়েছিলেন ফেলিক্স, সেটি ঠেকিয়ে দেন গান। ৮৬তম মিনিটে রুবেন নেভেসের হেড থামিয়ে পর্তুগালের হতাশা বাড়ান স্কটল্যান্ড গোলরক্ষক। তবে দুই মিনিট পরেই তার প্রতিরোধ ভেঙে দলকে এগিয়ে নেন রোনাল্ডো। মেন্দেসের ক্রসে ছুটে গিয়ে পা বাড়িয়ে ঠিকানা খুঁজে নেন তিনি। স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে এই প্রথম গোল করলেন রোনাল্ডো। সব মিলিয়ে ৪৯ দলের বিপক্ষে জালে বল পাঠালেন তিনি। ক্রোয়েশিয়ার বিপক্ষে আগের ম্যাচে ছুঁয়েছিলেন নয়শ গোলের সীমানা। ৩৯ বছর বয়সী মহাতারকার গোল হলো ৯০১টি। টানা ২ জয়ে ৬ পয়েন্ট গ্রুপের শীর্ষে উঠে এসেছে পর্তুগাল। লুকা মদ্রিচের একমাত্র গোলে পোল্যান্ডকে হারিয়ে দুই নম্বরে উঠে এসেছে ক্রোয়েশিয়া। একটি করে জয়ে এই দুটি দলের পয়েন্ট ৩ করে। টানা দুই হারে এখনও পয়েন্টের খাতাই খুলতে পারেনি স্কটল্যান্ড।

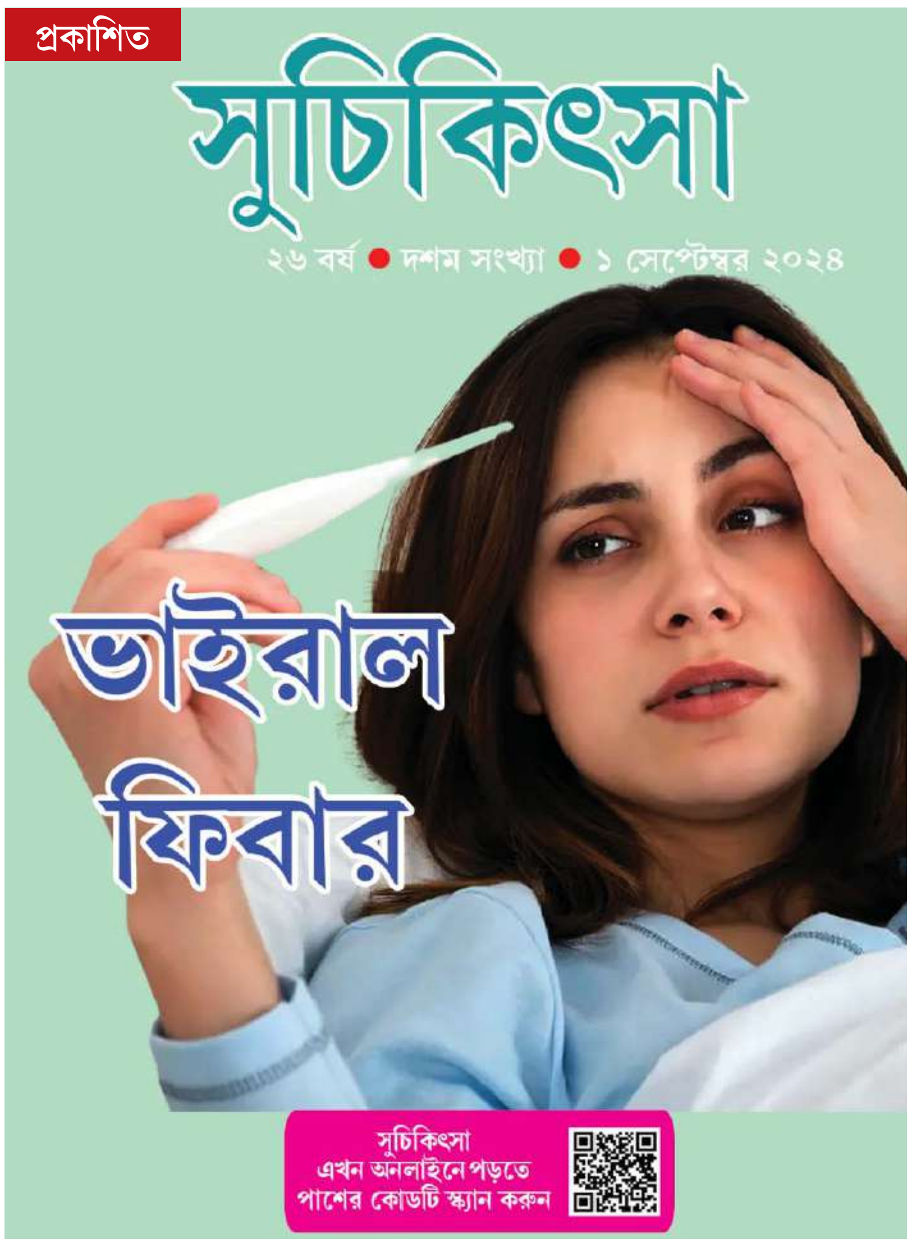

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com